চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 329 Wednesday, 1 November, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৩২৯ সংখ্যা ❋ ১৪ কার্তিক, ১৪৩০, বুধবার, ১ নভেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সিঙ্গুর মামলায় রাজ্যের আইনি পরাজয়ে দেয় আর্থিক ক্ষতিপূরণের ধাক্কা পড়বে নিরীহ করদাতাদের ওপর। মঙ্গলবার এই মন্তব্য করলেন সুকান্ত মজুমদার। ...বিস্তারিত পাতা ৩

শহর থেকে জেলা, বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে বরাবরই আলাদা জায়গা পেয়েছে বিরিয়ানি। সেই বিরিয়ানির গুণগত মান যাচাইয়েই এবার উদ্যোগী প্রশাসন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মৃত্যু লাফিয়ে বাড়ছে, কিন্তু যুদ্ধবিরতির কথা একেবারেই ভাবছে না ইজরায়েল। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'এটা যুদ্ধেরই সময়'! ...বিস্তারিত পাতা ৬

এমবাপে, হালান্ডদের হারিয়ে ফের শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের আসনে এলএম১০। অষ্টম ব্যালন ডি'ওর জিতলেন মেসি। ২ বছর আগে জিতেছিলেন শেষবার। ...বিস্তারিত পাতা ৮

২ নভেম্বর দেবেন হাজিরা, এথিক্স কমিটির যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন মহুয়ার

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবরঃ ২ নভেম্বরই লোকসভার এথিক্স কমিটির সামনে হাজিরা দেবেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর বিরুদ্ধে যে ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠেছে, সেই বিষয়ে তাঁর বয়ান নথিবুক্ত করার জন্য ৩১ অক্টোবর তাঁকে তলব করেছিল এথিক্স কমিটি। তবে, এর আগে তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছিলেন, তাঁর পূর্ব নির্ধারিত ব্যস্ততা আছে। তাই তিনি ৩১ অক্টোবরের বদলে ৫ নভেম্বর এথিক্স কমিটির সামনে হাজিরা দেবেন। মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর), সিদ্ধান্ত বদলে তিনি জানিয়েছেন ২ তারিখ এথিক্স কমিটির সামনে উপস্থিত হবেন তিনি। এদিন তিনি বলেছেন, ''আমি এই অভিযোগের বিষয়ে আমার প্রতিবাদ নথিভুক্ত করতে চাই। এথিক্স কমিটির সমনকে সম্মান জানিয়ে আমি ২০২৩-এর ২

নভেম্বর সকাল ১১টায় কমিটির সামনে হাজির হব।'' তবে, এই মামলার প্রেক্ষিতে তিনি ফের ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানিকে জেরা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে এদিন তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি উঠেছে, তা যাচাই করার জন্য এথিক্স কমিটি কি আদৌ উপযুক্ত ফোরাম? তাঁর দাবি, সংসদীয় কমিটিগুলির কোনও ফৌজদারি এক্তিয়ার নেই। তাই, এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব, কোনও আইন রক্ষাকারী সংস্থাকে দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি। এর আগে আইনজীবী তথা মহুয়া মৈত্রর প্রাক্তন বন্ধু জয় অনন্ত দেহদ্রাইয়ের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে সংসদে তাঁর স্বার্থে প্রশ্ন করার অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে এই অভিযোগের তদন্ত চেয়েছিলেন তিনি। ওম বিড়লা বিষয়টি এথিক্স কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠান। এর আগে এথিক্স কমিটি জয় অনন্ত দেহদ্রাই এবং নিশিকান্ত দুবের বয়ান নথিভুক্ত করেছে এথিক্স কমিটি। শুধুমাত্র মহুয়া মৈত্রর বয়ান নথিভুক্ত করাই বাকি। তারপর দ্রুত এই বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করবে এথিক্স কমিটি।

৫০ দিন পর গেলেন নবান্নে

অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হামেশাই কার্যত ছুটে বেড়াতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কখনও দলীয় কর্মসূচি, কখনও মিটিং-মিছিল, কখনও আবার বিদেশ বিভুঁইয়ের বিভিন্ন কাজে তিনি সফর করে থাকেন। তবে গত কয়েকদিন ধরে কার্যত গৃহবন্দি ছিলেন তিনি। অবশেষে পঞ্চাশ দিন পর মঙ্গলবার নবান্নে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন, মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে পুলিশি ব্যবস্থাও ছিল জোরদার। নবান্নে যাওয়ার পথে গাড়ি থেকে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে হাতও নাড়েন মুখ্যমন্ত্রী। গত ১১ সেপ্টেম্বর শেষবার নবান্নে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্পেন সফরে যাওয়ার আগের দিন সরকারি আধিকারিকদের যাবতীয় কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলেন তিনি। এরপর বার্সেলোনা-স্পেন সফর সারেন মমতা। সেখান থেকে গত ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ফেরেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে কলকাতায় ফেরার পর পায়ে যন্ত্রণা অনুভব করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে এসএসকেএম-এ যান চিকিৎসার জন্য। তখনই চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর থেকেই একপ্রকার ঘরে বন্দি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বাড়ি থেকে বেরোননি। তবে বাড়ি থেকেই যতটা সম্ভব প্রশাসনিক কাজ-কর্ম সামলেছেন তিনি। কয়েকদিন আগে হয়ে যাওয়া দুর্গাপুজোর উদ্বোধনও করেছেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে। তবে ২৭ অক্টোবর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। দুর্গাপুজোর কার্নিভালে রেড রোড গিয়েছিলেন। কিন্তু দফতরের আজই প্রথম বেরলেন।

'ভুতুড়ে ভোটার' নাকি 'ভুতুড়ে অফিসার'! বাংলায় সর্বদলীয় বৈঠকে জোর চর্চা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে মঙ্গলবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল বাংলায়। রাজ্যের প্রথম সারির সব রাজনৈতিক দল বৈঠকে উপস্থিত ছিল। যুযুধান তৃণমূল ও বিজেপির প্রতিনিধিরা, বাম-কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সকলে ছিলেন সর্বদলীয় বৈঠকে। বৈঠক শেষে বেরিয়ে 'ভুতুড়ে ভোটার' ইস্যুতে সরব বিজেপি শিবির। বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়ার বক্তব্য, ভূতুড়ে ভোটার সিপিএম তৈরি করেছিল। এই সরকারের আমলেও সেটাই চলছে। ২০১৮ ডিলিমিটেশনের পর পুনর্বিন্যাস অনুযায়ী যথাযথ ভোটার তালিকা তৈরি হয়নি। ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও কারচুপি যাতে না হয়, সেদিকে নজর রাখার জন্য দাবি তুলেছেন বিজেপি নেতা। অন্যদিকে সর্বদলীয় বৈঠক শেষে তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাস আবার বললেন, ভোটার তালিকা থেকে যোগ্য ভোটারদের নাম যেন কোনওভাবে বাদ না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অরূপের বক্তব্য, ''যোগ্য ভোটারদের নাম যেন তালিকায় থাকে। অনেক সময় নাম কেটে দেওয়া হয়।'' ভোটার তালিকা সংশোধন আরও সহজ সরল ভাবে করার দাবি জানান তিনি। পদ্ম শিবির যখন 'ভুতুড়ে ভোটার' তত্ত্ব উস্কে দিচ্ছে, তখন বামেদের মুখে আবার 'ভুতুড়ে অফিসার' তত্ত্ব। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সর্বদলীয় বৈঠক শেষে বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা রবীন দেবের দাবি, প্রায় ৮০ হাজার বুথ স্তরের অফিসার যেন সঠিক সময়ে নিয়োগ হয় এবং কারা নিযুক্ত হচ্ছেন, সেটাও যাতে জানানো হয়। রবীন দেবের স্পষ্ট বক্তব্য, ''গোটা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রাখতে হবে। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের যাতে দায়িত্ব না দেওয়া হয়। ভূতুড়ে অফিসার যাতে নিয়োগ না হয়।'' এদিকে কংগ্রেসের তরফে আজ সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অসিত মিত্র। তাঁরও অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেও ভোটার তালিকায় অনেকের নাম দেওয়া হচ্ছে না। বৈঠক শেষে বেরিয়ে বললেন, ''গণতান্ত্রিক উপায়ে সব হোক, সেই ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। নির্বাচনের প্রস্তুতিতেও নিরাপত্তা প্রয়োজন রয়েছে।''

জ্যোতিপ্রিয়র জবাবে সন্তুষ্ট নয় ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ ইডি হেফাজতে রয়েছে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়ার পর এই প্রথম ইডি-র জেরার মুখে পড়লেন তিনি। ইডি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সারাদিনে তাঁকে একবারই জেরা করেছেন গোয়েন্দারা। তবে জিজ্ঞাবাসাদে মন্ত্রী একেবারেই সহযোগিতা করছেন না বলে দাবি গোয়েন্দাদের। ইডি সূত্রে খবর, আলাদা একটি ঘরেই রাখা হয়েছে বনমন্ত্রীকে। জেরা করার সময় অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোয়েন্দাদের দাবি, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন বালু। এ দিকে, তাঁর শরীরের কথা মাথায় রেখে নিরামিষ খাবার দেওয়া হয়েছে। প্রাতঃরাশে চা ক্রমি ক্রেকার বিস্কুট, একটি পাউরুটি খেয়েছেন। দুপুরে খেয়েছেন, অল্প ভাত, ডাল, দু'টো ছোট রুটি আর পাঁচমেশালী নিরামিষ তরকারি খেয়েছেন। অর্থাৎ খাবার ঠিকমতো খেলেও প্রশ্নের জবাব ঠিকঠাক দিচ্ছেন না বলেই ইডি সূত্রে খবর। জানা গেছে, এদিন দুপুর ১২টার কিছু পরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা। প্রথম দফায় রেশন দুর্নীতি সংক্রান্ত ১০টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। দিল্লি সদর দফতর থেকেই প্রশ্ন তালিকা পাঠানো হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। তবে জেরায় মন্ত্রী বিশেষ মুখ খুলতে চাননি। প্রসঙ্গত, রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গত শুক্রবার গ্রেফতার হন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সেদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেদিন এজালাসেই চেয়ার থেকে পড়ে যান মন্ত্রী। জ্ঞান হারান, বমি করেন। এরপর তাঁকে ভর্তি করা হয় বেসরকারি হাসপাতালে।

বাদ পড়ল বালু-কন্যার সই, ৭ ঘণ্টার মধ্যেই কেন এই বদল সংসদের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যখন ইডি হেফাজতে, তখন তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের পদ নিয়ে বাড়ল জল্পনা। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদে থাকা প্রিয়দর্শিনীর সম্পত্তি নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। এরই মধ্যে সংসদের তরফ থেকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বাড়ল জল্পনা। দুপুর ২টো ৫০ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার পর রাত ১০টায় আচমকাই সেই বিজ্ঞপ্তি বদলে যায়। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে সই ছিল জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ে তথা সংসদের সচিব প্রিয়দর্শিনীর। পরবর্তীতে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, সই রয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের। বিজ্ঞপ্তিটি মূলত একাদশ শ্রেণির সিলেবাস সংক্রান্ত। একাদশ শ্রেণিতে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স ও ডাটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে সিলেবাসে কিছু বদল আনা হয়েছে। সেই বদল হওয়ার পর প্রয়োজনীয় স্টাডি মেটিরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। দুটি চিঠির বক্তব্য মোটামুটি একই রকম। প্রথম চিঠিতে নিছক বক্তব্যটুকুই আছে আর পরবর্তী চিঠিতে একটু বিস্তারিত আকারে পুরোটা বলা রয়েছে। এটাই যা তফাৎ। সংসদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জরুরি সংশোধন করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। অর্ডারটিতে কিছু সংশোধনের পর সভাপতি তা সই করে অনুমোদন দিয়েছেন বলেই দাবি করা হয়েছে। কী সংশোধন, তা উল্লেখ করা হয়নি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শিক্ষা সংসদের গায়ে যাতে কোনও দুর্নীতির আঁচ না লাগে তাই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। বালু-কন্যা শিক্ষা দফতরের পদে রয়েছেন। তাঁর বাবা তথা বনমন্ত্রীর নাম দুর্নীতি ইস্যুতে নাম জড়ানোর পর তাঁকে নিয়ে বিব্রত দফতরেরই শীর্ষ পর্যায়ের অনেক আধিকারিক। তার মধ্যে ইডি-র দেওয়া তথ্যে উঠে এসেছে, ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর হিসেবেও নাম ছিল প্রিয়দর্শিনী। তাই এই সই বাতিল নিয়ে বেড়েছে জল্পনা। উল্লেখ্য, চলতি বছরেই সংসদের সচিব পদে দায়িত্ব পান প্রিয়দর্শিনী। আশুতোষ কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপিকা প্রিয়দর্শিনীর সচিব পদের মেয়াদ তিন বছর। মন্ত্রীর মেয়ের পদ পাওয়া নিয়ে বিতর্ক হয়েছে আগেই। এবার বাদ পড়ল তাঁর সই।

নভেম্বরে ঠান্ডার পথে কাঁটা, এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়ছে না বাংলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ পুজোর সময় থেকেই ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছিল পারা। কলকাতায় খুব বেশি পারাপতন দেখতে পাওয়া না গেলেও গ্রাম বাংলায় কিন্তু পুজোয় ভালই শীত শীত ভাবটা উপভোগ করেছেন সাধারণ মানুষ। আলমারি থেকে বেরিয়ে পড়েছে গরম কাপড়। তবে নভেম্বর নিয়ে দুঃসংবাদই শোনাল মৌসম ভবন। তাতে যেন অক্টোবরের শেষে মন খারাপের ছোঁয়া বাঙালির মনে। হাওয়া অফিসের তরফে সাফ জানানো হচ্ছে সাততাড়াতাড়ি শীতের আশা নেই বাংলায়। নভেম্বরে ঠান্ডার পথে রয়েছে কাঁটা। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের বেশিই থাকতে পারে। সাধারণত, মাঝ-ডিসেম্বরের আগে দক্ষিণবঙ্গে শীত পড়ে না। এ বারও তার অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা কম, মৌসম ভবনের রিপোর্ট যেন সে কথাই বলে দিল। নভেম্বরের শুরুতেও পুবালি বাতাসের জেরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে।

পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যে সর্বোচ্চ ডেঙ্গি সংক্রমণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ উৎসবের মরশুমে রাজ্যে আরও ভয়াবহ চেহারায় ডেঙ্গি। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, মহালয়া থেকে দশমী পর্যন্ত ১১ দিনে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যে সর্বোচ্চ ডেঙ্গি সংক্রমণ এবারই, আরও ধরা পড়েছে এই পরিসংখ্যানে। এ অবস্থায় পুরসভা ও মিউনিসপ্যালিটিগুলিকে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে বলে খবর। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭৬ হাজার ৪৭৫। গত বছরে রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন ৬৭ হাজার ২৭১ জন। ২০২১-এ রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন ৮ হাজার ২৬৪ জন। ২০২০-তে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন ৫ হাজার ১৬৬ জন। স্বাস্থ্য ভবনের নথি অনুযায়ী, চলতি বছরে সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গি ধরা পড়েছে ৪৮ হাজার ৩১১ জনের। বেসরকারি হাসপাতাল, ল্যাবে রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গি ধরা পড়েছে ২৮ হাজার ১৬৪ জনের। সব মিলিয়ে চিন্তা বাড়ছে ডাক্তারদের। স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা ছিল, উৎসবের মরশুমে হয়তো কিছুটা হলেও ডেঙ্গি-সংক্রমণে রাশ পড়ানো গিয়েছে। কিন্তু সেই আশা যে ভুল, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মহালয়া থেকে দশমী পর্যন্ত ডেক্রি আক্রান্তের পরিসংখ্যানে। এহেন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা তাই বিভিন্ন পুরসভাগুলিকে আরও একবার সতর্ক করছেন যে কোনও ভাবেই মশা দমনের কাজে ঢিলেমি দেওয়া যাবে না। এখন আবহাওয়ার যা গতিপ্রকৃতি তাতে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে নতুন করে হয়তো জলও জমবে না। তবে আগেই জমা-জলে যে সব মশার জন্ম হয়েছে, সেই মশার উৎসস্থলগুলিকে ধ্বংস করতে হবে। এই মর্মে পুরসভা ও মিউনিসপ্যালিটিগুলিকে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে বলে খবর। উত্তর ২৪ পরগনায় ডেঙ্গি আক্রান্ত ১৮৫৪৯, কলকাতায় ১১০২৯, মুর্শিদাবাদে ৮৭৫০ হুগলি ৬০০১, নদিয়ায় ৫৫০৩, হাওড়া ৪২৫৭, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩১০৯ এবং মালদহে ৩০২২ জন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডেঙ্গি আক্রান্তের বিচারে উত্তর ২৪ পরগনাই সবথেকে বেশি এগিয়ে রয়েছে। ডেঙ্গিকে কোনওভাবেই যেন বাগে আনতে পারছে না প্রশাসন। ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে প্রত্যেক পুরসভাকে সতর্ক করা হয়েছে। কোভিডের ধাঁচে হেল্পলাইন নম্বরও খোলা হয়েছে। পুজোর মুখে সমস্ত পুরকর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। জলাজঙ্গল, নর্দমা পরিস্কারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যধি যেন 'অনিয়ন্ত্রিত'। এখনও স্বাস্থ্য দফতর যা রিপোর্ট দিচ্ছে, তাতে কাঁপুনি ধরাচ্ছে শরীরে।

সিপিএমের কোষাগার থেকে টাটাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ বাংলার আকাশে ফের 'সিঙ্গুরে' মেঘ। রাজ্যকে ধাওয়া করছে পরিত্যক্ত শিল্পের ভূত। সিঙ্গুর চুক্তিভঙ্গের বিপুল খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। টাটা মোটরসের সঙ্গে চুক্তি ভাঙে রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগম। তারপর থেকেই চলছিল আইনি লড়াই। সেই রায়ই গিয়েছে টাটার পক্ষে। সুদ-আসল মিলিয়ে প্রায় ৭৫৬ কোটি ৭৮ লক্ষ গুনাগার গুনতে হবে রাজ্যকে। জমি অধিগ্রহণকে 'অবৈধ' বলে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। জমি অধিগ্রহণ মামলায় হেরে গিয়েছিল টাটা মোটরস। এদিন সে কথা মনে করিয়ে কুণাল বলেন, ''সিঙ্গুরের এই অধিগ্রহণ তো অবৈধ। সেটা তো সুপ্রিম কোর্ট বলেই দিয়েছে। মমতা তো বলেছিলেন শিল্প হবে। কিন্তু, তিন ফসলি জমিকে জোর করে অধিগ্রহণ করে এভাবে হতে পারে না। বামদের শরিকরাই তো বিরোধিতা করেছিল। সিপিএমের রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে যাবে কি না তা নিয়েও চলছে জল্পনা। অন্যদিকে টাটাকে টাকা দিতে হলে তা গুনতে হবে আম-আদমির করের টাকা থেকেই। যা জমা পড়ে রাজ্যের কোষাগারে। এখানেই আবার উদ্বেগ প্রকাশ করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, ''এই টাকা যেন কোনওভাবে করদাতাদের টাকা থেকে না দেওয়া হয়। তৃণমূলের ফান্ড থেকে দেওয়া হোক।

তাতেই ফুঁসছে রাজ্যের বর্তমান শাসক শিবির। দোষ ঠেলছেন বাংলার পূর্বতন শাসক তথা সিপিএমের দিকে। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সাফ দাবি, সিপিএমের কোষাগার থেকে দেওয়া উচিত এই ক্ষতিপূরণ। প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের অন্যতম প্রধান মাইলফলক হিসাবে দেখা হয় সিঙ্গুরকে। আগেই সিঙ্গুরে টাটা গাড়ি কারখানার জন্য রাজ্য সরকারের দখলদারির বিরোধী ছিলেন খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সিপিএমের কোষাগার থেকেই এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। ৩৪ বছর মানুষকে লুঠ করে, অত্যাচার করে প্রচুর রাজপ্রাসাদ বানিয়েছে সিপিএম। সেই রাজপ্রাসাদ বিক্রি করে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।'' এদিকে আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের এই রায়ের পর থেকে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা। রাজ্য এই আমি ওদের সব জানি। ওদের ফান্ডে ৮০০ কোটি টাকা আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই টাকা দেওয়া উচিত পার্টি ফান্ড থেকে।'' অন্যদিকে সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যও আবার ঘুরপথে তৃণমূলকেই এক হাত নিয়েছেন। বলছেন, ''এই রায় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের পার্ট অ্যান্ড পার্সেল। সুতরাং নতুন করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কী হবে আমি জানি না।''

পা ক্রমশ রোগা হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ কী হল অনুব্রতর?

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবরঃ আগের থেকে বেশ খানিকটা ওজন ঝরেছে বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের। সে কথা চিকিৎসকরা আগেই জানিয়েছিলেন। তবে শরীর ভাল নেই এ কথা কেষ্ট বারেবারে বলেছেন। শুধু তাই নয়, শরীরিক অবস্থা দর্শিয়ে জামিনও পেতে চেয়েছেন। কিন্তু হয়নি। মঙ্গলবারও জামিন খারিজ হয়ে যায় তাঁর। সূত্রের খবর, আজও অনুব্রত নিজের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলার সময় বারেবারে পায়ে ব্যথার কথা বলেন। এ দিন, আইনজীবীদের জানান, তাঁর পায়ের হাড় ক্ষয়ে যাচ্ছে। ডান দিকের পায়ে ব্যথা। যার জেরে পা ক্রমশ রোগা হয়ে যাচ্ছে। আজও হুইলচেয়ারে বসেই রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দেন তিনি। তবে, শুধু অনুব্রত নয়, এ দিন কোর্টরুমে হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে এসেছিল গরুপাচার কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত সায়গল হোসেন। জেলেই আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। সেই ব্যথা যে কমেনি তা ব্যান্ডেজ দেখেই বলা চলে। তবে আজ কোর্টরুমে ঘটে গেল অন্য ঘটনা। এ দিন আদালতের ভিতরে অনুব্রত একসময়ের তাঁর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারির সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে কেষ্টর সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করেন সদ্য জামিন প্রাপ্ত মণীশ। ফলত, প্রশ্ন উঠেই যাচ্ছে, তাহলে কি এবার অনুব্রতর থেকে দূরত্ব বাড়াতে চাইছেন তিনি? উঠছে প্রশ্ন।

'আদানি ছুঁতেই শুরু ফোনে আড়ি পাতা', বিস্ফোরক অভিযোগ রাহুল-মহুয়াদের

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবরঃ 'আদানি'কে ছুঁতেই বিরোধী দলের নেতাদের ফোনে আড়ি পাতা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর), পবন খেরা, সীতারাম ইয়েচুরি, মহুয়া মৈত্রর মতো বিরোধী পক্ষের একাধিক নেতা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা তাঁদের আইফোনে অ্যাপল সংস্থার পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা পেয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট হ্যাকাররা আপনার যন্ত্রকে নিশানা করতে পারে। অর্থাৎ, তাঁদের ফোন হ্যাক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরপরই, এই বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে রাহুল গান্ধি বলেন, ''আদানিকে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পিছনে গোয়েন্দা সংস্থা মোতায়েন করা হয়, আড়ি পাতা শুরু হয়।'' তিনি জানিয়েছেন, তাঁর দলের কেসি বেনুগোপাল, পবন খেরা, সুপ্রিয়া শ্রীনাতের মতো নেতারা এই সতর্কবার্তা পেয়েছেন। রাহুল দাবি করেন, দেশ চলছে গৌতম আদানির কথাতেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকেই অনুসরণ করেন। রাহুল গান্ধি জানান, বিরোধী পরিসরের বেশ কয়েকজন নেতা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের অ্যাপল ফোন বা অন্যান্য ডিভাইস 'হ্যাক' করা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাপলের পাঠানো সতর্কবার্তার ই-মেইলের একটি অনুলিপিও দেখান রাহুল। তিনি বলেন, ''আমার কার্যালয়ের অনেকেই এই বার্তা পেয়েছেন। কংগ্রেসে কেসি বেণুগোপালজি, সুপ্রিয়া, পবন খেরাও এটি পেয়েছেন। ওরা যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। হাতে গোনা মানুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা ভয় পাই না। আপনারা যত খুশি ফোন ট্যাপ করতে পারেন, আমি পাত্তা দিই না। আপনি যদি আমার ফোনটাই নিয়ে নিতে চান, তাহলেও অসুবিধা নেই।'' সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি পোস্ট করে হ্যাকিংয়ের অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও। এক্সে তিনি অ্যাপলের সতর্কবার্তার স্ক্রিনশট শেয়ার করে লিখেছেন, 'অ্যাপল থেকে টেক্সট এবং ইমেলে আমাকে সতর্ক করেছে যে সরকার আমার ফোন এবং ইমেল হ্যাক করার চেষ্টা করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অন্য কিছু করুন। আদানি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'দাদা'দের ভয় দেখে আমার তাদের জন্য করুণা হচ্ছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, তিনি ছাড়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে ইন্ডিয়া জোটের অখিলেশ যাদব, রাঘব চাড্ডা, শশী থারুর, প্রিয়ঙ্কা চতুর্বেদী, সীতারাম ইয়েচুরি, পবন খেরা এবং রাহুল গান্ধির কার্যালয়ের বেশ কয়েকজন আধিকারিকদের ফোন হ্যাক করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুরো ঘটনাকে ইমারজেন্সি থেকেও খারাপ অবস্থা বলে দাবি মহুয়ার। ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারা যারা, তারাই

আজ দেশ চালাচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এই বিষয়ে তিনি সরকারিভাবে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন মহুয়া। বিরোধী সংসদদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে, তাঁকে রাজধর্ম পালনের আবেদন জানাবেন। ফোন হ্যাকিংয়ের চেষ্টার ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকদের দ্রুত তলব করার আর্জি জানাবেন। সংসদের প্রিভিলেজ কমিটিতে বিষয়টি তদন্তের আবেদন করেছেন তৃণমূল সাংসদ। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। আরও এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মহুয়া মৈত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিক শাহকে কটাক্ষ করে বলেছেন, ''গুজরাট থেকে দিল্লি যাত্রার সময় সাহেব এবং মোটা ভাই তাদের আড়ি পাতার স্বভাব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। দয়া করে এবার বড় হন।'' হ্যাকিং-এর চেষ্টার অভিযোগ নিয়ে মহুয়া মৈত্র তীব্র আক্রমণ চালালেও, এখনও পর্যন্ত তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

২ ও ৩ নভেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির পূর্বাভাস, উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা

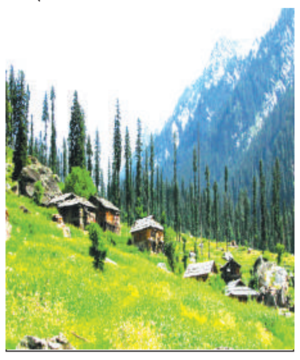

শ্রীনগর, ৩১ অক্টোবর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে আবারও আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনার কথা জানাল আবহাওয়া দফতর। ২ ও ৩ নভেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলে বৃষ্টি ও উঁচু পাহা।ে তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এই সময়ে আবহাওয়া মূলত থাকবে মেঘলা, বৃষ্টি ও তুষারপাতের সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদ নামার সম্ভাবনা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্র।মঙ্গলবার আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টা মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, ২ ও ৩ নভেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলে বৃষ্টি ও উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবার ৪ থেকে ৬ নভেম্বর আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক।

আগামী ২৫ বছরের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করতেই হবেঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

কেভাড়িয়া, ৩১ অক্টোবর ঃ আগামী ২৫ বছর আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ২৫ বছরের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করতেই হবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। গুজরাটের কেভাড়িয়ার একতা নগরে রাষ্ট্রীয় ঐক্য দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আমি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চরণে প্রণাম করছি। রাষ্ট্রীয় ঐক্য দিবসে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই। আগামী ২৫ বছর ভারতের জন্য এই দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২৫ বছর। মোদী বলেছেন, যারা একতা নগরে আসছেন তাঁরা শুধুমাত্র এই বিশাল মূর্তিই (স্ট্যাচু অফ ইউনিটি) দেখতে পাবেন না, বরং সর্দার প্যাটেলের জীবন, ত্যাগ এবং এক ভারত গড়তে তাঁর অবদানের আভাস পাবেন। গুজরাটের কেভাডিয়ার একতা নগরের স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে মঙ্গলবার সকালে জাতীয় একতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় বিভিন্ন বাহিনীর শৌর্য্য ও শক্তিও চাক্ষুস করেন তিনি। পরে জাতীয় একতা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখানকার সমস্ত যুবক এবং সাহসী মানুষের উচ্ছ্বাস এই জাতীয় ঐক্য দিবসের একটি বড় শক্তি। তিনি বলেছেন, ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে ৩৭০ ধারার 'প্রাচীর' অপসারণ করা হয়েছে কাশ্মীরের মানুষ সন্ত্রাসের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছেন।দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী ২৫ বছর ভারতের জন্য এই দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২৫ বছর। এই ২৫ বছরে আমাদের ভারতকে সমৃদ্ধ করতে হবে, আমাদের ভারতকে উন্নত করতে হবে। স্বাধীনতার ২৫ বছর আগে একটি সময় ছিল, যেখানে প্রতিটি দেশবাসী স্বাধীন ভারতের জন্য আত্মত্যাগ করেছিল। এখন, আগামী ২৫ বছর আমাদের জন্য একটি সুযোগ এবং প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারতকে সাধুবাদ জানাচ্ছে বিশ্ব। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরে আমরা গর্বিত! আমরা গর্বিত যে বিশ্ব যুদ্ধ এবং অন্যান্য সংকটের মুখোমুখি হলেও, আমাদের সীমান্ত নিরাপদ। আমরা গর্বিত যে আমরা শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হব। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই অমৃত কালের মধ্যে ভারত ঔপনিবেশিক অতীতকে ঝেড়ে ফেলছে। আমরা আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছি। ভারতীয় নৌবাহিনীর পতাকা আর ব্রিটিশ শাসকদের প্রতীক বহন করে না। ইন্ডিয়া গেটে ব্রিটিশ রাজার পরিবর্তে, এখন আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য নেতাজি সুভাষের মূর্তি রয়েছে।

কৃতজ্ঞচিত্তে সর্দার প্যাটেলকে স্মরণ গোটা দেশের, শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ কৃতজ্ঞচিত্তে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে স্মরণ করল গোটা দেশ। লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৮-তম জন্ম দিবস উপলক্ষে সমগ্র দেশজুড়ে মঙ্গলবার পালিত হয়েছে জাতীয় ঐক্য দিবস। লৌহপুরুষকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখ।নতুন দিল্লির প্যাটেল চৌকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী মোদীর লৌহপুরুষকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এদিন সকালে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, সর্দার প্যাটেলের জয়ন্তীতে আমরা তাঁর অদম্য চেতনা, দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কত্ব এবং অসাধারণ উৎসর্গের কথা স্মরণ করছি। জাতীয় সংহতির প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি আমাদের পথ দেখায়। তাঁর সেবায় আমরা চির ঋণী। গুজরাটের কেভাডিয়ার একতা নগরের স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে এদিন সকালে জাতীয় একতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১নভেম্বর ঃবুধবার, ১৪কার্তিক মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১নভেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৪কার্তিক মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪কার্তিক মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৪কার্তিক মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

২ নভেম্বর গ্রেফতার করা হতে পারে কেজরিওয়ালকে, আশঙ্কার কথা জানালেন অতিশী

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবরঃআগামী ২ নভেম্বর গ্রেফতার হতে পারেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এমনই আশঙ্কা করছে কেজরিওয়ালের দল। মঙ্গলবার দিল্লির মন্ত্রী তথা এএপি নেত্রী অতিশী বলেছেন, আমরা তথ্য পাচ্ছি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল যখন ২ নভেম্বর ইডি-র সামনে হাজির হবেন, তখন ইডি তাঁকে গ্রেফতার করবে এবং জেলে রাখবে। বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী এএপি-কে শেষ করতে চান। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হবে, কারণ প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ভয় পান, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা নেই।অতিশী আরও বলেছেন, বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী জানেন, তাঁরা এএপি-কে নির্বাচনে হারাতে পারবেন না। এখন এএপি-কে শেষ করতে, দলের নেতাদের জেলে ঢোকানো হচ্ছে। আম আদমি পার্টির সমস্ত বড় নেতাদের কারাগারে ঢোকানোর মানে একটাই যে তাঁরা (বিজেপি) এএপি-কে শেষ করে দেবে। অতিশীর কথায়, যারা বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলে, তাঁদেরই টার্গেট করা হচ্ছে। ইডি এবং সিবিআই-এর অপব্যবহার শুধুমাত্র অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপর শেষ হবে না, বিরোধী এবং আইএনডিআই জোটের সমস্ত নেতাদেরও জেলে পাঠানো হবে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের পর, পরবর্তী নম্বর হবে হেমন্ত সোরেন, তারপরে তেজস্বী যাদব, তারপর পিনারাই বিজয়ন এবং তারপরে স্ট্যালিন (এম কে স্ট্যালিন)।

উত্তর প্রদেশের বাহরাইচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত দম্পতি, আহত ৬

বাহরাইচ, ৩১ অক্টোবর ঃ উত্তর প্রদেশের বাহরাইচ জেলায় বাইকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক দম্পতির। আহত হয়েছে ৬ শিশু। সোমবার গভীর রাতে বাহরাইচ জেলায় এক দম্পতি তাদের শিশুদের নিয়ে বাইকে করে যাচ্ছিল। আচমকাই একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে তাদের বাইকের ধাক্কা লাগলে দুর্ঘটনায় দম্পতির মৃত্যু হয়। ছয় শিশুও গুরুতর আহত হয়। আহত শিশুদের চিকিৎসার জন্য বাহরাইচ থেকে লখনউতে রেফার করা হয়েছে।বাইক আরোহী দুর্গেশ তাঁর স্ত্রী ও ছয় সন্তানকে নিয়ে বাইকে করে যাচ্ছিলেন। কোতোয়ালি দেহাত এলাকায় একটি দ্রুতগামী পিকআপ তাঁর বাইককে জোরে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়। শিশুদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যেখান থেকে তাদের লখনউতে রেফার করা হযেছে। বাহরাইচের এসপি পবিত্র মোহন ত্রিপাঠী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

হিলিতে কাঁটাতারের ওপারে সম্প্রীতির কালীপুজো

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুরঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া হাড়িপুকুর গ্রাম। একেবারে বাংলাদেশের শূন্যরেখা লাগোয়া মন্দিরে কালীপুজো করেন হিলির মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এই কালী পূজা ঘিরে সাজো সাজো রব গ্রামে। শুধু গ্রামবাসীরাই নয় এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সামিল হন সীমান্তের প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানরাও। শুধুমাত্র ভারতীয় বা বিএসএফরা নয় সীমান্ত লাগোয়া এই পূজোয় মাতেন বাংলাদেশের মানুষও। এমনকী, মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণও করেন তাঁরাই। তবে প্রথম থেকেই রীতি মেনে এই পুজো করেন হিন্দু পুরোহিত। কালী পুজোকে ঘিরে সেজে উঠেছে কাঁটাতারের পাশের গ্রাম হাড়িপুকুর।উৎসবের রেশ হাড়িপুকুর সংলগ্ন বাংলাদেশের গ্রামগুলিতেও। শুধু গ্রামবাসীরাই নয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সামিল হন সীমান্তের প্রহরারত বি.এস.এফ ও বিজিবি-র জওয়ানরাও। দীপাবলির আলোর এই অনুষ্ঠানে কার্যত মনের আঁধার দূরে সরিয়ে মিলন উৎসবে মাতে ওঠেন দুই বাংলার মানুষ।দেশ ভাগের পর থেকেই হা।পিকুরের সীমান্তের শূন্যরেখার পিলারের পাশেই দেবী দীর্ঘ দিন থেকে পূজিত হয়ে আসছেন। তবে এখানে কালীর থানে ঘট পূজা হয়। প্রথম থেকেই ঘট পূজার প্রচলন আজও অব্যাহত।মূর্তি তুলে পুজো হলেও গ্রামবাসীরা এই কালীর থানকে জাগ্রত বলে মানেন। হা।পিকুর গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম বলে পরিচিত এবং ওপারে বাংলাদেশের গ্রামগুলিও মুসলিম অধ্যুষিত। হিন্দুদের প্রচলিত রীতি মেনে হাড়িপুকুর গ্রামের এই কালী মাতার থানে পুজো সারা বছরই করেন হিন্দু পুরোহিত। কিন্তু কালীর থান এবং যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ করেন ওই গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। সারা বছরই কাঁটাতারের বেড়ায় বন্দী এই গ্রামবাসীরা। বাইরের পুজোয় আনন্দ না করতে পারলেও গ্রামের মধ্যে আলোর এই উৎসবে মেতে ওঠেন। কালীপুজোকে ঘিরে আলোর ঝর্ণা ধারায় সেজে ওঠে এপারের হাড়িপুকুর গ্রাম এবং ওপারের বাংলাদেশের বাঘমারা গ্রাম। কালীপুজোর পরদিন পুরনো রীতি অনুযায়ী খিঁচুড়ি ভোগেরও আয়োজন করা হয়। যে ভোগে অংশগ্রহণ করে সবাই। হাড়িপুকুর গ্রামের বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে জানাগেছে , স্বাধীনতার পর থেকেই পূজিত হয়ে আসা এই কালীপুজোর কয়েকটি দিনে এলাকায় একটি জমজমাট পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিদ্যুৎতের অভাবে প্রথমে মোমবাতি ও প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোর প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে গ্রামে বিদ্যুৎ এসে যাওয়ায় পুজোর কয়েকটি দিনে ছোট ছোটো টুনি বাল্বের আলোতে সেজে ওঠে দুই দেশের শূন্যরেখা এলাকা।পুরোনো রীতি মেনেই হিন্দুদের দ্বারা এই পুজো চললেও সেখানে অংশ নেন হাড়িপুকুর গ্রামের সমস্ত মুসলিম মানুষেরা।জাত ভেদাভেদ ও দেশ ভাগাভাগি ভুলে পুজোর দিন ও পুজোর পরের দিন খিঁচুড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে সামিল হন বাংলাদেশের গ্রামের প্রচুর হিন্দু ও মুসলিম মানুষ। দেশজুড়ে যেখানে অসহিষ্ণুতার পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ পালটা অভিযোগ। এরই মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ছে হাড়িপুকুর গ্রাম। এযেন দেশজুড়ে অসহিষ্ণুতার পরিবেশেও অক্ষুন্ন সেখানকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন । গ্রামের হিন্দু কালী মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। এখানে এসেই মনে হয় বিদ্রোহী কবি নজরুলের লাইন ' এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'। আর মাএ কয়েকদিন তাই এই কালী পুজো ঘিরে সাজো সাজো রব হিলি হাড়িপুকুর গ্রামে।

জিমনাস্টিকে উজবেকিস্তানে দেশের হয়ে পদক জয় নবদ্বীপের দুই কৃতীর

গোপাল বিশ্বাস ঃ-নদীয়া-জিমনাস্টিক প্রতিযোগীতায় বিশ্বের দরবারে দাড়িয়ে জয় পেল নবদ্বীপের দুই কৃতী, যা নবদ্বীপ বাসীর কাছে আরও একটি গর্বের বিষয়।অতীতে বহু ক্ষেত্রে নবদ্বীপের কৃতী মানুষের জন্য কখনো দেশের মধ্যে আবার কখনো দেশের বাইরে সমাদৃত হয়েছে নবদ্বীপ, বা নবদ্বীপের নাম উঠে এসেছে বহু গুণী মানুষের জন্য, এবার আরও একটা সাফল্যের মুকুট উঠলো নবদ্বীপের দুই কৃতীর মাধ্যমে।গত ১৮ থেকে ২০ শে অক্টোবর উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো১৩ তম আক্রোব্যাটিক্স জিমন্যাসটিক্স এর এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ মিক্স পেয়ার প্রতিযোগিতা,(জুনিয়র ও সিনিয়র)যেখানে বিশ্বের উজবেকিস্তান, চীন, জাপান, ইরান, হংকং, ভারত সহ ১৩ টি দেশ অংশ নেয়।ভারত বর্ষের তরফে মোট ৩৮ জন প্রতিযোগীও অংশ নেয়, সেখান নজরকাড়া নিজেদের পারফরম্যান্স জন্য পশ্চিম বঙ্গ থেকে একমাত্র যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের রায়না মজুমদার, ও অঙ্কুশ কর্মকার।যেখানে ভারতের ঝুলিতে আসে মোট ২৩ টি পদক, আর এর মধ্যে রায়না ও অঙ্কুশ দেশের হয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সিলভার মেডেল বা রৌপ্য পদক জয় করে।জানা যায় এটাই জীবনের প্রথমবার দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগীতায় অংশ ছিলো রায়না মজুমদার, ও অঙ্কুশ কর্মকারের।তারা দুজনেই এর পূর্বে জেলা,রাজ্য সহ জাতীয় স্তরে একাধিক বার বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়, এবং সিংহ ভাগ সময়ই তারা ভাল ফল করে।অঙ্কুশের মা অঞ্জনা কর্মকার জানান ছোট থেকেই ছেলে জিমনাস্টিক শিখছে ছেলের এই সাফল্যে তারা খুব খুশি, তবে মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে এই সাফল্য পাবার পথটা খুব একটা মসৃন ছিলোনা,যেখানে এই প্রতিযোগীতা টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে যাবার জন্য যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন ছিলো তা পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা,জোগার করা কিন্তু সেই সময় বহু সহৃয় মানুষ, প্রতিষ্ঠান পাসে এগিয়ে এসেছিলেন তাই ছেলের এই সাফল্যের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান অঙ্কুশের মা।রায়নার বাবা রাজু মজুমদার বলেন স্বপ্ন ছিলো মেয়ে দেশের হয়ে খেলুক, সেই স্বপ্ন আজ পূর্ণ হয়েছে, এদের এই সাফল্যের জন্য আমরা গর্বিত ওরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে, এতে এদের পরিশ্রমতো রয়েছেই পাশাপাশি এদের প্রশিক্ষক বিশ্বরূপ সরকারেরও অক্লান্ত পরিশ্রম অনস্বীকার্য, আশা রাখছি আগামী দিনে এরা দেশের হয়ে আরও পদক অর্জন করুক,রায়নার মা নঃি দতা মজুমদার বলেন জীবনের প্রথমবার দেশের বাইরে গিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের হয়ে খেলে সাফল্য পাওয়া এটা কতোটা গর্বের ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়, যেখানে ওদের অংশ নিতে যাওয়াটাই কার্যত একপ্রকার অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল অর্থের জন্য, যদিও পরবর্তী সময়ে অসংখ্য সংগঠন, ব্যাক্তির এগিয়ে আসলে তা সম্ভব হয়।আগামী দিনে আরও সাফল্য আসুক দেশের জন্য এটাই চাই।সাফল্য পেয়ে তথা প্রথমবারেই দেশের জন্য পদক আনতে পেরে খুশি দশম শ্রেণীর প।য়া রায়না মজুমদার ও একাদশ শ্রেণীর প।য়া অঙ্কুশ কর্মকার।তাদেরও স্বপ্ন দেশের হয়ে খেলবে ও পদক আনতে।কিন্তু এতো সাফল্যের পরও কোথাও যেন একটা আক্ষেপ দেখা গেলো তাদের মধ্যে, কারনটা তারাই জানায়,নবদ্বীপ শহরের নেই তেমন কোন অনুশীলনের জন্য উন্নত পরিকাঠামো, পাশাপাশি তারা জানায় অনেক প্রতিযোগীতাই দেশের বাইরে হয়, সেখানে যাতায়াতের জন্য খরচেরও একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, সমস্যায় পরতে হয় পরিবারের,তারা জানায় এবার তাদের যাবার

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর চন্দ্রবাবুর

দুরন্ত বার্তা,৩১অক্টোবরঃ অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডু ' ডেভেলপমেন্ট দুর্নীতি' মামলায় জামিন পেয়েছেন। চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে তাঁর। অন্ধ্রপ্রদেশ হাই কোর্ট স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদকে জামিন দিয়েছে।রাজামহেন্দ্রভরমের জেলে রাখা হয়েছে চন্দ্রবাবুকে। এর আগে তিনি জেলে নিরাপত্তা চেয়ে নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আবেদনে জানিয়েছিলেন, জেল চত্বরে যেখানে তাঁকে রাখা হয়েছে, সেখানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। গত ২৫ অক্টোবর জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আদালতে চিঠি পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রবাবু। চিঠিতে তাঁর অভিযোগ ছিল, জেলে তাঁর সঙ্গে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, যাতে তাঁর জীবন সংশয় তৈরি হয়েছে। তাই উপযুক্ত নিরাপত্তা চান অন্ধ্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। জেলে জেড় প্লাসের সমান নিরাপত্তা দাবি করেছিলেন তিনি। সেই নিরাপত্তা তাঁকে দেওয়া হয় জেলের মধ্যেও।জেলে মশার উপদ্রব নিয়েও বার বার অভিযোগ করেন চন্দ্রবাবু। তাঁর দলের সদস্যেরা তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। অভিযোগ, মশার উপদ্রব সম্বন্ধে জেল কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপই করেননি। যদিও জেল কর্তৃপক্ষ সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি ছিল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সুরক্ষায় কোনও ফাঁক রাখা হয়নি। তাঁর সেলে একটি বিছানা, একটি মশারি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও দলের কর্মী, সমর্থকেরা চন্দ্রবাবুর সুরক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। অবশেষে স্বাস্থ্যের কারণে চন্দ্রবাবুর অন্তর্বর্তিকালীন জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হল।

দেশের উন্নয়ন যারা দেখতে পায় না তাঁরা ধ্বংসাত্মক রাজনীতি করছে ঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ বিরোধীদের আইফোন হ্যাকিংয়ের অভিযোগ খন্ডন করলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ করে তিনি বলেছেন, দেশের উন্নয়ন যারা দেখতে পায় না তাঁরা ধ্বংসাত্মক রাজনীতি করছে। মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, তৃণমূল কংগ্রেস মহুয়া মৈত্র-সহ বিভিন্ন বিরোধী নেতারা আইফোন হ্যাকিংয়ের অভিযোগ আনেন। এরই প্রেক্ষিতে এদিন দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, অ্যাপল থেকে পাঠানো মেইল থেকে বোঝা যায়, তাঁদের কাছে কোনও স্পষ্ট তথ্য নেই, তাঁরা একটি অনুমানের ভিত্তিতে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। এই অস্পষ্ট। অ্যাপল একটি স্পষ্টীকরণ প্রকাশ করেছে যে বাধ্যতামূলক সমালোচকদের অভিযোগ সত্য নয়। ১৫০টি দেশের মানুষের কাছে এ ধরনের পরামর্শ পাঠানো হয়েছে। যারা দেশের উন্নয়ন দেখতে পায় না তাঁরা ধ্বংসাত্মক রাজনীতি করছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, সরকার এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দেশে কিছু বাধ্যতামূলক সমালোচক আছে। এই মানুষজন দেশের উন্নয়ন দেখতে পায় না, কারণ তাঁদের পরিবার যখন ক্ষমতায় ছিল তাঁরা শুধু নিজেদের কথাই ভেবেছিল। অ্যাপল ১৫০টি দেশে এই পরামর্শ জারি করেছে। বৈষ্ণব বলেছেন, যখনই এই বাধ্যতামূলক সমালোচকদের কাছে কোনও বড় ইস্যু থাকে না, তখনই বলে নজরদারি চলছে। তাঁরা কয়েক বছর আগেও এই চেষ্টা করেছিল, আমরা একটি সঠিক তদন্ত চালিয়েছিলাম, এবং বিষয়টি বিচার বিভাগ দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়েছিল।

গুগল ঘেঁটে ৩ হাজার টাকায় বোমা বানান কেরলে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা,৩১অক্টোবরঃ কেরলের কোচিতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে অভিযুক্তঃ বছর আটচল্লিশের ডমিনিক মার্টিন জেরা করে উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ইন্টারনেট দেখে বোমা বানানো শিখেছিলেন অভিযুক্ত, এবং মাত্র তিন হাজার টাকা খরচ করে সেই বোমা বানিয়েছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, মার্টিনের পরিবার গত পাঁচ বছর ধরে কোচিতে এক ভাড়া বাড়িতে রয়েছেন। কিন্তু কর্মসূত্রে বিদেশে থাকতেন মার্টিন। সেখানে ফোরম্যানের কাজ করতেন। বিস্ফোরণের ঘটনার মাস দুয়েক আগেই কোচিতে ফিরেছিলেন মার্টিন। পুলিশ সূত্রে খবর, বৈদ্যুৎতিক সার্কিট বানাতে দক্ষ বিস্ফোরণকাণ্ডের অভিযুক্ত। বিদেশে থাকাকালীনই সার্কিট বানানোর বিষয়টি রপ্ত করেছেন। শুধু তাই-ই নয়, ইন্টারনট ঘেঁটে বোমা বানানোর কাজও শুরু করেন।৪ ঘণ্টা ধরে মার্টিনকে জেরার পর পুলিশ জানতে পেরেছে, কোচির বাইরে অলুবায় একটি বাড়িতে বোমা বানানো হয়েছিল। সেই বোমা রবিবার সকাল ৭টায় কালামাসেরির প্রার্থনাসভায় রেখে এসেছিলেন। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের আগে সমাজমাধ্যমে একটি লাইভও করেন মার্টিন। যদিও আনন্দবাজার অনলাইন সেই লাইভের সত্যতা যাচাই করেননি। ওই লাইভে মার্টিন দাবি করেন, জিহোবার ওই কনভেনশন সেন্টারে ভুল পাঠ শেখানো হচ্ছে। শিশুদের মধ্যেও ভুল বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের কাছে মার্টিন দাবি করেছেন, এই ধরনের ভুল বার্তা না ছড়ানোর জন্য ওই সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপ করেননি। তার পরই তিনি বিস্ফোরণ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন।কেরলের সেই বিস্ফোরণের ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৫০ জন। কালামাসেরির ওই প্রার্থনাসভায় রবিবার হাজির হয়েছিলেন দু'হাজার মানুষ।

ঠেলাগাড়ি, হাতে টানা রিকশা নিলামে বিক্রি করবে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা,৩১অক্টোবরঃ শহরের সব রাস্তায় যন্ত্রচালিত নয় এমন যান অর্থাৎ ঠেলাগাড়ি, রিকশা অথবা সাইকেলের মতো গাড়ি চলতে পারেনা। এদের শহুরে পোশাকি ভাষায় বলা হয় ' ক্যারেজ'। অর্থাৎ ধীরে চালিত যান।শহরের রাজপথে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই ধরনের গাড়ি আটক করে। দেখা গিয়েছে, ঠেলাগাড়ি, সাইকেল ভ্যান, সাইকেল রিকশাই বেশি সংখ্যায় ধরা পড়ে। কলকাতার একটি বড় অংশে হাতে টানা রিকশা চললেও সেখানেএখনও সাইকেল রিকশা চলা নিষিদ্ধ। ' পেরিয়ে কোনও সাইকেল রিকশা ওই অঞ্চলে চলে গেলে তা আটক হয় পুলিশের হাতে।নিয়ম অনুযায়ী, জরিমানা দিয়ে গাড়ির চালক বা মালিককে গাড়ি ছাড়াতে হয়। আবার কোনও গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়লেও তা আটক করা হয়। আদালতের মাধ্যমে সেই গাড়ি পেতে হয়। লালবাজারের এক আধিকারিক জানান, অনেক সময়ই দেখা যায় যে, গাড়ির মালিক যে কোনও কারণেই হোক, গাড়ি ছাড়াতে আসেন না। সেই ক্ষেত্রে প্রথমে থানা চত্বর ও তার পর ক্রমে পুলিশের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ঠাঁই হয় ওই গাড়িগুলির। গত কয়েক মাস ধরে সমীক্ষা চালিয়ে কলকাতা পুলিশ দেখেছে যে, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জায়গা হয়েছে ১১৫২টি ' ক্যারেজ'-এরপুলিশের সূত্র জানিয়েছে, শহরে বেআইনিভাবে চলাচলের কারণে পুলিশের হাতে সব থেকে বেশি ধরা পড়েছে ঠেলাগাড়ি। মোট ৩৬০টি ঠেলাগাড়ি রয়েছে পুলিশের হেফাজতে। এর পর দেখা গিয়েছে, পুলিশের কাছে রয়েছে আটক হওয়া ৩৪০টি ফ্ল্যাট ভ্যান, যা ছোট মালবাহী গাড়ি বলে পরিচিত। সঙ্গে রয়েছে ২০০টি সাইকেল ভ্যান ও ১৯৮টি সাইকেল রিকশা। এ ছাড়াও তিনটি হাতগাড়ি, পাঁচটি বেকারি বা কেক-রুটি বহনকারী গাড়ি, ৬টি আখের রসের গাড়ি, দশটি আইসক্রিমের গাড়ি, কুড়িটি মোটর ভ্যান, পাঁচটি মোটর রিকশা, দুটি হাতে টানা রিকশা, দুটি সাইকেল ও একটি টোটো রয়েছে।পুজোর পরই সেগুলি নিলামে বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। ৬ নভেম্বরের মধ্যে ইচ্ছুক ক্রেতারা কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে গিয়ে গাড়িগুলি দেখে আসতে পারেন। পছন্দও করে নিতে পারেন নিজের পছন্দমতো ' দেওয়া গাড়ি', যেগুলি ফের কাজে লাগানো যাবে। এর পর ৮ নভেম্বর এই অনলাইনে নিলামে উঠবে এই গাড়িগুলি। যে ক্রেতা বেশি দাম দেবেন, তাঁর কপালেই এই পড়ে থাকা গাড়ি জুটবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রাজনৈতিক নেতাদের হুমকিতে প্রাণসংশয়ের আশঙ্কার জেরে পুলিশের দ্বারস্থ বিশ্বভারতীর উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নিজের প্রানসংশয়ের আশঙ্কায় পুলিশের দ্বারস্থ হলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। ফলকে প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম না থাকার প্রতিবাদে সেখানে মঞ্চ বেঁধে ধরনা শুরু করেছে তৃণমূল ,আর সেই অবস্থান মঞ্চ থেকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। শান্তিনিকেতন থানায় ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। ফলক বিতর্ক থেকে নজর ঘোরাতে এই অভিযোগ, মত তৃণমূল নেতৃত্বের।বিশ্বভারতী সূত্রে জানা যাচ্ছে, উপাচার্য অভিযোগ করেছেন, তৃণমূলের অবস্থান মঞ্চ থেকে কোনও নেতা তাঁকে বোলপুর-বীরভূম থেকে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। কেউ আবার শ্মশানে পাঠানোর কথা বলছেন। মঞ্চ থেকে নেতারা প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দিচ্ছেন। এসবের জেরে রীতিমতো প্রাণ সংশয়ে দিন কাটছে তাঁর। নিরাপত্তার বিষয়টি যেন দেখে পুলিশ, এই মর্মেই শান্তিনিকেতনে থানায় ইমেল করেছেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।এই খবরে তৃণমূলের অবস্থান মঞ্চে নিয়মিত যোগ দেওয়া নেতা জামসেদ আলি খান, গগন সরকারদের বক্তব্য, বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসের বাইরে চলছে অবস্থান কর্মসূচি। বাউল গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বক্তৃতা হচ্ছে। উপাচার্যের পাঁচ বছরের নানা কীর্তিকলাপও তুলে ধরছেন বক্তারা। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে উনি চিন্তিত। কিন্তু একবারও ফলক বদলের কোনও উত্তর নেই। এখন শিরোনামে আসতেই তিনি এসব অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান প্রতিবাদ করছি। উনি নিজের ভুল ঢাকতে এখন অনেক কিছুই করবেন। ফলক বদলে দিলেই তো আর কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়।

রাশিফল

মেষরাশিঃনিজে থেকে ওষুধগ্রহণ করা ওষুধ নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন ওষুধ খাওয়ার আগে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন-অন্যথায় ওষুধ ।
বৃষভ রাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে।
মিথুন রাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার সময় এবং অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিত অন্যথায় আসন্ন সময়টি ঝামেলা এবং চ্যালেঞ্জ দ্বারা পূর্ণ। শুভদিন
কর্কট রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে
সিংহ রাশিঃআপনার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসি চিকিৎসা ব্যবহার করুন কারণ এটি সব সমস্যার সেরা প্রতিষেধক। মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা।শুভদিন
কল্যারাশিঃসংসারে শান্তি হবে।
তুলা রাশিঃকিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর
বৃশ্চিক রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। সংসারে শান্তি হবে না।
ধনু রাশিঃ এমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। সংসারে শান্তি হবে
মকর রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। বিবাহের যোগ হবে না।
কুম্ভ রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। অতএব, আপনাকে এই ধরনের কাজ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পারিবারিক সদস্যরা আপ।
মীন রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন। আপনার একটি বন্ধু আপনাকে আজ একটি বড়

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কালীপুজোয় সামিল হন হিন্দু-মুসলিম সকলেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ সামনেই দীপান্বিতা কালিপুজো, যা ঘিরে ইতি পূর্বেই ব্যস্ততা তুঙ্গে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হাঁড়িপুকুর গ্রামে পুজো ঘিরে ব্যস্ততা তুঙ্গে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের। এই পুজোয় সামিল হন সীমান্তে কর্তব্যরত জওয়ানরাও। সকলে মিলে মেতে ওঠেন উৎসবে।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ২৫২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে রয়েছে হাঁড়িপুকুর, তেলিয়াপাড়া, উজাল, গোবিন্দপুরের মতো গ্রামগুলো। এর মধ্যে হিলি ব্লকের হাঁড়িপুকুর গ্রামের কালীপুজো উল্লেখযোগ্য। বিএসএফ প্রহরারত কাঁটাতারের গেটের ভিতরে গেলেই দেখা যায়, কিছু জনবসতিপূর্ণ শান্ত নিরিবিলি এলাকা। ২৫ থেকে ৫০ গজ অন্তর থাকা একথাম ফিটের পিলার। যা না থাকলে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে দুই ভিন্ন দেশের সীমারেখা। অবস্থানগত কারণে ভেতরে ওপার অর্থাৎ বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে লাগোয়া ভারতীয় ভূখণ্ড হাঁড়িপুকুর। সেখানে হিন্দু-মুসলিম মিলে ৩০টি পরিবারের বাস। ওই ভারতীয় পরিবারগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের অবাধ মেলামেশা। হাঁড়িপুকুর গ্রামে কালী মণ্ডপের রক্ষণাবেক্ষণ করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। সেই কালীপুজোয় এবারও সামিল প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের মানুষেরা। পুজাকে কেন্দ্র করে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় দুই দেশের দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা।শুধু গ্রামবাসীরাই নয়, এই পুজোয় সামিল হন সীমান্তের প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানরাও। মূর্তি বিহীন এই পুজোতে থাকে না নিয়ম নিষ্ঠার কমতি। কাঁটাতারের বেড়ায় কার্যতবন্দি গ্রামবাসীরা মেতে থাকেন নিজেদের নিয়ে। অপরদিকে মুসলিমদের ঈদমহরম বা অন্য উৎসবে একইভাবে সামিল হন গ্রামের হিন্দু বাসিন্দারা। গ্রামবাসী বাবলু সরকার, বিমল সরকার, ইস্তাক আলি, রবিউল ইসলাম বলেন, আমরা সকলে নিজেরা পরিচালনা করি কালীপুজো। স্বাধীনতার পর থেকেই এভাবে পুজো চলছে।

ডেঙ্গুর বলি হাওড়ার যুবক, পুর কর্তৃপক্ষের দাবি এই মৃত্যু নিয়ে সরকারি ভাবে তথ্য আসেনি

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩১ অক্টোবর ঃ নীতু সিংয়ের পর অতীশ সিং। মাত্র ৫ দিনের ব্যবধানে ডেঙ্গুতে ফের মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো হাওড়ায়। গোলাবাড়ি থানা এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গত বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় নীতুর। এবার ঘটনা ২৯নং ওয়ার্ডের রামেশ্বর মালিয়া লেনে। অতীশ কুমার সিং (২৭) জ্বর নিয়ে ভর্তি ছিলেন হাওড়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে। মঙ্গলবার ভোরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা এদিন এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন হাওড়া পুরনিগমের বিরুদ্ধে। তাঁদের অভিযোগ, এখানে নিয়মিত ড্রেন সাফাই হয়না। ব্লিচিং বা মশা মারার তেল স্প্রে করা হয়না। মশার আঁতুড়ঘর হয়ে রয়েছে গোটা এলাকায়। অথচ কোনও উদ্যোগ নেই পুরনিগমের। ভোট এলে তবেই জনপ্রতিনিধিদের দেখা মেলে বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ। তবে, ডেঙ্গুতে মৃত্যুর খবর আসতেই মঙ্গলবার সকালে দেখা মিলেছে পুরনিগমের সাফাই কর্মী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কর্মীদের। এই বিষয়ে এলাকার বাসিন্দা সুরজ গুপ্তা জানান, সোমবার জানতে

পেরেছি ওই যুবক ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সেখানে ঠিক ছিল। ভোররাতে হঠাৎই ওই যুবক মারা যান। মঙ্গলবার সকালে জানতে পারি। এখানে নর্দমা নিয়মিত পরিস্কার হয়না। একবার পরিস্কার করার পর সেখানে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়না। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এটা পুরনিগমের অবহেলার কারণে ঘটেছে। ওই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখানের রাস্তা পরিস্কার নয়। কিন্তু এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার কিছু দেখেন না। শুধুমাত্র ভোটের সময় দেখলে হবেনা। অন্য সময়ও দেখতে হবে। যখন ভোট হয় তখনই নেতাদের দেখা যায়। অন্য সময় কোনও কাজ হয় না। এই বিষয়ে প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাই বলেন, আমার ওয়ার্ডে এমন ঘটনা ঘটেনি। আমাদের ওয়ার্ডের অনেকেই অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। মৃতের পরিবারের লোকজন প্রায় ১২ বছর আগে ২৭নং ওয়ার্ডে চলে যান। পুরনিগম চেষ্টা করছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে। এখনকার সরকার আসল ঘটনা জানায়। কিন্তু অন্যান্য রাজ্য আড়াল করে। এটা ২৭নং ওয়ার্ডে হয়েছে। ২৯নং ওয়ার্ডের ঘটনা নয়। এদিকে, এদিন এবিষয়ে হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা.সুজয় চক্রবর্তী বলেন, আগে ডেঙ্গু কেসের সংখ্যা যেখানে সপ্তাহে ৭০ থেকে ৮০ জন ছিল, বর্তমানে তা প্রায় ৫০ শতাংশ কমে ৩০ থেকে ৪০ জন হয়েছে। যখন ডেঙ্গু কমছে সেই সময়ের মধ্যে মৃত্যুর ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। তবে আমার কাছে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর অফিসিয়াল চিঠি বা স্বাস্থ্য দপ্তরের পোর্টালে নেই যে উনি ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছেন। পুজোর সময় পুরনিগমের স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করেছেন। যদি কেউ কাজ না করেন তাহলে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কর্মরত সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ কর্মরত সাংবাদিকের ওপর আইনভঙ্গকারীদের আক্রমণের প্রতিবাদ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার শুভেন্দুবাবু এক্স চ্যানেলে লেখেন, সাংবাদিক অভিষেক সাহার উপর কাপুরুষোচিত ও নৃশংস হামলার নিন্দা করছি। যখন মালদা জেলার চাঁচলের খিদিরপুর গ্রামে মহানন্দা নদীতে অননুমোদিত নৌকা দিয়ে যাত্রীদের অবৈধ ফেরি করার বিষয়টি সংবাদ চ্যানেলের প্রতিবেদক লাইভ টিভিতে প্রচার করছিলেন, তখন আক্রান্ত হন। অতীতে ওই এলাকায় নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। কর্তৃপক্ষের সতর্কতার অভাবে মৃত্যু হয়েছে। সরকারী নজরদারির অভাবে কিভাবে অবৈধ পরিবহণ ব্যবস্থা চলছে, সেই সাংবাদিক কভার করছিলেন। অবৈধ অভিযান চালাচ্ছেন এমন লোকদের দ্বারা সাংবাদিক আক্রান্ত হন। আমি আশা করব যে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে এবং সাংবাদিকের উপর হামলার জন্য এই অবৈধ অপারেটরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে অননুমোদিত ফেরি পরিষেবা বন্ধ করবে। এই পরিষেবা মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

রাজ্যে পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জেরে সমস্যায় পড়েছে মানুষ

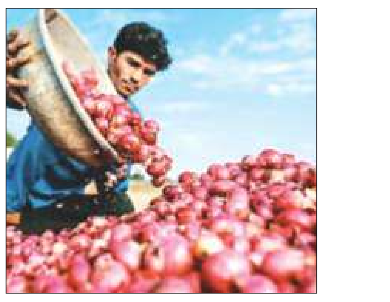

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ রাজ্যে পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জেরে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছে। এমত অবস্থায় মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে রাজ্য সরকার সুফল বাংলার স্টল থেকে সস্তায় পেয়াজ বিক্রি শুরু করেছে। সেখান থেকে ৫৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করছেন। একই সঙ্গে দামে ফাটকাবাজি রুখতে বাজারে অভিযানে নামছে টাস্ক ফোর্স। কালী পুজোর আগে পেঁয়াজের দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পরে পেঁয়াজের দাম পাইকারি বাজারে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমতে পারে বলে রাজ্যের বাজার দর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্ক ফোর্সের সদস্য কমল কুমার দে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি জানান, রবি মরশুমে উৎপন্ন ও সংরক্ষিত পেঁয়াজই এখন বাজারে আসছে। তার মজুত ভাণ্ডার কমে গিয়েছে। ফলে সরবরাহে কিছুটা ভাটা পড়েছে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বর্ষাকালে যে পেঁয়াজের চাষ হয়, তা এইসময় মাঠ থেকে বাজারে আসতে শুরু করে। কিন্তু এবার নতুন পেঁয়াজ আসতে দেরি হচ্ছে। সেগুলি বাজারে আসার পরই পেঁয়াজের দাম কমবে বলে তাঁর দাবি।

নজরে বাকিবুরের মুঠোয় থাকা কাশীপুর ওয়্যারহাউজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ নজরে এবার কাশীপুর ওয়্যারহাউজ। এই গুদামের নিয়ন্ত্রণে বাকিবুর রহমান। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ রেশন ডিলারদের সংগঠনের। সূত্রের খবর, বাকিবুরের সঙ্গে সংযোগ ছিল উত্তর ২৪ পরগণার বেশ কিছু রেশন হোলসেলারের। এ কারণে রাজারহাট, নাগেরবাজার, বরানগর, ভাটপাড়া, নৈহাটি, বারাসাতের একাধিক রেশন হোলসেলার এবার তদন্তকারীদের স্ক্যানারে। সংগঠনের অভিযোগ, বদলে ফেলা হত বস্তা। ওজনে হত কারচুপি। এর সবটাই হত কাশীপুর ওয়্যারহাউজ জুড়ে। হোলসেলারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয়নি দাবি রেশন সংগঠনের। কাশীপুরে গোডাউন চালাতেন বাকিবুর। ওখান থেকে চাল দুই ২৪ পরগণায়, নদীয়া, হুগলি জেলায় সরবরাহ করা হত। খাদ্য দফতর জানে না? তারা খালি রেশন দোকানে ব্যবস্থা নেয়। কটা হোলসেলার, ডিস্ট্রিবিউটর টারমিনেট হয়েছে? বাকিবুর সম্পর্ক প্রশ্ন করতেই বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বক্তব্য, আমি তো খাদ্যমন্ত্রী। বাকিবুররা রাইস মিলার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত। ও তো আমাদের সঙ্গে মিটিং করত। যখন আমরা খাদ্যশষ্য সংগ্রহ করি, রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক ডাকি। সেই সুবাদে এখানে দেখাসাক্ষাৎ। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওই সখ্যতা আমার সঙ্গে কারও নেই। আমি এই ধরনের সখ্যতা একটু কমই রাখি। উল্লেখ্য, রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন রেশন দুর্নীতি মামলায়। ইডি সূত্র মারফত, বনমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাকিবুরের একাধিক যোগসূত্রের তত্ত্ব উঠে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আগেই দাবি করেছেন, তিনি বাকিবুরকে চেনেনই না।

হালকা ঠান্ডা অনুভূত হলেও শীত এখনও দূরেই, আপাতত শুষ্কই থাকবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ হালকা ঠান্ডা অনুভূত হতে শুরু করেছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। গ্রাম বাংলায় ভোরে ও রাতের দিকে হালকা ঠান্ডাও অনুভূত হচ্ছে, হালকা ঠান্ডা অনুভূত হলেও শীত এখনও দূরেই। আপাতত শুষ্কই থাকবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। কলকাতার আবহাওয়াও আপাতত থাকবে শুষ্ক। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আপাতত বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া-সহ একাধিক জেলাতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে রাতে হালকা শীত অনুভূত হবে। এদিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়াতে উল্লেখযোগ্য কোনও বদল নেই। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ ও দুই দিনাজপুরে মোটের ওপর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উপরের দিকে জেলাগুলির তাপমাত্রার পারদ রাতের দিকে কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে।

রেশন ‘দুর্নীতি’ ইস্যুতে হাওড়ায় প্রতিবাদ মিছিল বিজেপি’র

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ অক্টোবর ঃ রেশন দুর্নীতি সহ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক 'দুর্নীতি ইস্যু'তে হাওড়া সদরে বিজেপি'র বিক্ষোভ। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ হাওড়ায় বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। হাওড়া পুরনিগমের গেটের সামনেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। এই নিয়ে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিজেপি কর্মীদের। এদিন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

জয়নগর ১ নং বিডিও হিসাবে কাজে যোগ দিলেন পূর্ণেন্দু স্যার্নাল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বহড়ু, ৩১ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার জয়নগর ১ নং বিডিও হিসাবে কাজে যোগ দিলেন পূর্ণেন্দু স্যানাল। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম ১ নং বিডিও থেকে প্রশাসনিক বদলি হয়ে মঙ্গলবার জয়নগর ১ নং বিডিও হিসাবে বহড়ু বিডিও অফিসে কাজ যোগ দিলেন। উনি জয়নগর ১ নং ব্লকের বিদায়ী বিডিও সত্যজিত বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত হলেন। এদিন নতুন বিডিও কাজে যোগ দেওয়ার পরে তাঁর অফিসে গিয়ে তাকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানিয়ে আসেন জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলি, জয়েন্ট বিডিও দ্বয় তনয় মুখার্জি ও মৌমিতা মুখার্জি সহ বিডিও অফিসের সকল কর্মীবৃন্দ। এদিন বিডিও নতুন জায়গায় কাজে যোগ দিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করতে চান বলে জানালেন।

ছেলের জন্মদিনে শোয়েবের সঙ্গে বিচ্ছেদ আরও স্পষ্ট করলেন সানিয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ টেনিস থেকে অবসর নেওয়ার পর সানিয়ার ফুরসত অনেক,চাইলে এই সময় গুছিয়ে সংসার করতে পারতেন। কিন্তু মানুষ চাইলেই কি সব পায়! সানিয়াও পাননি। পাকিস্তানের ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের সঙ্গে সংসার ভেঙেছে। দূরত্ব তৈরি হয়েছে। বিচ্ছেদ তাঁর চারপাশে অন্ধকার নামিয়ে এনেছে। তবু আশাবাদী ভারতের প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড়। ছেলের জন্মদিনে সে কথাই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে ছেলের সঙ্গে নিজের বেশ কিছু ছবি দিয়েছেন সানিয়া। পরিবারের অনেকের ছবিও আছে। নেই শুধু শোয়েব। সঙ্গে লেখা কয়েক লাইনেও ‘ বদলে জায়গা পেয়েছে ‘ এই ‘ আমিত্বের প্রকাশ নয়। একাকিত্বের। সানিয়া লিখেছেন, ‘ জীবনের সব থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে শুভ জন্মদিন। আমার চার পাশে যতই অন্ধকার হোক না কেন, তোমার হাসি সব কিছুকে আরও সুন্দর করে তোলে। আমি আশীর্বাদ হিসাবে তোমাকে পেয়ে আল্লার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তোমার মধ্যে দেখেছি নিঃশর্ত ভালবাসা কাকে বলে। সে জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ। আমার ছোট্ট ছেলের জায়গা চির দিন আমার হৃদয়ে থাকবে। প্রতি বছর আমি তোমাকে আরও বেশি কাছে নেটে ধরব। তোমাকে আরও একটু শক্ত করে আলিঙ্গন করব। তোমাকে সফল হতে সাহায্য করব। আল্লা তোমায় সব সময় আশীর্বাদ করুন।’’নিজের লেখায় সানিয়া ইজহানকে শুধু তাঁর ছেলে বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, তাঁর চার পাশে অনেক অন্ধকার। সন্তানের জন্মদিনে কোথাও একটা ভেঙে যাওয়া দাম্পত্যের বেদনা, যন্ত্রণার ছাপ উঠে এসেছে। যা সমাজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাননি একাকি এক মা।

দুর্গাপুজোর পর নভেম্বর জুড়ে ১৩ দিন ছুটি পেতে চলেছেন সরকারি কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ পুজোর ছুটি শেষ হয়ে অফিস খুলতেই ফের ছুটির হিসাব শুরু সরকারি অফিসে। সেই চতুর্থী থেকে পুজোর ছুটি শুরু হয়েছিল। ১৮ দিন পর সোমবার খুলল সমস্ত সরকারি দপ্তর। কিন্তু হলে কী হবে! এখনও যে উৎসবের অনেকগুলি দিন বাকি। তাই ফের ছুটির হিসেব নিকেশ। সকালে নবান্ন থেকে নবমহাকরণ, খাদ্যভবন থেকে বিধানসভাসর্বত্রই কর্মীদের সমাগম চোখে পড়েছে। তবে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় ও পুজোর ছুটি কে কীভাবে কাটালেন, কোন ঠাকুর বেশি ভিড় টেনেছে, ইত্যাদি নিয়েই আলোচনা চলেছে সরকারি কর্মীমহলে। আবার কোথাও কোথাও নভেম্বর মাস জুড়েও যে ১৩টি ছুটি রয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয় চর্চা। সরকারি ক্যালেন্ডার বলছে, আগামী ১২ নভেম্বর কালীপুজো। সে দিন রবিবার। ফলে মন খারাপ ছিল সরকারি কর্মীদের। কিন্তু রাজ্য সরকার কালীপুজোর অতিরিক্ত ছুটি দিয়েছে ১৩ ও ১৪ নভেম্বর। তার পরের দিন ১৫ নভেম্বর ভাইফোঁটার ছুটি। একই দিনে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনের ছুটি রয়েছে। তবে দুই ছুটি মিলে গিয়েছিল। তাই ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার অতিরিক্ত ছুটি দিয়েছে নবান্ন। ঘটনাচক্রে, এ বার ছটপুজোও রবিবার পড়েছে।

১৯ নভেম্বর। রাজ্যে ছটেরও অতিরিক্ত ছুটি রয়েছে ২০ নভেম্বর, সোমবারে। সেই হিসাবে ১৮ থেকে ২০ নভেম্বর টানা ছুটি মিলবে। মাসের শেষ ছুটির দিন গুরুনানকের জন্মদিন ২৭ নভেম্বর। সেটাও সোমবার হওয়ায় টানা তিনদিন ছুটির সুযোগ পাবেন অনেকেই। ফলে পুজোর পরেই ফের যদি কেউ টুরে যেতে চান, এবারের মতো সুযোগ তাঁরা আর পাবেন না। সরকার মূলত তিনটি ভাগে ছুটি দেয়। প্রথমত, ১৯৮৮ সালের ‘নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট’ (এনআই) অনুযায়ী গোটা দেশেই কিছু ছুটি প্রাপ্য হয় সরকারি কর্মচারীদের। দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকার স্থানীয় উৎসব, পরবের জন্য ছুটি দিতে পারে। তৃতীয়ত, কিছু অতিরিক্তি ছুটি দেওয়ারও সুযোগ থাকে সরকারের হাতেই। সেই মোতাবেক নভেম্বরে ১৩ দিনের ছুটির ব্যবস্থা হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের। যা পেয়ে সরকারি কর্মীমহলে রীতিমতো খুশির হাওয়া।

বিরাটের জন্মদিনে এলাহি আয়োজন চলছে ইডেনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ ঃ রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচের দিন বিরাটের জন্মদিন। তাই এই দিনটাকে স্মরনীয় করে রাখার উদ্যোগ নিল সিএবি। নানা ধরনের সারপ্রাইজ থাকছে বিরাট কোহলি ও দর্শকদের জন্য। শোনা যাচ্ছে, দর্শকদের জন্য বিরাটের মুখোশ রাখছে সিএবি।প্রায় ৬৬ হাজার দর্শক বিরাটের মুখোশ পরে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের ৩৫ তম জন্মদিন পালন করবেন। বিশ্বকাপ তাই আইসিসির একাধিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সূত্রের খবর সম্মতি পেলে মাঠের মধ্যেই বিরাট কোহলিকে দিয়ে জন্মদিনের কেক কাটাতে পারে সিএবি। যদি একান্তই আইসিসির সম্মতি তারা না পায়, সেক্ষেত্রে জায়ান্ট স্ক্রিনে কেক কাটার মুহূর্তে দেখানো হতে পারে। সূত্র আরো বলছে এই ম্যাচ দেখতে আসতে পারেন অমিত শাহ। অমিত শাহ নাকি এই ম্যাচে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে সম্মতিও জানিয়ে দিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে সিএবির পক্ষ থেকে এখনই সরকারি ভাবে কিছুই জানানো হয়নি। এই ম্যাচে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রন পাঠানো হয়েছিল অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনকেও। তবে তিনি অসুস্থতার জন্য থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। সিএবি সূত্রের খবর আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে এই ম্যাচ দেখার জন্য। পরপর ছয় ম্যাচ জিতে দারুণ ছন্দে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এর মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে দিয়েছে। একটাও টিকিট পড়ে নেই। এর মধ্যেই অমিত শাহের আসার খব পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় দলের ম্যাচ দেখতে এর আগেও ইডেনে এসেছেন অমিত শাহ। তবে সেটা ছিল টেস্ট ম্যাচ। ভারত বনাম বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দিনরাতের টেস্ট ম্যাচ ইডেনে বসে দেখেছিলেন অমিত শাহ। আর এবার ফের বিশ্বকাপে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে গ্যালারিতে দেখা যেতে পারে তাঁকে।

অজানা চার কিশোর কিশোরীকে গ্রেপ্তার করল তারকেশ্বর পুলিস

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ৩১ অক্টোবর ঃ তারকেশ্বর জয়কৃষ্ণ বাজার এলাকায় হঠাৎ জটলা। দুই কিশোর ও দুই কিশোরীকে ঘিরে রেখেছে বেশ কিছু লোকজন। জানা যায়, ওই দুই কিশোরের কাউকেই চেনে না দুই কিশোরী। ফেসবুকে তাদের আলাপ। আর এরপরই বাঁকুড়া থেকে সোজা চলে এসেছে তারকেশ্বরে! ওই চারজনের চালচলন দেখে সন্দেহ হয় আশপাশের লোকেদের। এরপর তাদের প্রশ্ন করতেই প্রথমে অসংলগ্ন উত্তর আসতে শুরু করে। তখন এলাকাবাসীরা চারজনকে আটকে পুলিশে খবর দেয়। এসবের মধ্যেই এলাকার পরিস্থিতি একটু একটু করে উত্তপ্ত হতে শুরু করেছিল। বেগতিক বুঝে এক কিশোর এলাকা থেকে চম্পট দেয়। পরে পুলিশ এসে দুই কিশোরী ও এক কিশোরকে থানায় নিয়ে যায়।দুই নাবালিকার বাড়ি বাঁকুড়ার রায়পুর এলাকা। তারকেশ্বর-ফুলকুসুমের বাসে সোমবার রাতে বাঁকুড়া থেকে তারকেশ্বরে আসে তারা। কিন্তু দুই কিশোরের কাউকেই তারা চেনে না বলেই দাবি করছে। কিশোরীদের দাবি, তাদের বাবামা তারকেশ্বরে আছে, এই বলে এক কিশোর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেই কারণেই তারা বাসে চেপে তারকেশ্বরে চলে এসেছে। জানা যাচ্ছে, যে কিশোরকে ধরা হয়েছে, তার বাড়িও তারকেশ্বরে নয়। ওই কিশোরের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাঁশদ্রোণী এলাকায়। অসংলগ্ন কথাবার্তা দেখে স্থানীয় বাসিন্দারাই খবর দেন তারকেশ্বর থানায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ এবং দুই কিশোরী ও এক কিশোরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। দুই কিশোরী ও এক কিশোরের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশকর্মীরা। কীভাবে দুই কিশোরী বাঁকুড়া থেকে তারকেশ্বরে চলে এল, কী কারণে এসেছে, সেই সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে তারকেশ্বর থানার পুলিশ সূত্র জানা যাচ্ছে, ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল এই কিশোর কিশোরীদের।

নিরীহ করদাতাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে ক্ষতিপূরণ, মন্তব্য সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ সিঙ্গুর মামলায় রাজ্যের আইনি পরাজয়ে দেয় আর্থিক ক্ষতিপূরণের ধাক্কা পড়বে নিরীহ করদাতাদের ওপর। মঙ্গলবার এই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সিঙ্গুরে নির্মীয়মান কারখানার তিনটি ছবি ও সংশ্লিষ্ট নথিসহ তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, টাটা মোটরস (টিএমএল) পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের (ডব্লুবিআইডিসি) বিরুদ্ধে সিঙ্গুর কারখানার মামলা জিতেছে টিএমএল বার্ষিক ১১ শতাংশ সুদের সাথে ডব্লুবিআইডিসি থেকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করার অধিকারী। আশা করি জনগণ এই শিক্ষাটি শিখবে যে যারা জনগণের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে তাদের শেষ পর্যন্ত মূল্য দিতে হবে। টাটা কোম্পানি মমতা সরকারের বাতিকপূর্ণ পদ্ধতির জন্য, এখন এই অর্থ পশ্চিমবঙ্গের নিরীহ করদাতাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। এটি কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত যেভাবে তৃণমূল সরকার বাংলার মানুষের জীবনের ক্ষতি করছে।

সোনারপুরে স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন, পলাতক অভিযুক্ত স্বামী

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ সাংসারিক বিবাদের জেরে স্ত্রীকে ধারালো ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার অন্তর্গত শীতলা এলাকায়। নিহতের নাম মালা বোস (২৭)। ঘটনায় অভিযুক্তের নাম সমীর মণ্ডল। ঘটনার পর থেকেই পলাতক সমীর। খবর পেয়ে রাতেই সোনারপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বিগত দু’আড়াই বছর ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চলছিল। গত কয়েক বছর ধরে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য করেও স্বামীর ঘর ছা।তে চায়নি মালা। যদিও, গত তিন মাস ধরে বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন মালা। এর আগেও অ্যাসিড নিয়ে স্ত্রীর উপর হামলা চালাতে এসেছিল অভিযুক্ত। দু’দিন আগে ফোন করে স্ত্রীকে খুনের হুমকিও দিয়েছিল অভিযুক্ত। এরপরই সোমবার রাতে অফিস থেকে ফিরলে আচমকাই মালার উপর চা।ও হয় সমীর। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলা কেটে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মালার। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল প্যাটেলের, জাতীয় ঐক্য দিবসে তথাগত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ আজ জাতীয় ঐক্য দিবস, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাঁর হওয়া উচিত ছিল। মোহনদাস গান্ধীর গুন্ডামির কৌশলে তিনি তা হতে পারেননি। এগুলো অবশ্য অনুমান। কিন্তু তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে তিনি কখনওই চিনের তিব্বত দখলে রাজি হতেন না ভারত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন পেত এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য সেখান থেকে এক টুকরো জমি ছিনিয়ে নিতেন! তার পরও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি বিভিন্ন রাজ্যের দখল নেন। এর জন্য তাঁকে হায়দরাবাদে ‘পুলিশ অ্যাকশন’ করতে হয়েছে। এটা যদি নেহরুর হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত, তাহলে হায়দরাবাদও জম্মু ও কাশ্মীরের মত হয়ে যেত। সর্দার প্যাটেল অমর রহে।

আজ থেকে যানচলাচলের নিয়মে বড় বদল আসছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ চলতি সপ্তাহের বুধবার অর্থাৎ নভেম্বর মাসের পয়লা তারিখ থেকে বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে যানচলাচলের নিয়মে আসছে বড় বদল। বুধবার থেকে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ মেরামতির কাজ শুরু করছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন হুগলি ব্রিজের দুটি লেন দিয়ে যান চলাচলের নিয়মেও বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে পরবর্তী আটমাস দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজের মেরামতির কাজ শেষ না হওয়া অবধি হাওড়া ও কলকাতামুখী পণ্যবাহী বড় ও মাঝারি গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে বলবৎ হচ্ছে এই নির্দেশিকা। পুলিশের তরফে এমনটাই জানা গিয়েছে। কলকাতা পুলিশের তরফে জানা হয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে শুরু হবে এই ব্রিজ মেরামতির কাজ। আগামী আট মাস ধরে তা চলবে। সেই কারণে প্রথম দফায় হাওড়াগামী ও দ্বিতীয় দফায় কলকাতাগামী ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী যানবাহনের রুটে বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। পশ্চিম দিক গামী (বন্দর এলাকা ছাড়া) ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়ি যেগুলি ডিএল খান রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, তাদের ওই রাস্তা থেকেই ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এই গাড়িগুলি হাসপাতাল রোড থেকে কেপি রোড, ডাফরিন রোড, মেয়ো রোড, নেতাজি মূর্তি, এসপ্ল্যানেড রো ইস্ট, ধর্মতলা ক্রসিং, সি আর অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস রোড, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, টালা ব্রিজ, বিটি রোড, ডানলপ ক্রসিং হয়ে নিবেদিতা সেতু হয়ে হাওড়া পৌঁছবে।
এজেসি বোস রোড ধরে এক্সাইড মোড় দিয়ে যে গাড়িগুলি বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, সেগুলিকে জওহরলাল নেহেরু রোড, ডোরিনা ক্রসিং, ধর্মতলা মোড়, সি আর অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস রোড, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, টালা ব্রিজ, বিটি রোড, ডানলপ ক্রসিং হয়ে নিবেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে কলকাতা বন্দর থেকে যেসব ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়িগুলি বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, সেগুলিকে ক্লাইড রো থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। কেপি রোড থেকে যে গাড়িগুলি দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে আসবে, তাদের হেস্টিংস ক্রসিং থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ফলে শ্যামবাজার, ডানলপ, বিটি রোডের মতো রাস্তাগুলিতে যানবাহনের চাপ বাড়বে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩২৯ সংখ্যা, বুধবার, ১৪ কার্তিক, ১৪৩০

ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে

সম্পাদকীয়

ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের নেতারা যখন ইজরায়েলের আগ্রাসনের নীতিতে সমালোচনা করে প্যালেস্টাইনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে তখন প্রধামন্ত্রী মোদি পরিস্কার করে একটি কথা বলেছেন ভারত সব সময়ে সন্ত্রাসবাদের হামলার নিন্দা করবে। ইজরায়েল যদি সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করে লড়াই করে তাহলে ভারত তাকে পাশে থাকা থেকে শুরু করে সমর্থন প্রত্যাহার করবে না। বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে প্যালেস্টাইনদের বাঁচার অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার কেড়ে নিতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল। ইজরায়েল কোনও দিন প্যালেস্টাইনকে সমর্থন করেনি। এদিকে একজন রাজনৈতিক নেতা বলেছেন যে প্যালেস্টাইনকি হামাস জঙ্গি সংগঠনের বিরোধিতা করে কোনও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছে। করেনি। তার ফলে প্যালেস্টাইন হামাস জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করছে। এদিকে তুরস্ক বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হামাস হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামী একটি দল। তারা স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য লড়াই করছে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে হামাস তাহলে কেনা পণবন্দি করে রেখেছে ইজরায়েল নাগরিকদের? হামাস যদি স্বাধীনতাকামী একটি দল হয় তাহলে তারা আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করার দিকে মন দিত। হামাসের সেই চরিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা বন্দুক দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে চায় যা মানবিকতা বিরোধী। এটা কাউকে বলতে শোনা যাচ্ছে না। এদিকে ভারতের বাম দলের নেতারা প্যালেস্টাইনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখান ভারত থেকে বলা হয়েছে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে দেশের প্রয়োজন হবে তাকে ভারত সমর্থন করবে। ভারতবাসীর অধিকার রয়েছে বাঁচার। তাদের স্বাধীনতাকে হনন করে নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি দেশ উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। তাদের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে গেলে ইজরায়েলকে ভারতের খুবই প্রয়োজন। ইজরায়েল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। হামাস জঙ্গিরা ইজরায়েলের সাধারণ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে কেন তার কৈফিয়ৎ আগে দিতে হবে? তারপরে ইজরায়েল থামবে। ইজরায়েল এখন গাজার অর্ধেক নিজেদের দখলে রাখবে যেমন রাশিয়া ইউক্রেনের অর্ধেক দখল করে রেখে দিয়েছে। ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে হনন করেছে রাশিয়া। তারা যেভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করেছে তা এককথায় বলা যেতে পারে মানবাধিকার হনন। সেই কারণে রাশিয়াকে মানবাধিকার কমিশনের সদস্য পদ থেকে আপাতত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়না জারি করা হয়েছে। তার ফলে পুতিন এখন আর ইউরোপ সফর করতে পারছেন না। ইজরায়েল গাজা আক্রমণ করতেই পুতিন চিন দেশে সফর করেছিলেন। রাশিয়া এখন চিনকে পাশে রাখতে চায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পুতিন এখন একঘরে হয়ে গিয়েছে। চিনের শক্তির সঙ্গে মিলে রাশিয়া ইউরোপ বিরোধী শক্তি অর্জন করার চেষ্টা করছে। ইজরায়েল যেভাবে পশ্চিম এশিয়ার জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করে তাদেরকে নিকেশ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে জঙ্গিরা। তারা এখন মনে করতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রা যদি জঙ্গিদের এইভাবে আক্রমণ করে তাহলে তাদের বেঁচে থাকাটা মুশকিল হয়ে পড়বে। রাশিয়া জঙ্গি সংগঠনর সহযোগিতায়া নিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে কথা অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ইজরায়েল আগে থেকে গাজা আক্রমণ করেনি। ইজরায়েলের দিকে তাক করে আক্রমণ করার পরিকল্পনা হামাস আগে থেকেই গ্রহণ করেছিল।

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান

কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা অবিজ্ঞন তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বলা হচ্ছে যা বিজ্ঞান নয় তাই অবিজ্ঞান। অবিজ্ঞান বলে কোনও সত্য হতে পারে না। কারণ বিজ্ঞান এখন মানুষের একটি বিশেষ অংশ। একে বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে না। মানুষ যেদিন থেকে সভ্য হতে শুরু করে দিয়েছে সেই দিন থেকেই বিজ্ঞান এসে উপস্থিত হয়েছে। আগুন আবিস্কার করাটা বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে পড়ে। মানুষ একটি সময়ে আর কাচা মাংস থেকে ইচ্ছা প্রকাশ করছিল না। তারা তখন মাথা থেকে আগুনকে আবিস্কার করলো। পাথর দিয়ে ঠকাঠুকি করে আগুন আবিস্কার করে ফেলল। আর সেই পথ ধরে বিজ্ঞান ক্রমশ সমানে দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে। তারপরে মানুষ সৃষ্টি করলো চাষবাস। চাষবাস করে তারা ফসল ফলাতে শুরু করলো। আর একটি ধাপ এগিয়ে গেল বিজ্ঞানের প্রসার। মানুষ এবার থেকে স্বয়ং খাদ্য রান্না করতে শুরু করলো। তার জন্য তৈরি হল বাসনকোসন। গুহা থেকে বের হয়ে এসে ঘর বাড়ি তৈরি করতে থাকলো। গাছপালা চিনতে থাকলো। গাছপালা চিনে তারা সেগুলিকে ঔষধি কাজের লাগাতে থাকলো। আসলে মানুষ সব সময়ে নিজেকে পরিবর্তন করতে শুরু করে। এই পরিবর্তন কালে বিজ্ঞান এসে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান না থাকলে মানুষ একেবারে অচল বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানকে সেই কারণে সব সময়ে ব্যবহার করে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ক্রমশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছে। আজ থেকে এক হাজার বছর আগে বিজ্ঞানের সঙ্গে আজকের বিজ্ঞানের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান যে ক্রমশ এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তার প্রমাণ পেতে গেলে দেখতে হবে অতীতে বিজ্ঞান চর্চা কতখানি উন্নতি লাভ করেছিল। বিজ্ঞান কোনও সময়ে একটি স্থানে থেমে থাকে না। সব সময়ে চলতে থকে। সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যে চাঁদ মামায় একটি সময়ে গল্পে বুড়ি সুতো কাটতো। সেই কল্পনা এখন আর দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। কল্পনা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। কল্পনা একন বাস্তবে পণিত হয়ে গিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমরা চঁদে গিয়ে পৌঁছাতে পেরেছি। চাঁদকে জয় করতে পেরেছি যেগুলিকে জয় করতে পারেনি যারা মহাকাশে রয়েছে তাদেরকে নিয়ে এখনও গল্প করতে শুরু করেছি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ। বাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি বললেন তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা। সেই কারণে বেলুড় মঠের প্রতিটি সন্তানেরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে জীব সেবা করা। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা সবাইকে জীব সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বাংলার বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের জীবন সংগ্রাম

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা এই বাংলা থেকে শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালে। কেউ কেউ আবার সিপাহী বিদ্রোহকে (১৮৫৭) 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে অভিহিত করে থাকেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম না বলে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ক্ষোভ বলা যেতে পারে। তখন স্বাধীনতা কথাটা ভারতবাসীরা জানতো না। তারা জানতো যে ইংরেজ সরকার ভারত অধিকার করে রেখেছে। তাই ইংরেজ সরকারকে ভারত থেকে বিতারিত করতে হবে। এই চিন্তা নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম 'সিপাহী বিদ্রোহ' শুরু হয়েছিল। বন্দুকের টোটার মঝ্যে শুয়োর এবং গোরুর চর্বি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই রকম একটি গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সিপাহীদের মধ্যে। তার মানে হল ব্রিটিশ সেনা দলের মধ্যে যেসব ভারতীয় সেনারা রয়েছে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা। টোটায় শুকোর এবং গোরুর চর্বি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বলে অপপ্রচার শুরু হলে ব্রিটিশ সেনা দলের হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকবে। তার ফলে ব্রিটিশ সেনারা ক্রমশ হীন শক্তিকে পরিণত হবে। ব্রিটিশরা ভারত শাসন করছে ভারতীয়দের ওপরে নির্ভর করে।। ভারতবাসীরা ইংরেজ রানির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে শুরু করে। ইংরেজ সরকার এসে উপস্থিত হলে বাংলার নেতৃস্থানীয় শক্তিশালী জমিদার বা ধনী ব্যক্তিরা নবাবের হাত থেকে রক্ষাও পাওয়ার রাস্তা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিল। নবাবী আমলের শেষ দিতে বাংলার নবাব থেকে শুরু করে দিল্লির সম্রাট পর্যন্ত অত্যাচারি হতে থাকে। বাংলার কৃষক এবং ধনী পরিবারের ওপরে করের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষকদের ওপরে খাজনার অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। বাংলার নবাবেরা দবিদ্র কৃষক এবং প্রজাদের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে। হিন্দু মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে নিকা করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। কোনও হিন্দু মহিলারা যদি একবার ইসলাম ধর্মীয় মানুষের দ্বারা স্পর্শ লাভ করে তাহলে তাকে হিন্দু সমাজ গ্রহণ করত না। ফলে সেই সময়ে হিন্দু মহিলারা বিপদের মধ্যে বসবাস করতে থাকে। ঘরের মেয়েরা ভয়ে বাইরে বের হতো না। নবাবের গুপ্তচররা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কার জমিতে কত সুন্দর ফসল হয়েছে, কে কত টাকার মালিক হয়েছে, কার বৌ বা ঘরের মেয়ে কত সুন্দর হয়েছে সেই সবর খবর পৌঁছে যেত নবাবের কাছে। নবাব সেই সব খবর পেয়ে হিন্দু ঘরের সুন্দরী মহিলাকে হারেমে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ নামা জারি করতেন। কোনও হিন্দু প্রজারা যদি ধনী হতো তাহলে তাদেরকে অধিক নজরানা দিতে হতো। কারোর জমিতে সুন্দর ফসল হলে সেই ফসলের অর্ধেক নবাবের কর্তাভজারে দিতে হতো। নাহলে বাংলায় থাকা একেবারে মুশকিল ছিল। সতীদাহ প্রথার উৎপত্তি শুরু হল হিন্দু রমণীরা যাতে করে ইসলাম ধর্মের কোনও মানুষের খপ্পড়ে না পড়তে পারে। কোনও মহিলার স্বামী মারা গেলে তাকে সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়াটা খুবই কঠিন ছিল। সেই কারণে স্বামী মারা যাওয়ার সঙ্গে তার স্ত্রীকে চিতায় বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হতো। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছিলেন। তার ফলে আবার বিপদ একে ঘরে উপস্থিত হল। দেখা দিল বিধবা। এই বিধবাদের উদ্ধার করতে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। বহু বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজকে একেবারে জর্জরিত করেছিল। তার ফলে ইসলাম ধর্মের লোকেরা হিন্দু ধর্মের দুর্বলতার সুযোগকে গ্রহণ করে তাদের ধর্মীয় প্রভাবকে বৃদ্ধি লাভ করার দিকে নজর দিতে থাকে। যদিও চৈতন্যদেব এই হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারকে মুক্ত করে হিন্দুদের রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে চৈতন্যদেবের পরে বাংলায় সমাজ সংস্কারক উপস্থিতি জন্য আমাদের দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদৌল্লা কম অত্যাচারি নবাব ছিলেন না। তিনি তাঁর শাসনকে কায়েম রাখতে হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি করেন। তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠ, বারো ভুইয়া, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জোট বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল নবাবের বিরুদ্ধে। সহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে এই সব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে আমরা সেই চিত্রটি দেখতে পাই। আবার ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র তাঁর 'বেগম মেরি বিশ্বাস' উপসন্যাসে এই চিত্রটি দক্ষতার সঙ্গে পুটিয়ে তুলেছেন। কোন কারণগুলির ওপরে ভিত্তি করে ইংজের শাসন ভারতে প্রবেশ করলো তার চিত্রটি তিনি অঙ্কিত করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। যাই হোক বহু ইতিহাসবিদরা সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সেই সময়ে জাতীয় চেতনা কাজ করেছিল। হিন্দু মুসলিম এক হয়ে ভারতের সম্রাটকে আবার তাঁর সম্মানের আসন ফিরিযে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইতিহাস ফিরে আসে না। কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তার কিন্তু আবার নতুন সৃষ্টি হয় না। পুরানো ঘটনার পুনরাবিত্তি হয় না।

ইংরেজদের ভারতের আগমনকে হিন্দুরা নবাবী আমলে আর্শিবাদ বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। ইংরেজ শাসকেরা নবাবের হাত থেকে

নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করতে তৎপর। এদিকে বাংলার ধনী ব্যবসায়ীরা নবাবের হাত থেকে মুক্ত হতে চাইছে। বাংলার নবাব হিন্দু ধনী এবং ব্যবসায়ী পরিবারের ওপরে জোরজুলুম করতে শুরু করছে। তার হাত থেকে রেহাই পেতে ইংরেজদের শরণাপন্ন হলো বাংলার অভিজাত সম্প্রদায়। বাংলার অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত ধরে ইংরেজরা বাংলার মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলো। আর তাকে সহায়তা করেছিল হিন্দু জমিদাররা। ইংরেজরা হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য ব্রত নিয়েছিল। যার ফলে অত্যাচারি নবাবকে মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শুরু হল বাংলার ভাগ্য নির্দ্ধারণের দিন। ১৯৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। নবাবের সেনারা মুখ ঘুরিয়ে থাকলো। বন্দুক দিয়ে গোলাগুলি বের হলো না। ইংরেজ সেনারা সংখ্যায় ছিল কয়েক হাজার। বিশাল সেনা নিয়ে নবাব চুড়ান্তভাবে পরাজিত হল। ইংরেজরা কামান ব্যবহার করে নবাবের সেনাদের ছত্রাখান করে ছেড়ে দিয়েছিল। কামানকে কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে সে ব্যাপারে রপ্ত ছিল না নবাবের সেনারা। তার ফলে মোহনলালের সেনারা দিশাহারা হয়ে দিয়ে পলাশির প্রান্তর ত্যাগ করে পালাতে শুরু করে। ইংরেজরা অতি সহজেই বাংলা দখল করে নিল। নবাব সিরাজ ভয়ে গা ঢাকা দিলেন। মিরজাফরকে বাংলার নবাব বলে স্বীকৃতি দিল ইংরেজ সরকার। বাংলার প্রভু হয়ে উঠতে শুরু করে দিল ইরেজ সরকার সেই সময় থেকেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যুদ্ধে জয়লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ধনী এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিবার কলকাতায় এসে ঘর বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করে। ইংজেদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হতে থাকলো। কলকাতায় এসে উপস্থিত হলো ঠাকুর পরিবার, দেব পরিবার, মল্লিক পরিবার, শীল পরিবার, রায় পরিবার সহ আরও অভিজাত পরিবার। তারা কলকাতার সুতানুটিতে প্রথম বসবাস করতে শুরু করে। তারপরে মধ্য কলিকাতা অঞ্চলে এসে বসাবস করতে শুরু করে দিয়েছিল। আধুনিক ভারত গড়তে ইংজের শাসনের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষাদীক্ষা থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্যে বাংলা ক্রমশ ভারতের একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য স্থান হিসাবে পরিণণিত হতে থাকে। এই বাংলা থেকে ইংজের শাসন শুরু হয়েছিল। আবার এই বাংলা থেকেই ইংরেজ শাসনের পতন শুরু হয়। বাংলা ইংজেদর শাসনতে স্বাগত জানিয়েছিল। আবার এই বাংলা ইংরেজ শাসনকে পরিত্যাগ করার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসন প্রথম দিকে বাংলার ওপরে কোনও অত্যাচার করেনি। তারা বাংলার উপকারী বন্ধু হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাংলার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে ইরেজ শাসকেরা। তার ফলে বাংলার মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরদ্ধে বিদ্রোহের আগুন দেখতে পাওয়া গেল যা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অধ্যাপক বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ : প্রমথনাথ ঘোষের পুত্র ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মাতার নাম দ্রাক্ষায়ণী দেবী। ১৮৩৪ সালে ১১ ডিসেম্বর বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামে মাতুলায়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামের দত্তপাড়ায়। তিনি এন্ট্রান্স পাশ করে ১৯০৪ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি ও ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করেন। ইংরজিতে এমএ পরীক্ষা শুরু করার আগেই তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে দিলেন। পরে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৬ সালে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি হুগলি মহসীন কলেজে শিক্ষকতা করতে শুরু করলেন। শিক্ষক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের প্রিয় ছাত্র ছিলেন শহিদ কানাইলাল দত্ত। আলিপুর জেলখানার মধ্যেই কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন বোস রাজসাক্ষী হওয়ার অপরাধে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে। তার ফলে তাঁর দীক্ষিত ছাত্র কানাইলালের ১০ নভেম্বর এবং সত্যেন্দ্রনাথে ২১ নভেম্বর ফাঁসি হয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পরিচয় হয়েছিল। ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না ব্রিটিশ সরকারের এই বিজ্ঞপ্তিতে অস্বীকার করে ছাত্রদের কংগ্রেস অধিবেশন যোগদান করতে উৎসাহ দেওয়ার ফলে জ্যোতিষচন্দ্রে চাকরি চলে যায়। চুঁচুড়া ট্রেনিং আকাদেমিকে কাজ করতে শুরু করলেন। সেখান যজ্ঞেশ্বরতলায় একটি 'অনাথ ভাণ্ডার' খুলে ছিলেন। ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৩-১৪ বছর বয়স থেকে এখানে এসে লাঠি এবং ছুরি খেলায় অংশ গ্রহণ করতেন। ১৯১১ সালে ২ মার্চ ডালহৌসি স্কোয়ারে সিআইডি ডেনহ্যামকে বোমা মারতে দিয়ে ভুল করে কাউলি সাহেবের গাড়িতে বোমা মেরে ফেলে ননীগোপল। তাঁকে গ্রেফতার করার সঙ্গে জ্যোতিষ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ননীগোপালের পরিবার রাজভক্ত ছিল। 'লাইন অব ডিফেন্স' নিয়ে ননীগোপালের পক্ষে সাহেব ব্যারিস্টার নিয়োগ করা হল। ননীগোপাল আদালতে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে তিনি কারোর প্ররোচনায় নয়, নিজের বুদ্ধিতে এই কাজ করেছেন। তার ফলে জ্যোতিষ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা টিকল না। তাঁর ছাত্র ননীগোপালের ১৪ বছরের সাজা হল আন্দামান জেলে।

১৯১২ সালে চুঁচুড়া ট্রেনিং আকাদেমিতে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দিতে গেলে পুলিশ আপত্তি করে। পরে আপত্তি তুলে নিয়েছিল। ১৯১৫ সালে প্রধান শিক্ষক রূপে চুঁচুড়া গড়বাটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর চুঁচুড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল দেশবন্ধুর নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে ১৯২৯ সালে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। কলকাতা পুলিশ কর্তা টেগার্ট তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। সেই কারণে তিনি গুপ্তচর দিয়ে জ্যোতিষ ঘোষের গতিবিধির ওপরে নজর রাখতেন। জ্যোতিষ ঘোষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে টেগার্ট লিখেছিলেন বাংলার যুবকদের ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলছেন মাস্টার মশাই। শিক্ষকতার আড়ালে তিনি বিপ্লবী তৈরি করছেন। ''''। ১৯২৮ সালে ৩ নম্বর রেগুলশেন অনুসারে বিনা বিচারে তাঁকে আটক করে রাজশাহী জেলে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে ব্রহ্মদেশে কারাগারে রাখা হয়েছিল। রাজশাহী এবং বহরপুরে জেলে তাঁর ওপরে অত্যাচার শুরু হয়। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুক্তি চেয়ে ১৯১৮ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর গর্ভনরের সেক্রেটারি মিস্টার সুরলেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তাঁর মুক্তি হয়নি। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে মাকালপুরের জমিদার মনমোহন সিংহ রায় এবং অমরেন্দ্রনাথ সিংহরায়ের তত্ত্বাবধানে সুস্থ হয়ে উঠেন। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সমর্থনে সুভাষ বোসের সঙ্গে সম্মেলন করেছিলেন। ১৯৪০ সালে ২২ জুন ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি হলে সেখানে যোগদান করেন। ওই সালের জুলাই মাসে 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণ আন্দোলনে যোগদান করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৯৪১ সালে সুভাষ বোস মহানিষ্ক্রমণ করলে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে শুরু করে মাস্টার মশাই। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করলে ১৯৪৩ সালে তঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৬ সালে কলকাতা উত্তর পূর্ব কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য এবং ১৯৫২ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হয়ে বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৩ মার্চ মহাল বিপ্লবী মাস্টার মশাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

এবছরও কি বাজি বাজারের অনুমতি দেবে পুলিশ?

এ বছরে বাজি বাজার তৈরি করতে কি পালিশ অনুমতি দেবে তা নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। দুগ৪া পুজোর পর বড় ধরনের উৎসব একেবারে দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত। কালীপুজো এবং দেওয়ালি এক সঙ্গে বলতে গেলে উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। তারপরে রয়েছে ছট পুজো। কলকাতায় ছট পজোর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ফলে শব্দ বাজির ব্যবহার নিয়ে পুলিশ খুবই চিন্তিত। আগে দুই বছর করোনা সংক্রমণ আবহের মধ্যে বাজি বাজার একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। বাজি বাজার করতে একেবারে অনুমতি দেয়নি। তার ফলে দুই বছর বাজির বাজার বসেনি। বাজির ব্যবসাও ভালো মতো হয়নি। বাজি যারা তৈরি করে তারা একেবারে বেকার হয়ে গিয়েছিল। ২০২২ সালে কলকাতা পুলিশ বাজির বাজার করার অনুমতি দিয়ে ছিল। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে বাজির ব্যবসার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে ১৮ অক্টোবর ২০২২ থেকে শুরু করে একেবারে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত বাজির বাজার করা যাবে। সকাল দশটা থেকে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত চালু ছিল বাজির বাজার। শহরে তিনটি জায়গায় বাজির বাজার বসবে। তবে তার মধ্যে একটি জায়গা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে এবারে বাজির বাজার কোথায় বসবে তা নিয়ে এখনও পর্যনত সবার কাছে অজানা। কেউ জানে না কবে বাজির বাজার বসবে। পুলিশ বাজির বাজার নিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। সবুজ বাজি কোথায় তৈরি করা হয় সে সম্পর্কে কারোর ধারনা নেই। সবুজ বাজি বলতে কি বোঝায় তার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা নেই। গত বছরে এই রাজ্যের ৩২ জন বাজির ব্যবসায়ী ন্যাশনাল এনভায়রমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ছিল। এদের মধ্যে ২২ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তখন সবুজ বাজি তৈরি করার উপযুক্ত ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন। তার ফলে সবুজ বাজির জোগান এই মুহূর্তে কম। তবে এ বছরে সবুজ বাজি বিক্রি বাজারে না হলে পুলিশ যথেষ্ট কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কলকাতা পরিবেশকে রক্ষা করতে পুলিশ এবং পরিবেশবিদরা কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। শব্দ বাজি যাতে কোথাও বিক্রি না হয় তার দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে পুলিশ এখন থেকেই। সবুজ বাজির আড়ালে নিষিদ্ধ বাজি যাতে বিক্রি না হয় তার দিকে নজর রাখছে পুলিশ। প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে খুবই কম বাজি বিক্রি হয়। বেআইনী পথ ধরে বাজির বিক্রি বেশি হতে দেখা যায়। তার মধ্যে শব্দ বাজি বা নিষিদ্ধ বাজি রয়েছে। দেখা গিয়েছে দশ শতাংশ সবুজ বাজি বিক্রি হচ্ছে। আর নব্বই শতাংশ নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি হচ্ছে। ছেলেরা নিষিদ্ধ বাজির দিকে বেশি করে ঝুঁকে থাকে। তবে সবুজ বাজি ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে কম। সবুজ বাজি কেনা হলে অভিভাবকদের চিন্তাও কম থাকে। গত বছরে কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে কলকাতা দমকল, পুরসভা, পুলিশ এবং দূষণ পরিষদের কর্তারা বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিল বাজির ব্যবসায়ীরা। টালা, শহিদ মিনার, বেহালা এবং কালিকাপুরের বাজি বাজারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল। সরকার থেকে আগে বলা হয়েছিল যে যারা সবুজ বাজি বিক্রি করবে তাদেরকে অতিরিক্ত কর দিতে হবে না। সরকারকে কম কর দিয়ে তারা ব্যবসা করতে পারবে। সবুজ বাজির প্রতি ব্যবসায়ী এবং খরিদ্দারদের যাতে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় তার জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এবারে বাজির এমন জিনিস দিয়ে তৈরি করা হবে যাতে আগুন বৃদ্ধি না পায়। বাজির বাজারকে নিরাপত্তা দিতে দমকল এবং অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ বাজি শিল্প উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক এবারও বলেছেন বাজির বাজারে বৈধ বাজি বিক্রি করা হবে। বাজি ব্যবসায়ীরা বৈধ বাজি বিক্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সবুজ বাজি ব্যবসা বৃদ্ধি করার দিকে আগ্রহ দেখাতে সরকার প্রস্তুত বলে জানতে পারা গিয়েছে। কলকাতা পুলিশ এবারে সবুজ বাজি ব্যবহার করার জন্য সবার কাছে আবেদন রাখছে। এক লক্ষাধিক লিফলেট ছাপিয়ে তা প্রচার করার কাজে লাগানো হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। গত বছরে কালী পুজোর সময়ে রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত বাজি পোড়ানোর ছাড় দেওয়া হয়েছিল। সবুজ বাজি যাতে বেশি করে বিক্রি হয় তার দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে দূষণ পরিষদ। তারা এবারে সবুজ বাজির পক্ষে নিয়ে প্রচার কার্য চালাবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পুলিশের একজন শীর্ষ কর্তা বলেছেন, সবুজ বাজির পক্ষে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। মানুষকে সজাগ করতে হবে। নিষিদ্ধ বাজি পোড়াতে গেলে কী কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে প্রচার করা খুবই প্রয়োজন। কড়া আইন করে নিষিদ্ধ বাজি বন্ধ করা একেবারে অসম্ভব। কিউআর কোড দেখে বৈধ বাজি বিক্রি করা হবে। যুবকদের বলা হবে তারা যেন সবুজ বাজি ব্যবহার করে। সবুজ বাজি ব্যবহার করলে কী কী উপকার রয়েছে সে সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করা হবে। দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে সবুজ বাজির ব্যবহার করা প্রয়োজন সেটা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। সবাইকে যদি এ ব্যাপারে সচেতন করা যায় বিশেষ করে বাড়ির অভিভাবক অভিভাবিকাদের যদি আগ্রহী হন তাহলে ভালো ফল আশা করা যেতে পারে। সবুজ বাজি বিক্রির করার ব্যপারে বাজি ব্যবসায়ীদের আগ্রহী হতে হবে এবং তাদেরকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যে তারা সবুজ বাজি ছাড়া আর অন্য কোনও বাজি রাখবে না। সবাই যাতে সবুজ বাজি ক্রয় করে তার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। স্কুল কলেজ স্তরে এই সবুজ বাজির ব্যাবহার নিয়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান করার প্রয়োজন রয়েছে। নিষিদ্ধ বাজি সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল হলেই আর কেউই নিষিদ্ধ বাজি গ্রহণ করবে না। তার ফলে নিষিদ্ধ বাজি বা শব্দ বাজি একেবারে বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এই সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে ব্যবসায়ী, পুলিশ এবং পুরসভার কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। সবাই মিলে যদি সবুজ বাজি বিক্রি করার ব্যাপারে সাওয়াল করে তাহলে নিশ্চয় আগামি দিনে সবুজ বাজি বিক্রি বৃদ্ধি পাবে এবং সবাই নিষিদ্ধ বাজি ত্যাগ করে সবুজ বাজি গ্রহণ করতে থাকবে।

চিঠিপত্র

শব্দ দূষণ মানবসভ্যতার চরম শত্রু

শব্দ দূষণের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনসাধারণ অনেক প্রতিবাদ করে আসছে। ইতিমধ্যে মহামান্য উচ্চ আদালত এই দূষণের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে শব্দমাত্রায় উচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। এখনও কালীপুজোর দিন এবং তার পরেও দেদার চকলেট বোমা ফাটান থামে না। বাড়িতে অসুস্থ রোগী থাকলেও নয়। উচ্চ অট্টালিকা বাসিন্দাদের অনেকেই উঁচু ছাদের ওপরে এই সব নিষিদ্ধ বাজি ফাটিয়ে আনন্দ স্ফুর্তি থেকে বিরত থাকতে পারে না। তাদের কাছে এটা যেন একটি গণতান্ত্রিক অধিকারে পরিণত হয়েছে। অপরের গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। পুলিশ আগাম সতর্ক বার্তা দেয় বটে, কিন্তু এই সব নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। ধর পাকড় করার পর হয়তো ছেড়েও দিতে হয়। কার পিছন কোন বড় খুঁটি রয়েছে তা কে জানে? সাধারণ মানুষও খুব একটা ঝামেলাতে জড়াতে চায় না। কারণ উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের কোপে পড়ে হয়তো মান সম্মান খোয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রাণহানিও ঘটেছে। অনেকের ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও চৈতন্য হয়নি। বরং এ অজুহাত দেওয়া হচ্ছে যে অন্য কাজকর্ম নেই সেই কারণে বাজি তৈরি করে সংসার চালায়। কিন্তু শব্দ বাজি তৈরি না করে সবুজ বাজি করলে তো শব্দ দূষণ হয় না। তাহলে? এর উত্তর মেলেনি। যারা শব্দ বাজি ফাটান তাদের কাছে এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। অপনার গণতন্ত্র বিপন্ন হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। অনেকে বলেন, শান্তিপ্রিয় মানুষদের উত্যক্ত করতে পারলে কারোর কারোর বেশি আনন্দ হয়। সেই কারণে তীব্র শব্দ বাজি ফাটিয়ে ক্ষমতার আস্ফালন দেখায়। এটা যদি সত্য হয় তাহলে এই সব উৎপাত কোনও দিনই বন্ধ করা যাবে না। সবাই জেনে বুঝে ঘুমিয়ে থাকবে। ইতিমধ্যে ডেসিবেলের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হল রাশ একটু আলগা করে দেওয়া। কীভাবে এই সব উৎপাত থামবে তার দিকে কারোর লক্ষ্য নেই। এখন একটাই সমস্যা, সব জেনে বুঝেও যারা না বোঝেন তাদের বোঝবে কে?

শঙ্করলাল কর্মকার, জেলিয়াপাড়া লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

জলে ডুবে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ অক্টোবর ঃ খেলার সময় অসতর্কবশত গভীর চৌবাচ্চায় পড়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক আড়াই বছরের শিশুর। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট কাদিরপুর এলাকায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া পড়ে যায়। পরিবারের লোকেরা চৌবাচ্চা থেকে ওই শিশুকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম শিবরাজ মন্ডল। বাবা দীপক মন্ডল পেশায় মধু ব্যবসায়ী, বাড়ি পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর অঞ্চলের ছোট কাদিরপুর গ্রামে। দীপকবাবুর দুই কন্যা সন্তানের পরে পুত্র সন্তানটি ছিল। মৃত শিশুর পিসিমা নীলিমা মন্ডল জানিয়েছেন, এদিন তার ভাইয়ের ছেলে বাড়ির পেছনে থাকা চৌবাচ্চায় পড়ে যায়। এই ঘটনা চোখে পড়ে তার এক ভাইঝির। দৌড়ে গিয়ে বাড়িতে খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে ওই চৌবাচ্চা থেকে শিশুটিকে তুলে অচৈতন্য অবস্থায় স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অবশেষে মৃত শিশুটিকে বাড়ি ফিরিয়ে আনে মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন। পরবর্তীতে মালদা থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ওই শিশুর মৃতদেহ মালদা থানায় নিয়ে এসে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

পুলিশের সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর ঠিক আগেই ধূপগুড়ি শহর সহ থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছিল। ধূপগুড়ি শহরেও বাড়ছিল চোরদের দৌরাত্ম্য। এমনকি থানার মুখোমুখি এক দোকানেও চুরির ঘটনা ঘটে। চুরি হচ্ছিল একের পর এক টোটো। প্রশ্ন উঠছিল পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে। তারপর থেকে এক প্রকার আদা-জল খেয়ে অভিযানে নামে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। কালীপুজোর আগেই অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেলো ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চোরের দলের হদিশ পান এএসআই মহম্মদ রাসেল। এরপরেই তার নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হলো বিক্রি হয়ে যাওয়া পাঁচটি টোটো, গ্রেফতার হলো তিন চোর। এই চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্তরা হল আনারুল হোসেন, বিশ্বজিৎ দে সরকার, বাপ্পা হোসেন। ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়। চুরি হয়ে যাওয়া টোটোগুলি ধূপগুড়ি শহর থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবী।

যুবকের মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, ইলামবাজার, ৩১ অক্টোবর ঃ এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বীরভূমে। ঘটনাটি ঘটেছে ইলামবাজার ব্লকের ঘুড়িষা গ্রামের নুসুপা পাড়ায়। যুবকের নাম সেখ নিজামুদ্দিন। বাড়ি ঘুড়িষায়। বছর আঠারো বয়সের ওই যুবকের গ্রামের পুকুর পাড়ে দেখতে পান গ্রামের এক মহিলা। তারপর বিষয়টি পরিবারের নজরে আসে। খবর পেয়ে বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিখিল আগরওয়ালের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহ চিৎ হয়ে পুকুর পাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহের পিঠে রক্তের দাগ ছিল।

উঠল চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

প্রসূতির মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল মালদা মেডিকেলের মাতৃমা বিভাগে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ অক্টোবর ঃ চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে এক প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো মালদা মেডিকেল কলেজের মাতৃমা বিভাগে। গত ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে আরও এক রোগী মৃত্যুর ঘটনায় এবার মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই প্রসূতির মৃত্যুকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয়ে ওঠে মাতৃভা বিভাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সামনেই চিকিৎসায় গাফিলতি অভিযোগ এবং রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে সরগরম হয়ে ওঠে। মৃত প্রসূতির পরিবারের অভিযোগ, তাদের পরিবারের রোগীকে ভুল চিকিৎসায় মেরে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে মৃতার পরিবার। সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম টুলি খাতুন (২১)। তার স্বামীর নাম রাজিকুল শেখ। তাদের বাড়ি বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট এলাকায়। গত রবিবার গভীর রাতে প্রসব যন্ত্রনা নিয়ে ওই মহিলা মালদা মেডিকেল কলেজের মাতৃভা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। মঙ্গলবার দুপুরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা। মৃত রোগীর পরিবারের অভিযোগ পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মা ও ছেলে দু'জনেই ভালো ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দুপুর থেকেই মেডিকেল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সেরা আমাদের বলতে থাকে রোগীর অপারেশন করতে হবে এবং তার জন্য রক্তের প্রয়োজন। আমরা কোনো কিছুর ত্রুটি রাখি নি। সময়মতো রোগীকে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং অপারেশন যাতে ভালো মতো হয় সে কথাও চিকিৎসকদের জানিয়েছিলাম। কিন্তু অপারেশনের পরেও রোগীর সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানানো হয় নি। এরপর এদিন রাতে হঠাৎ করে জানানো হয় টুলি খাতুন মারা গিয়েছে। আমাদের ধারণা ভুল চিকিৎসায় ওই মহিলা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাতেও মালদা শহরের মীরচক এলাকার এক যুবকের চিকিৎসায় গাফিলতির মৃত্যুর অভিযোগ তুলে মালদা মেডিকেল কলেজে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের লোকেরা। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. পার্থ প্রতিম মুখার্জি অবশ্য জানিয়েছেন, চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি ছিল না। ওই মহিলা রোগীকে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসাকেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় নি। তবে যদি কোন অভিযোগ হয়, সেটি অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে।

বিরিয়ানিতে ক্ষতিকারক রং ও মাংস

বাঁকুড়ায় অভিযান চালিয়ে অসন্তোষ খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকের

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৩১ অক্টোবর ঃ উৎসবের রাস এখনও সেরকম ভাবে কাটেনি, বাঙালির সামনেই আরেক উৎসব দীপাবলী। উৎসব মানেই জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া। আর বিরিয়ানি ছাড়া যেন বাঙালির কোনও অনুষ্ঠানে রসনা পূর্ণ হচ্ছে না! শহর থেকে জেলা, বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে বরাবরই আলাদা জায়গা পেয়েছে বিরিয়ানি। সেই বিরিয়ানির গুণগত মান যাঁচাইয়েই এবার উদ্যোগী প্রশাসন। বিরিয়ানির দোকানে অভিযানে গিয়ে রীতিমতো খুটিয়ে দেখলেন কাগজপত্র থেকে খাদ্যে ব্যবহারকারী জিনিসপত্র। ল্যাবে টেস্টের জন্য কিছু নমুনা সংগ্রহ করে পাঠালেনও। মঙ্গলবার দিনে দুপুরে বাঁকুড়া শহরের কমরার মাঠ এলাকায় একটি বিরিয়ানির দোকানে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালালেন মহিলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক। আচমকা অভিযান ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা যায় খাবারের গুণগত মান বজায় রাখতে আগামীতেও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এই অভিযান জারি থাকবে। এদিকে তাঁদের এই উদ্যোগে খুশি ক্রেতা থেকে বাঁকুড়াবাসী সকলেই। উৎসবের মরসুমে খাদ্য রসিক মানুষদের বিরিয়ানির মতো জনপ্রিয় খাবারে খাওয়ানো হচ্ছে কোথাও বাসি-পচা, কোথাও ঢাকনাবিহীন, মাছিবসা মাংস আবার কোথাও পুরানো তেল। ফুড লাইসেন্স নিয়ে একাধিকবার সতর্ক করেও সচেতন না হওয়ায় অভিযোগ পেয়ে আসরে নামে খাদ্য সুরক্ষা দফতর। এর আগেও একাধিক জায়গায় অতর্কিতে অভিযান চালানো হয়। একাধিক বিরিয়ানির দোকানে হানা দিতেই চোখ কপালে ওঠে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের কর্মীদের। আগেও বিভিন্ন দোকানে হানা দিতেই হাতেনাতে ধরা পড়ে ফাইন করা হয় কিছু বিরিয়ানির দোকানকে। দোকানের খাবারের কারসাজি রুখতে এদিন নিজে হাতে দোকানের খাবারের গুণগত মান যাঁচাই করলেন, কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিলেন ওই মহিলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক। বিরিয়ানিতে ব্যবহৃত মাংস দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক শাঁওলি বৈদ্য জানান, পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কি রং, ফ্লেভার, তেল ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলিই দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি লাইসেন্স এবং জলের পরীক্ষার রিপোর্ট আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছু নমুনা আমরা সংগ্রহ করেছি তা ল্যাবে পাঠানো হচ্ছে, রিপোর্ট আসলেই বলা যাবে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না নিয়ে আমরা সতর্ক করছি। এমন চললে আগামী দিনে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমাদের একটাই লক্ষ্য মানুষের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়।

ইন্দিরা গান্ধী স্মরণ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর ঃ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৪০তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হলো জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ির শিরিষতলা এলাকার ইন্দিরা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কংগ্রেসের সদস্যরা। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সমবেত হন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্ত, সহ সভাপতি তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সুভাষ বক্সী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন যুব কংগ্রেস সভাপতি চন্দনকুমার ঘোষ। আজকের দিনে ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর গুরুত্ব কতটা তা নিয়ে আলোচনা করেন তারা। পাশাপাশি পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা মাসকালাইবাড়ি এলাকায় ইন্দিরা গান্ধীর ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এদিন রাজীব ভবনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন ও ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু দিবস পালন করা হয়।

মালা তৈরির ব্যস্ততা

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৩১ অক্টোবর ঃ সামনেই কালীপূজা, তাই ফুলের চাহিদা চরমে। কিন্তু প্রাকৃতিক ফুলের আমদানি কম থাকায় সেই জায়গা দখল করেছে প্লাস্টিক ফুল। আর সে কারণেই রায়গঞ্জের কাঞ্চন পল্লী বা সুভাষগঞ্জের পালপাড়ায় মহিলাদের মধ্যে ফুলের মালা তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। সংসারের কাজ সামলে দিনরাত মালা তৈরির কাজে ব্যস্ত আদুরী পাল বা সরস্বতী ঘোষ। মহাজনের কাছ থেকে কাঁচামাল নিয়ে এসে ফুল তৈরি করে গাঁথছেন বিভিন্ন রকমের চোখমালা, জিলমালা বা ফুলমালা। ডজন প্রতি ৭-৪০ টাকা পর্যন্ত দর পাচ্ছেন শিল্পীরা। মালা তৈরি করে দিনে ৩০ থেকে ৪০ টাকা আয় হয় বলে জানালেন শিল্পীরা। সংসার চালানোর ক্ষেত্রে এই আয় যথেষ্ট না হলেও একটা অতিরিক্ত আয়ের সন্ধানে এই কাজ করেন তারা। সরকারি সাহায্য পেলে অন্য কাজ শুরু করতে পারতেন বলে জানান সরস্বতী ঘোষ। আরেক শিল্পী আদুরী পাল জানালেন মালা তৈরিতে লাভ নেই। তিনি সরকারি ভাতার বদলে সঠিক কর্মসংস্থান চান যাতে পরিবারটা বাঁচতে পারে।

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ অক্টোবর ঃ বাংলাদেশে পাচারের আগেই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের পিঁয়াজবাড়ী এলাকা থেকে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র। উদ্ধার হয় একটি পাইপ গান এবং চার রাউন্ড কার্তুজ। সীমান্তে পাহরারত ৭০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের দেখতে পেয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা বলে জানিয়েছে বিএসএফ। অন্যদিকে মালদার কালিয়াচক থেকে আবারও উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। সোমবার রাত্রে যদুপুর হাটখোলা এলাকায় হানা দেয় কালিয়াচক থানার পুলিশ। সেখানে হানা দিয়ে পুলিশ তাফিজুদ্দিন শেখ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে।

নতুন অভিযোগে বিদ্ধ উপাচার্য বিদ্যুৎ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩১ অক্টোবর ঃ ফলক সরানোর দাবিতে ধর্ণার পঞ্চম দিনের আন্দোলনের মাঝে এক নয়া বিতর্ক মাথা চাড়া দিল। ফলক সরানোর দাবিতে ধর্ণার পঞ্চম দিনে, উপাচার্যর বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগে কর্মীরা ই-মেইল মারফত চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকেও। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, বিশ্বভারতী তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্রছাত্রী ইউনিটের সভানেত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদিকে বিকেলের দিকে লাভপুর বিধায়ক রাণা সিংহ ধর্ণা মঞ্চে হাজির হন। ধর্ণা পাঁচ দিনে পড়লেও এখনও পর্যন্ত ফলক সরানো হয় নি। তাই আন্দোলন আরও জোরদার হবে। এই আন্দোলনের মধ্যে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে নিয়ে নতুন এক বিতর্ক দানা বেঁধেছে বিশ্বভারতীতে। চলতি মাসের বারো তারিখ বিশ্বভারতীর তরফে ঘোষণা দিয়ে বলা হয় যে দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সমস্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশ্বভারতীতে (এমটিএস) মাল্টি টাস্কিং স্টাফ নামে আড়াইশো জন নিয়োগ পেয়েছেন। অভিযোগ, সেই এমটিএস কর্মীদের চাপ দিয়ে উপাচার্যর মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে মিছিল করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। নিমাই সাহা নামে গ্রন্থাগারিককে দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে তাদের এই মিছিল সংঘটিত করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে, বলে তাদের দাবি। বিশ্বভারতীতে এমটিএস কর্মীদের ব্যাপারে নয়া বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেন বিকাশ রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বদলে নিজের ভাবনা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন বিশ্বভারতীতে। এতে তার নিহিত স্বার্থ আছে। একইভাবে সাংসদ অসিত মাল বলেন, বিশ্বভারতীকে সব দিক থেকে একেবারে তলানিতে নিয়ে এসেছেন এই উপাচার্য। আমরা স্তম্ভিত। অশিক্ষিতের মতো তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীকে যে ভাষায় চিঠি লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করেছেন, তার জন্য মানুষ উপাচার্যর নিন্দায় মুখর হয়েছে। সেই সুবাদে এমটিএস কর্মীদের নিজস্ব গ্রুপ, ই-মেইল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে দেশের রাষ্ট্রপতি তথা পরিদর্শক দ্রৌপদী মুর্মু, বিশ্বভারতী মঞ্জুরি কমিশন, রাজ্যপাল তথা রেক্টর সি ভি আনন্দ বোস, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সচিব অনিল কোনার, আলাপিনি সমিতির সচিব মণীষা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশ্রমিক সংঘের সচিব সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সংগঠন, জেলা প্রশাসনকে। ই-মেইলে তারা বলেন, এমনিতেই উপাচার্যর কাণ্ড কারখানায় তিতি বিরক্ত শান্তিনিকেতন ও বোলপুরের মানুষ। পৌষমেলা বন্ধ, বসন্ত উৎসব বন্ধ, উচ্ছেদ, পাঁচিল তোলা ইত্যাদি কারণে এবং সর্বশেষে ফলক বিতর্কে মানুষ উপাচার্যর উপর ক্ষিপ্ত। সিকিউরিটি ছাড়া তিনি একা বের হতে পারেন না। ঠিকা কর্মীদের দিয়ে নিজের সমর্থনে পোস্টার মেরেছেন শান্তিনিকেতনে। এবার প্রবেশনে থাকা এমটিএস কর্মীদের দিয়ে উপাচার্য নিজের সমর্থনে মিছিলে হাঁটাতে চাইছেন। তাদের প্রশ্ন, বিশ্বভারতীর কোন স্ট্যাটুয়েট বা রেগুলেশনে এটা আছে? তাছাড়া উপাচার্যর সমর্থনে মিছিলে হাঁটলে ক্ষিপ্ত মানুষের আক্রমণের শিকার তারা হতে পারেন। এদিন ধর্ণা শুরু হয় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী তথা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে।

পুজোর মরশুমে সুরাপানে পিছিয়ে থাকল না পূর্ব বর্ধমান জেলা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩১ অক্টোবরঃ খাদ্যপ্রেমী হিসাবে বাঙালির যেমন খ্যাতি রয়েছে দেশজুড়ে, সুরা প্রেমী হিসাবেও কিন্তু পিছিয়ে নেই তারা। বিশেষ করে উৎসবের মরশুমগুলিতে সুরা পানে অন্য রাজ্যগুলিকে রীতিমতো টক্কর দিয়েছে বাঙালি। বাঙালির সুরা প্রেমে লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে রাজ্যের। গত দুর্গাপুজোর মরশুমে মাত্র পাঁচ দিনে রাজ্যে দেশী-বিদেশী মিলিয়ে মদ বিক্রি হয়েছে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার মত। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আর পাঁচটা দিনের থেকে দুর্গাপুজোর মরশুমে লক্ষ্যনীয়ভাবে বেড়েছে সরকারি মদ বিক্রির পরিমান। পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও মদ বিক্রির পরিমান বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন। আগে বিভিন্ন উৎসবে ড্রাই ডে চলত অর্থাৎ মদের দোকান তৎপরতার সাথে বন্ধ করা হত রাজ্য সরকারের নির্দেশে। কিন্তু এখন রাজস্ব লাভের আশায় সরকারি মদের দোকান উৎসবের দিনগুলিতে খোলা রাখা হয়েছে সরকারি নির্দেশে। পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে তৃতীয়া থেকে লক্ষ্মী পুজোর দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১২ দিনে জেলায় মোট দেশী মদ বিক্রি হয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৩৭ লিটার। বিদেশী মদ বিক্রি হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার ২৭৯ লিটার এবং বিয়ার বিক্রি হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ ৩ হাজার ৪১ লিটারের মত। এই ১২ দিনে দেশী ও বিদেশী মদ এবং বিয়ার মিলিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট বিক্রয়ের পরিমান ৪২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫ হাজার ৬৯৮ টাকা। উৎসবের মরশুম বাদ দিয়ে যেখানে এই জেলায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ কোটি টাকার মত মদ বিক্রি হত সেখানে উৎসবের মরশুমে গড়ে প্রতিদিন সাড়ে ৩ কোটি টাকারও বেশী মদ বিক্রয় হয়েছে বলে জেলা আবগারি সূত্রে জানা গেছে। পুজোর মরশুমে দেশী-বিদেশী সব রকম মদের চাহিদা বাড়ে তাই যোগান যাতে পর্যাপ্ত হয় সে দিকে বাড়তি নজর ছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি বিভাগের। তবে পুজোর মরশুমে চোলাই মদের বিরুদ্ধেও টানা অভিযান চালানো হয়েছে আবগারি দপ্তর ও পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আবগারি সূত্রে জানা গেছে জেলার বিভিন্ন চোলাই প্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ হাজার ১৬৭ লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ১২ হাজার ৫৮০ লিটার চোলাই তৈরীর উপকরণ, ২৬.৪ লিটার নকল দেশী মদ, ২০.৮ লিটার নকল বিয়ার এবং ২.৪৮৫ লিটার নকল বিদেশী মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ১জনকে। জেলা আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে পুজোর মরশুমে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন পুজো মন্ডপে চোলাই মদের কুফল নিয়ে প্রচার চালিয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ চলছিল। তার ফলে চোলাই ও নকল মদের কারবার অনেকটাই কম ছিল। সে যাই হোক, ড্রাই ডে না থাকায় পূর্ব বর্ধমান জেলার সুরাপ্রেমীরা এবার কিন্তু প্রাণমন খুলে পুজোর মরশুমে সুরা বিলাসে মগ্ন হতে পেরেছিলেন তা আবগারি দপ্তরের পরিসংখ্যান দেখেই অনুধাবন করা যায়। নিজেদের সুরা তৃষ্ণা মেটানোর রুগ্নপ্রায় সরকারি কোষাগারকে পুজোর মরশুমে কিছুটা হলেও চাঙ্গা করেছিলেন তারা এটাও সত্যি। কারন রাজ্য সরকারের রাজস্বের একটা বড় অংশ আসে মদ বিক্রি করে।

সকার কাপ প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩১ অক্টোবর ঃ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস একাডেমি পরিচালিত নবম বর্ষ সকার কাপের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ও পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা-সহ ব্লকের একাধিক ক্লাবের সদস্যগণের উপস্থিতিতে দু'একটি নিয়ম ব্যতীত সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় সকার কাপের প্রস্তুতি সভা। কমিটি গঠন থেকে শুরু করে দুই একটি নিয়ম পরিবর্তন ছাড়া পুরনো নিয়মই অপরিবর্তিত থাকছে থাকছে বলে সকার কাপ কমিটির চেয়ারম্যান তথা নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান। গত বছরের মত এবছরের ৩২টি দলকে নিয়ে সম্ভাব্য ৫ ডিসেম্বর নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে নৈশলোকে সূচনা হতে চলেছে নবম বর্ষ সকার কাপ। সকার কাপ মানেই ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা। নবদ্বীপ থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলা ছাড়িয়ে আজ রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল ফোর্স একাডেমী পরিচালিত সকার কাপ। নবদ্বীপ শহর ও ব্লকের পাশাপাশি অন্যান্য জেলার বেশ কিছু শক্তিশালী দলগুলি এবারও সকার কাপে অংশ নিতে চলেছে বলে জানান সকার কাপ কমিটির সম্পাদক সুজিত সাহা। এবছর নবতম চমক বা সংযোজন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে নদীয়া জেলা বাস পরিবহন কর্মী ইউনিয়ন। নবম বর্ষ সকার কাপে নদীয়া জেলা বাস পরিবহন কর্মী ইউনিয়নের যোগদান এক উল্লেখযোগ্য বিষয় বলে দাবি, কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক সুজিত সরকারের।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এমইএমইউ/বায়ো-টয়লেট অ্যান্ড এমইএমসিএইচ/২৩, তারিখঃ ৩১.১০.২০২৩। ডিইই/এমইএমইউ/পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাগণ প্রামাণ্য অভিজ্ঞতা আছে এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করার মতো আর্থিক সঙ্গতিপন্ন তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নোটিস নং. এমইএমইউ-রেক অ্যান্ড বায়োটয়লেট-২৩। স্থান সহ কাজের নামঃ** দুই (০২) বছরের জন্য এমইএমইউ কারশেড-এ আসানসোল-এর এমইএমইউ কোচ সমূহর বায়ো-টয়লেট সমূহ (আইআর-ডিআরডিও ধরনের) এবং পৌরসংস্থা এলাকাতে বর্জ্য অপসারণ সহ আসানসোলে এমইএমইউ শেড ও আসানসোল চত্বরে এমইএমইউ রেক সমূহর অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার করার জন্য যান্ত্রিকভাবে ধোয়া, পরিষ্কার করা ও বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার চুক্তি (এএমওসি)। **টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৮৯,৯৮,৭২৯/-। বায়না অর্থঃ ₹ ১,৮০,০০০/-। টেন্ডার নথির মূল্যঃ ₹ ৫,০০০/-। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** দুই (০২) বছর। **টেন্ডার বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২২.১১.২০২৩ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে বন্ধ হবে ও দুপুর ১২টায় খোলা হবে। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। ASN-148/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-02/Sub/II of 2023-24** for 02 (Two)No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application - **17.11.2023.** Last date of receiving tender paper-**21.11.2023.**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

Office of The Block Development Officer
Singur Development Block
Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **e-Tender reference no:- 2189/BDO, Singur, Dated on 11/10/2023** for 9 Nos. Construction Work within Singur Development Block, Singur, Hooghly, WB under fund of PBSSM. Last date for the online Bid submission is **17/11/2023 up to 06:55 pm.** Detail will be available at the website. **www.wbtenders.gov.in (Tender ID: 2023_ZPHD_594129_1 to 9).**

Sd/- Block Development Officer
Singur Development Block
Singur, Hooghly

OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.-CHAKALTORE, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA

E- Tenders are hereby invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) ie. **WBPUR/CGP/NIET-6/23-24 DATED -13.10.2023.MEMO NO 365 / CGP/2023-24.** , Documents download/ sale start date **17.10.2023 from 11.30 am.** Bid Submission closing date **04.11.2023 (upto 10.55 am)** . Date of Opening of E-Tender on **06.11.2023 (at 11.30 am)** at G.P.Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.

Chandernagore Municipal Corporation

1.Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/ NIT-34(e)& 21(e)/2023-24, Dt-31.10.2023
Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/34, Dt- 31.10.2023

Various Developments of Municipal Areas
For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT NO.. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/037/2023-2024/R
Name of work : **Restoration of cement concrete passage near H/ No.V-245 to V-234 Thandar Para, W-193, W-195 Hazi Ratan Lane, U-140/A to U140/C, U142/A Halder Para, V-110 to V-114 Chati Para, Disturbed by Water Supply Department, in Ward No.139, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.4,23,589.09.** Earnest Money : **Rs.8,500.00.** Period of Completion : **75 Days.**

2. NIT NO.. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/042/2023-2024/R
Name of work : **Development of passage with allied works near Pr.No.Y-2/180/9 Santinagar in Ward No.140, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.3,38,051.41.** Earnest Money : **Rs.6,800.00.**

3. NIT NO.. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/016/2023-2024/R
Name of work : **Partition work of BSK Room, Licence Deptt. Social Sector with allied works within Br.-XV Office Premises in Ward No.134.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,30,695.99.** Earnest Money : **Rs.4,700.00.** Period of Completion : **60 Days (for Sl.No. 2 & 3).** Last Date and Time of submission of Bid : **22.11.2023 at 11 a.m. (for Sl.No.1) and 11.11.2023 at 11 a.m. (for Sl.No. 2 & 3).** Date of opening of tender : **24.11.2023 at 11 a.m. (for Sl.No.1) and 17.11.2023 at 11 a.m. (for Sl.No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **07.11.2023 at 5 p.m. (for Sl.No.1) and 03.11.2023 at 5 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 3).

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/XIV/130/010/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of concrete passage in the bye lanes of B.C. Road near Pr.No.5/2, 52/1, 11/2/1 & 3/1A etc. in Ward 130.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.3,97,152.17.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

2. NIT NO. : KMC/XIV/129/011/23-24/P & S (1st Call)
Name of work : **Plantation of Trees and Ancillary Civil Works at K.M.C. Park Kishalaya & Baishashi in Ward No.129.** Estimated Cost (including Cess) : **Rs4,84,981.07.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date of Submission of Bid : **17.11.2023 upto 11 a.m. (for Sl.No.1) and 18.11.2023 upto 11 a.m. (for Sl.No.2).** Tender will be opened on **21.11.2023 at 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2023 from 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

EX.ENGR. (JAI HIND JALPRAKALPA)/ Water Supply invites tender online in two-bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/JHJP/21/2023-24
Name of work : **Reconditioning of damaged surface wall of PST Inlet and Outlet Chamber at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs.2,82,679.64.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/WS/JHJP/12/2023-24
Name of work : **Construction of permanent MS Fabricated Platform beside each Alum Vat Agitator Assembly at Process Control House 1 & 2 of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs.2,80,862.40.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/WS/JHJP/43/2023-24
Name of work : **Installation of MS Fabricated Stair at Filter Bed Units of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs2,43,057.10.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

4. NIT NO. : KMC/WS/JHJP/39/2023-24
Name of work : **Maintennace of the areas along the Periphery of PST. MPST, RWS, CWR-1 and Clarifiers at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs2,61,773.82.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

5. NIT NO. : KMC/WS/JHJP/38/2023-24
Name of work : **Renovation of strainer over PST, MPST Outlet and Clarifiers Inlet Raw Water Channel at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs.1,42,663.39.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.**

6. NIT NO. : KMC/WS/JHJP/37/2023-24
Name of work : **Replacement of defective 150 MM Dia Sluice Valve and Non-Return Valve installed on submersible Pumps delivery line on CWR-1 of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs.2,56,850.07.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

7. NIT NO. : KMC/WS/JHJP/26/2023-24
Name of work : **Removal of sludge from Drainage chamber under Rapid Gravity Sand Filter Beds of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs.2,88,146.78.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **14 Days (for Sl.No. 1 to 7).** Last date and Time of submission of Bid : **22.11.2023 at 12.30 p.m. (for Sl.No.1 to 7).** For detailed information please visit website : **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 to 7).**

888 / 23-24

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

নিউ জলপাইগুড়ি/গুডস, কিশনগঞ্জ/পিআরএসের দিশায়, সালমারি এবং গলগলিয়া স্টেশনে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম । **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-পার্কিং-কেএনই		
এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৩-১	কাটিহার মণ্ডলে কিশনগঞ্জ/পিআরএস দিশায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-জিএজিএ-এমএক্স-১০৭-২৩-১	কাটিহার মণ্ডলে গলগলিয়া স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এসআরআই-এমএক্স-১০৬-২৩-১	কাটিহার মণ্ডলে সালমারি স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১০৪-২৩-১	নিউ জলপাইগুড়ি গুডস শেডে পার্কিং

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১১-২০২৩ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩-১১-২০২৩ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নোটিফিকেশন নং : সি-৬৬৯/এসটিবিএ/আদ্রা/২০২৩/০৮ তারিখ : ৩০.১০.২০২৩

আদ্রা ডিভিসনের এনএসজি-৬ শ্রেণীর বেরো ও ইন্দ্রবিল স্টেশনে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগ :

ক্র. নং.	স্টেশনের নাম	শ্রেণী	ইউটিএস কাউন্টারের সংখ্যা (সর্বক্ষণের জন্য)	বায়নামূল্য জমা (টাকা)	সিকিউরিটি ডিপোজিট (টাকা)	১ লাখ টাকার বেশি বিক্রয় টার্নওভারের ক্ষেত্রে কমিশনের হার যা আবেদনে উল্লেখ করতে হবে	স্থানের কোড
১.	বেরো	এনএসজি-৬/ই	০১	২,০০০	১০,০০০	৪%	বিইআরও
২.	ইন্দ্রবিল	এনএসজি-৬/ই	০১	২,০০০	১০,০০০	৪%	আইবিএল

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে আদ্রা ডিভিসনের উপরোক্ত শ্রেণীর স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী টেন্ডার আহ্বান করছেন।

১.	নোটিফিকেশন নং	সি-৬৬৯/এসটিবিএ/আদ্রা/২০২৩/০৮ তারিখ ৩০.১০.২০২৩
২.	আবেদনের ধরন	স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগ
৩.	মূল্য	কমিশন ভিত্তিক
৪.	বায়নামূল্য	২,০০০ টাকা এনএসজি-৬ (প্রতি আবেদনের জন্য)
৫.	আবেদন ফর্মের মূল্য	শূন্য
৬.	এসটিবিএ নিয়োগের স্থান	আদ্রা ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেওসি-আরকেআই স্টেশনের মধ্যবর্তী বেরো স্টেশন (বিইআরও) এবং এমওয়াইএক্স-এসআরজেএম স্টেশনের মধ্যবর্তী ইন্দ্রবিল স্টেশন (আইবিএল)
৭.	নিয়ম ও শর্তাবলী সহ আবেদন ফর্ম পাওয়া যাবে	৩০.১০.২০২৩ থেকে ২২.১১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কাজের দিনে সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টে অবধি সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রার কার্যালয়ে আবেদন ফর্ম পাওয়া যাবে অথবা www.ser.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যাবে
৮.	আবেদন জমার তারিখ ও স্থান	সিনিয়র ডিসিএম/আদ্রার কার্যালয়ে ২২.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টার মধ্যে
৯.	টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ ও সময়	২২.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট অথবা পরের দিন যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে ওইদিন ছুটি ঘোষিত হয়
১০.	কাজের বিবরণ	অসংরক্ষিত টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট ও সিজন টিকিট বিক্রি
১১.	আবেদকের যোগ্যতার শর্তাবলী	বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ser.indianrailways.gov.in দেখুন

(PR-757) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible bidder for online submission for e-tender **reference no 631/EO, Singur, Dated:- 30.10.2023** for Construction of 1 No. "Concrete Road and Office Room cum Store & other infrastructure" and installation of 1 No. "Running Water arrangement" within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. Last date for the online bid submission is **08/11/2023 up to 09:30 am.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID - 2023_ZPHD_596757_1 to 3).**

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

সামান্য খরচেই হয়ে উঠুন ঝকঝকে

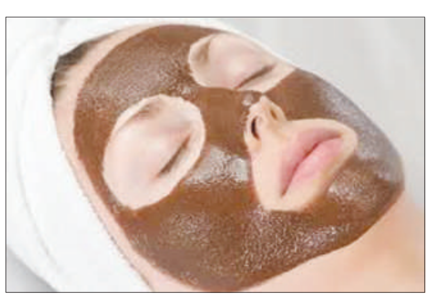

দুর্গা- লক্ষ্মী পুজো তো শেষ হল। কিন্তু এখনও বাকি আলোর উৎসবের। এবার শুধু বাকি সঠিক রূপচর্চার। বিউটি স্যালোতে যাওয়ার দরকার নেই। বরং বাড়িতেই ব্যবহার করুন এই ফেসপ্যাকগুলি। ১) শুষ্ক ত্বকে দারুণ কাজ করে কলা। একটা কলাকে চটকে নিয়ে তারমধ্যে কিছুটা পরিমাণ মধু মিশিয়ে নিন। আর কিছু পরিমাণ কফি মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করুন। কিছুক্ষণ মুখে লাগিয়ে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। এতে ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। ২) হালকা গরম জলে এক চামচ কফি মিশিয়ে নিন। রাতে শোয়ার আগে এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে উষ্ণ জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এতে মুখের বলিরেখা কমবে। ৩) হাঁটু, কনুই, বগলে যদি কালো ছোপ পড়ে তাহলে কলার খোসায় মধু, লেবুর রস মিশিয়ে ঘষে নিন। দেখবেন দ্রুত কালো ছোপ দূর হবে। ৪) দিন দিন ঠোঁটের রং কালো হয়ে যাচ্ছে? কোনও চিন্তা নেই। কলার ছোট টুকরো করে নিন। তার মধ্যে অল্প কফি মিশিয়ে নিয়মিত ঠোঁটে লাগালেই কালো ছোপ দূর হবে।

শাড়িতে সিঁদুরের দাগ তোলার রইল কিছু টিপস

সিঁদুর খেলার সময় কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু তার পর যখন হুঁশ ফেরে, তখন পস্তাতে হয়। শাড়িতে সিঁদুরের দাগ দেখে মন তো খারাপ হবেই। শাড়ি যদি সাদা হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। এ দাগ যাবে কীভাবে? উপায় একাধিক রয়েছে। এক্ষেত্রে কাজে লাগবে ভিনিগার। কীভাবে ব্যবহার করবেন- প্রথমে একটি জায়গায় জল নিন। তাতে ভিনিগার দিন। তার পর শাড়ির যে জায়গায় দাগ লেগেছে শুধু সেই অংশটি ওই জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। এতেই দাগ হালকা হয়ে যাবে। তারপর ভাল করে শাড়িটি ধুয়ে ফেলুন। শাড়ির সিঁদুরের দাগ তোলার ক্ষেত্রে শেভিং ক্রিমও দারুণ কাজে লাগে। যেখানে দাগ রয়েছে সেখানে শেভিং ক্রিম লাগিয়ে দেবেন। তারপর একটি শুকনো কাপড় নেবেন। তা দিয়েই শাড়ির শেভিং ক্রিম লাগানো জায়গায় ঘষতে থাকুন। তাহলেই দাগ হালকা হয়ে আসবে। বরফ দিয়েও শাড়ির সিঁদুরের দাগ তোলা যায়। যেখানে দাগ লেগেছে সেখানে বরফ ঘষতে থাকবেন। ফল পাবেন হাতেনাতে। হাতের কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে? তাতেও কাজ হবে। শাড়ির যেখানে দাগ লেগেছে সেখানে স্যানিটাইজার স্প্রে করে দেবেন। তার পর শুকনো কাপড় দিয়ে ঘষবেন। দেখবেন অল্প সময়েই দাগ দূর হয়ে যাবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু শাড়ি আবার জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেবেন।

চুল ঝরে পাতলা হয়ে যাচ্ছে? নিয়ম মেনে চললেই বন্ধ করতে পারেন চুল পড়া

চুল পড়ার সমস্যায় প্রায় সকলেই ভোগেন। প্রতিদিন বাইরে বেরোতে হলে তো চুলে তার প্রভাব পড়বেই। ধুলোবালি, রোদের তাপ, দূষণের কারণে চুল ধীরে ধীরে রুক্ষ হয়ে যায়। সঠিক যত্নের অভাব, নানা শারীরিক সমস্যা, কেমিক্যালযুক্ত প্রোডাক্ট এবং হিট স্টাইলিং সরঞ্জাম ব্যবহারে চুল ঝরা বাড়তে থাকে। চিরুনি দিলেই গোছা গোছা চুল উঠে আসে। চুল পড়া কমাতে আমরা কত কিছুই না করি। ঘরোয়া টোটকা থেকে বিভিন্ন কসমেটিক্স, কিছুই বাদ যায় না। কিন্তু এত কিছুর পরেও মনের মতো ফল মেলে না। আজ আপনাদের জন্য রইল চুল পড়া কমানোর কয়েকটি সহজ টিপস। যেগুলি নিয়মিত মেনে চললেই ফল পাবেন হাতেনাতে। স্বাস্থ্যকর খাবার খান চুল পড়া কমাতে কেবল বাইরে থেকেই যত্ন নিলে হবে না, ভেতর থেকেও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হলেই চুল পড়া বাড়ে। তাই রোজ বেশি করে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি। আয়রন, জিঙ্ক, ভিটামিন এ এবং ডিএর অভাবেই মূলতঃ চুল পড়তে থাকে। তাই ডায়েটে এই সব পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার রাখুন। বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য খান। পালং শাক, ডিম, বাদাম এবং মাছের মতো খাবার চুলের জন্য উপকারী। স্ক্যাল্প ম্যাসাজ করুন এসেনশিয়াল অয়েল দিয়ে স্ক্যাল্প ম্যাসাজ করলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগায় এবং স্বাস্থ্যকর চুলের বৃদ্ধি ঘটে। নারকেল, আমন্ড বা অলিভ অয়েলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা ল্যাভেন্ডার, রোজমেরি বা পেপারমিন্ট এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। তেলের এই মিশ্রণ সামান্য গরম করে চুলে লাগান। শ্যাম্পু করার আগে আধ ঘণ্টা চুলে লাগিয়ে রাখলেই উপকার পাবেন। কেমিক্যাল ব্যবহার করবেন না শ্যাম্পু, কন্ডিশনার এবং কেমিক্যালযুক্ত হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট অত্যধিক ব্যবহার করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই হয় বেশি। স্ট্রেইটনার, ড্রায়ার এবং কার্লিং আয়রনের মতো হিট স্টাইলিং সরঞ্জাম ব্যবহারেও চুলের ক্ষতি হয়। চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে ঝরে পড়ে। চুল ভেঙে যায়, ফাটতে শুরু করে। তাই এই সব পণ্য এড়িয়ে চলাই ভালো। রোজের এই ৪ অভ্যাসেই বাড়ে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি! অ্যালোভেরা জেল চুল পড়া কমাতে দারুণ উপকারী অ্যালোভেরা জেল। টাটকা অ্যালোভেরা জেল সরাসরি স্ক্যাল্পে ও চুলে লাগান। আধ ঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। অ্যালোভেরা মাথার ত্বকের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখে, প্রদাহ কমায় এবং স্বাস্থ্যকর চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সঠিক যত্ন নিন চুল পড়া আটকাতে হলে চুলের সঠিক যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সময়ে সময়ে চুলে তেল দেওয়া, শ্যাম্পু করা, কন্ডিশনার লাগানো জরুরি। ভেজা চুল আঁচড়াবেন না। তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে চুল মোছা এড়িয়ে চলুন। প্রাকৃতিক হাওয়া অথবা ফ্যানের তলায় চুল শুকানো ভালো। হেয়ার ড্রায়ার না ব্যবহার করাই শ্রেয়। চুল বেঁধে রাখা কম করুন। যতটা পারবেন খোলা রাখুন। তবে চুল বাঁধার হলে নরম হেয়ার ব্যান্ড ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।

পাক-চিন সীমান্তে রুশ এস-৪০০ মিসাইল সিস্টেম মোতায়েন ভারতের

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ লৌহ বর্মে ঢাকল ভারতের আকাশ। পাকিস্তান ও চিন সীমান্তে রাশিয়ার তৈরি এস-৪০০ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করল ভারতীয় বায়ুসেনা। ইতিমধ্যেই অত্যাধুনিক এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটির ৩টি স্কোয়াড্রন কাজ শুরু করে দিয়েছে বলে খবর। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, ভারতের প্রতিরক্ষা সূত্রে খবর, সীমান্তে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এস-৪০০ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের ৩টি স্কোয়াড্রনকে সক্রিয় করা হয়েছে। যার মধ্যে একটি মোতায়েন করা হয়েছে চিন ও পাকিস্তান সীমান্তে। খুব শীঘ্রই রাশিয়ার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হবে ভারতের। কবে বাকি মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম পাঠাবে রুশ প্রশাসন সেই নিয়ে আলোচনা হবে। এখনও দুটি এস-৪০০ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম নয়াদিল্লির হাতে পাওয়া বাকি। ২০১৮-১৯ সালে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে রাশিয়া থেকে পাঁচটি এস-৪০০ স্কোয়াড্রন কিনতে চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত। উল্লেখ্য, চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে একযোগে মোকাবিলা করতে ও প্রতিপক্ষের মিসাইল ও যুদ্ধবিমানগুলোকে মাঝ আকাশে ধ্বংস করতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। ২০২১ সালে পাঞ্জাবে প্রথম এস-৪০০ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। সামরিক বিষয়ে ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, এর ফলে এক ধাক্কায় অনেকটাই শক্তি বেড়ে গিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার। অন্যদিকে, রুশ মিসাইল সিস্টেম নিয়ে ভারত ও আমেরিকার টানাপোড়েন তুঙ্গে। নয়াদিল্লির উদ্বেগ বাড়িয়ে সম্প্রতি আমেরিকা ইঙ্গিত দিয়েছে, রাশিয়ার তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্র কিনলে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তেও হতে পারে নয়াদিল্লিকে। তবে ভারত প্রথম দেশ নয় যার বিরুদ্ধে এই এস-৪০০ (S-400) কেনার জন্য নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ওয়াশিংটন। ভারতের আগে রাশিয়ার কাছ থেকে এই অস্ত্র কেনে তুরস্ক। যার ফলে ইতিমধ্যে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়েছে ন্যাটো সদস্য সেই দেশকে। এদিকে, এই বিষয়কে খুব বেশি আমল দিতে নারাজ বিশেষজ্ঞ মহল। তাঁদের দাবি, রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক চুক্তি বাতিল করবে না ভারত। মস্কোর সঙ্গে পরীক্ষিত বন্ধুত্ব বজায় রেখেই আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করেছে নয়াদিল্লি।

গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী সোনাপুরে বাজেয়াপ্ত চোরাই ২৫টি গরু- বোঝাই দুটি মিনিট্রাক

গুয়াহাটি, ৩১ অক্টোবর ঃ গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী সোনাপুরে পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে চোরাই ২৫ টি গরু-বোঝাই দুটি মিনিট্রাক। আজ মঙ্গলবার সোনাপুর থানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যারাতে সোনাপুরের টোলগেটে পুলিশের দল গরু-বোঝাই গাড়ি ধরতে অভিযান চালিয়েছিল। এক সময় উজান থেকে মেঘালয়ের বর্ণিহাটগামী এএস ১২ সিসি ৩২১৪ নম্বরের একটি ডিআই মিনিট্রাকের গতিরোধ করে তা থেকে ১৩টি চোরাই গরু উদ্ধার করে অভিযানকারী পুলিশের দল। সূত্রটি জানিয়েছে, অতি কৌশলে ট্রাকের বডিতে কাঠ দিয়ে মাঁচা তৈরি করে তার নীচে গরুগুলি পাচার করা হচ্ছিল। এছাড়া সোনাপুরের কমলাজাড়ি এলাকায় এএস ০১ ওসি ৫৭১৭ নম্বরের আরেকটি ডিআই মিনিট্রাক আটক করে তা থেকে ১২টি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। মোট ২৫টি গরু পাচারে জড়িত দুটি ডিআই মিনিট্রাকের চালক ও খালাসি সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। সোনাপুর থানার পুলিশ গরু সহ দুটি মিনিট্রাক বাজেয়াপ্ত করেছে। উদ্ধারকৃত ২৫টি গরু গোশালায় পাঠিয়ে গবাদি পশু পাচারে জড়িতদের ধরতে তদন্ত-অভিযান চালিয়েছে বলে সোনাপুর থানার ওসি জানিয়েছেন।

আগুন নিয়ন্ত্রণে অত্যাধুনিক এফডিবিএ সিস্টেম ইনস্টল হয়েছে

কলকাতা , ৩১ অক্টোবর ঃ ধূমপায়ীরা সাবধান ! এখন থেকে ট্রেনে ধূমপান করলে পড়তে হবে বিপদে। 'নো স্মোকিং' বোর্ড থাকা সত্ত্বেও এবং ধূমপানের জন্য জরিমানা আরোপ করা সত্ত্বেও এখনও যারা ট্রেনে ধূমপানের খারাপ অভ্যাস চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের এই মুহূর্তে এই অভ্যাসটি বন্ধ করতে হবে কারণ ট্রেনের কোচগুলিতে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক স্মোক ডিটেক্টর যেগুলি একবারে তাদের ধরে ফেলবে।

ভারতীয় রেলওয়ে কোচগুলিতে একটি ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড ব্রেক অ্যাপ্লিকেশন (এফডিবিএ) সিস্টেম ইনস্টল করেছে যাতে একটি কোচে সমস্ত ধরণের ধোঁয়া বা আগুনের প্রাদুর্ভাব রোধ করা যায়। এমনকি সিস্টেমও সতর্কতা মোডে চলে যাবে যাতে ট্রেন থামানোর জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্রেক প্রয়োগ করা যেতে পারে । এই এফডিবিএ (ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড ব্রেক অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম) এর ক্রমিক কাজ নিম্নরূপ ঃ ১) যে কোনো ধরনের ধোঁয়া নির্গত হলেই (সিগারেট থেকেও হতে পারে) তা স্মোক সেন্সরে সনাক্ত করা হবে। ২) যে কোনও ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ প্যানেলে বিশ্লেষণ করা হবে। ৩) ধোঁয়ার ঘনত্ব কম হলে কন্ট্রোল প্যানেল অ্যালার্ট দেবে (লাল বাতি জ্বলবে)। ৪) ধোঁয়া চলতে থাকলে কোচের ভেতর লাল বাতি জ্বলবে। ৫) ধোঁয়া প্রসারিত হলে আরও ব্রেক প্রয়োগ শুরু করা হবে এবং ট্রেন থামবে। ৬) ৬০ সেকেন্ড পরে একটি ঘোষণা খেলা শুরু হবে দয়া করে কোচটি খালি করে দিন কারণ আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, এখন এটি একটি নিখুঁত সিস্টেম যা ট্রেনে আগুন লাগার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বেশিরভাগ দূরপাল্লার ট্রেনের কোচগুলিতে ইনস্টল করা হয়েছে। সমস্ত পাওয়ার এবং প্যান্ট্রিকার কোচ (১৩৮ টির মধ্যে ১৩৮ টি) এই ধরনের অগ্নি সনাক্তকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করা হয়েছে, পূর্ব রেলের দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেনের ৮৭ এসি যাত্রীবাহী কোচ (১০৯২ টির মধ্যে ৯৪৯) এফডিবিএ সিস্টেম দ্বারা সুরক্ষিত এবং বাকি ১৪৩ টি কোচে খুব শীঘ্রই এই জাতীয় ডিভাইস যুক্ত করা হবে। ভুলেও আর ট্রেনে ধূমপান করবেন না।

মেট্রো রেলে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' পালন

কলকাতা ৩১ অক্টোবর ঃ মেট্রো রেল, আজ (৩১.১০.২০২৩) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৮ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (জাতীয় ঐক্য দিবস) পালন করেছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলের কর্মকর্তা, কর্মীদের কাছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের অঙ্গীকার পরিচালনা করেন। মেট্রো কর্মকর্তা ও কর্মীরা জাতির ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার অঙ্গীকার করেছেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের মে রোড গেট হয়ে মেট্রোরেল ভবন থেকে ময়দান এলাকা পর্যন্ত 'একতার জন্য দৌড়' আয়োজন করা হয়। এই দৌড়ে অংশ নেন আরপিএফ অফিসার ও কর্মীরা। উত্তর- দক্ষিণ, পূর্ব- পশ্চিম মেট্রো, পার্পল লাইন মেট্রো এবং ব্যারাকের সমস্ত স্টেশনগুলিতেও রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক-র মুনাফা ৩৫ শতাংশ বেড়ে ৭৫১ কোটি টাকা

মুম্বাই, ৩১ অক্টোবর ঃ এক নজরে আর্থিক ফলাফল আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদ, আজ তাদের অনুষ্ঠিত সভায়, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও-এর মন্তব্যমিস্টার ভি বৈদ্যনাথন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও,আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক, বলেছেন, আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা দীর্ঘমেয়াদী সময়-এর জন্য আমাদের ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে স্থির এবং দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা মাথায় রেখে আমাদের ভিত্তি, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের পণ্য তৈরি করছি। বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রাহক আমানত একটি ব্যাঙ্কের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিগত ক্ষমতা। আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় গ্রাহকদের এমন সদিচ্ছার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যার কারণে আমাদের গ্রাহক আমানত ৪৪ শতাংশ এ ভালোভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের অনুপাত ৪৬.৪ এ শক্তিশালী হতে চলেছে। আমরা খুশি যে আমাদের সম্পদের গুণমান উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। খুচরো, গ্রামীণ ও এসএমই ব্যবসায় যেখানে আমাদের ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে বিশেষায়িত করে, গ্রস এনপিএ এবং নেট এনপিএ যথাক্রমে ১.৫৩ এবং ০.৫২-এ খুব কম রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমরা সব সময় সতর্ক থাকব।

হাইলাকান্দিতে রাষ্ট্রীয় একতা সপ্তাহের শেষ দিনে একতা দৌড়, শপথ

অসম, ৩১ অক্টোবর ঃ রাষ্ট্রীয় একতা সপ্তাহ পালনের শেষ দিনে মঙ্গলবার হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন স্থানে রান ফর ইউনিটি অর্থাৎ একতা দৌড় বের করা হয়। জেলা আয়ুক্তের কার্যালয় থেকে সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের একতা দৌড়টির পতাকা নেড়ে যাত্রা শুরু করেন জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে। জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মঙ্গলবার এই একতা দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সপ্তাহ পালনের শেষ দিনে সরকারি কার্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার সমবেত শপথ অগ্রহণ করা হয়। এতে কার্যালয়গুলির আধিকারিক ও কর্মচারীরা সমবেত শপথের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য মজবুত করার অঙ্গীকার নেন।

যুদ্ধবিরতির আবেদন স্রেফ খারিজ করে দিল অগ্নিশর্মা ইজরায়েল

ইজরায়েল, ৩১ অক্টোবর ঃ মৃত্যু লাফিয়ে বাড়ছে। কিন্তু যুদ্ধবিরতির কথা একেবারেই ভাবছে না ইজরায়েল। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, এটা যুদ্ধেরই সময়! এদিকে ইজরায়েল ও হামাস বাহিনীর যুদ্ধ একমাস হতে চলল। মৃতের সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়িয়েছে। অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার আবেদন জানাচ্ছে রাষ্ট্রসংঘ- সহ বিভিন্ন দেশ। কিন্তু এখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি নয় ইজরায়েল। যুদ্ধবিরতির আবেদন কার্যত খারিজ করে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। গাজায় ঢুকে পড়ে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল। এই পরিস্থিতিতে এখন যুদ্ধবিরতি হবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তেল আভিভে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন-- গাজায় যুদ্ধবিরতি হবে না। এখন যুদ্ধবিরতি মানে ইজরায়েলকে হামাসের কাছে আত্মসমর্পণ করা, সন্ত্রাসবাদের কাছে আত্মসমর্পণ এটা করা যাবে না! ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আরও বলেন, আমরা তো যুদ্ধ শুরু করিনি! তবে এই যুদ্ধে আমরাই জয়ী হব! তিনি জানান, ইজরায়েল এই যুদ্ধে জয়ী না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করবে! গতকাল সোমবারই জানা গিয়েছিল, ৮ হাজার মৃতের মধ্যে শিশুও অসংখ্য। হামাসের সঙ্গে সংঘাতে ইজরায়েলি হামলায় মাত্র তিন সপ্তাহে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা পেরিয়েছে ৩০০০! গত চার বছরে সংঘাতপ্রবণ আর কোনও অঞ্চলে এত মৃত্যু দেখেনি বিশ্ব! ৭ অক্টোবর থেকে ইজরায়েলি হামলায় গাজায় তিন সপ্তাহে অন্তত ৩৩২৪ শিশু প্রাণ হারিয়েছে, যা মোট প্রাণহানির ৪০ শতাংশ। এছাড়া ওয়েস্ট ব্যাংকে নিহত হয়েছে আরও ৩৬ জন। তাছাড়া প্যালেস্টাইনে তথা গাজায় এ পর্যন্ত ১০০০ শিশু নিখোঁজের খবর পাওয়া গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংস হওয়া বাড়িগুলির নীচে চাপা পড়ে আছে তারা। 'সেভ দ্য চিলড্রেন' জানিয়েছে, ২০২২ সালে সংঘাতে বিশ্বের ২৪ টি দেশে অন্তত ২৯৮৫ শিশু নিহত হয়েছিল, ২০২১ সালে ২২ টি দেশে প্রাণ হারিয়েছিল ২৫১৫ জন। তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে-- একটি শিশুর মৃত্যুই অনেক ক্ষতি, আর এখন তো শিশুহত্যার মহাকাব্য লেখা হচ্ছে! তারা মনে করে, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুদ্ধবিরতিই একমাত্র পথ। ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছিল হামাস। পাল্টা জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় টানা হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এই আক্রমণের ফলে প্যালেস্টাইনে মারা গিয়েছেন ৮০০৫ জন, আহত ২০ হাজারেরও বেশি। এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়ে রয়েছে প্রায় হাজার দেহ! গাজার ওয়েস্ট ব্যাংকেও হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। সেখানেও নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতাধিক! ওদিকে, হামাসের হামলায় ইজরায়েলে এখনও পর্যন্ত নিহত প্রায় ১৫০০ জন। এঁদের মধ্যে ৩৩১ জন সেনা।

লখনউয়ে সরকারি হাসপাতালে মরনাপন্ন ছেলেকে ভর্তি করাতে পারলেন না প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩১ অক্টোবর ঃ লখনউয়ে সরকারি হাসপাতালে শয্যার অভাবে পুত্রকে ভর্তি করাতে পারলেন না বিজেপিরই প্রাক্তন সাংসদ। ছটফট করে চোখের সামনেই মৃত্যু হল পুত্রের। আর এই ঘটনাই প্রশ্ন তুলে দিল উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। হাসপাতালে পুত্রকে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের বান্দার প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ভৈরোঁ প্রসাদ মিশ্র। কিন্তু অভিযোগ, তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়, হাসপাতালে কোনও শয্যা নেই। ভর্তি করানো সম্ভব নয়। ভর্তি করাতে না পারায় চিকিৎসার অভাবেই মৃত্যু হল সাংসদের পুত্রের। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে লখনউয়ের এসজিপিজিআই হাসপতালে। পুলিশ সূত্রে খবর, কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন রাজ্যের এই প্রাক্তন সাংসদের পুত্র। সোমবার শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় রাত ১১টা নাগাদ লখনউয়ের ওই সরকারি হাসপাতালে পুত্রকে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে যান। অভিযোগ, জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে সেখান থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, হাসপাতালে কোনও শয্যা নেই, অতএব ভর্তি করানো সম্ভব নয়। শুধু তাই-ই নয়, হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিকও এই বিষয়ে কোনও সহযোগিতা করেননি বলে অভিযোগ। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাটফট করতে করতে চোখের সামনে মৃত্যু হয় পুত্রের। পুত্রের মৃত্যুর পরই জরুরি বিভাগের সামনে তাঁর দেহ নিয়ে ধর্ণায় বসেন। চিকিৎসককে শাস্তি না দেওয়া হলে হাসপাতাল থেকে পুত্রের দেহ নিয়ে সরবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পুত্রকে হারিয়েছি। কিন্তু পুত্রের দেহ নিয়ে ধর্ণায় বসেছি। এই প্রতিবাদ হাসপাতালের পরিষেবার বিরুদ্ধে। আমার মতো যাতে কেউ এই পরিস্থিতির শিকার না হন, তার জন্যও এই প্রতিবাদ। প্রাক্তন সাংসদ আরও জানান, তিনি ধর্নায় বসতেই বেশ কিছু রোগীর আত্মীয়রা তাঁর কাছে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যত ক্ষণ না কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ভাবে পুত্রের দেহ নিয়ে ধর্ণায় বসে থাকবেন বলেও জানান তিনি। শোরগোল পড়ে যায় লখনউয়ে। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে যাওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত চিকিৎসককে সাসপেন্ড করেন। ঘটনাটি তদন্তের জন্য তড়িঘড়ি তিন সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়। এই ঘটনা নিয়ে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এই ঘটনার জন্য রাজ্যের বিজেপি সরকারকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, এটি হাসপাতালের গাফিলতি নয়। এই গাফিলতি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। এর পরই অখিলেশ প্রশ্ন তোলেন, কেন সরকারি হাসপাতালগুলিতে অর্থ বরাদ্দ করা হয় না? দলের প্রাক্তন সাংসদ ভৈরোঁ প্রসাদের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য। তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে।

প্রেমে আপত্তি পরিবারের, মেয়েকে কুপিয়ে নৃশংস খুন মায়ের

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ গ্রামেরই এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল কিশোরী। সেই 'অপরাধে'র শাস্তি দিতে কিশোরী মেয়েকে কুপিয়ে খুন করল মা। শুধু খুন করা-ই নয়, প্রমাণ লোপাট করতে মেয়ের দেহ মাঠের পাশে কুয়োতেও ফেলে দেয় মা। হাড়হিম করা এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের কৌশম্বী জেলায়। এমনকি তাঁকে যাতে কেউ সন্দেহ না করে, তাই মেয়েকে অপহরণের মিথ্যে অভিযোগও দায়ের করে অভিযুক্ত মা। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। ঘটনার ২৭ দিন পর শেষমেশ পুলিসের জালে অভিযুক্ত মা। অভিযুক্ত মা-কে গ্রেফতার করেছে পুলিস। এককথায় অনার কিলিং! পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম শিবপতি। অভিযুক্ত শিবপতি নিজের ১৫ বছরের কিশোরী মেয়েকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। তারপর দেহটি কুয়োয় ফেলে দেয়। এরপর মানঝানপুর থানায় গিয়ে মেয়ের অপহরণের মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনাটি ঘটে ২ অক্টোবর। প্রকাশ্যে আসে ৩০ অক্টোবর। খুনের পর ১৪ অক্টোবর শিবপতি থানায় গিয়ে তার মেয়ের অপহরণের মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করে। সে অভিযোগ করে, মেয়ে ২ তারিখ মাঠে কাজ করতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস অপহরণের মামলা রুজু করে। এরপর ২৬ অক্টোবর গ্রামবাসীরা পুলিসকে জানায়, তেজবাপুর গ্রামের বাইরে মাঠের পাশে একটি কুয়ো থেকে এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিস গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। শিবপতি সেই দেহটি তার মেয়ের দেহ হিসেবে শনাক্তও করে। এরপরই খুনের মামলা রুজু করে পুলিস। কিন্তু তদন্ত শুরু হতেই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে পুলিস জানতে পারে, কিশোরী হত্যায় মূল অভিযুক্ত তার মা শিবপতি। সোমবার শিবপতিকে গ্রেফতার করে পুলিস। শিবপতি গ্রেফতার হলেও পুত্রবধূ মীরা পলাতক। এই কাজে তাকে সাহায্য করে মীরা।

দিল্লি ও পাঞ্জাব-সহ ৫ রাজ্যকে হলফনামা জমা দিতে সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ শীত আসার আগেই বায়ুদূষণে নাজেহাল অবস্থা দিল্লিতে। খারাপ অবস্থা দিল্লি লাগোয়া পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানাতেও। দূষিত হচ্ছে রাজস্থানের বাতাসও। এই দূষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয় একটি জনস্বার্থ মামলা। সেই মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান সরকারকে বায়ুদূষণ রোধে নেওয়া পদক্ষেপের বিষয়ে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে, মঙ্গলবার সকালেও মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কবলে ছিল রাজধানী দিল্লি, খারাপ আবহাওয়া ছিল দিল্লি লাগোয়া উত্তরপ্রদেশের নয়ডাতেও। দূষণ রুখতে দিল্লি সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে ফের জানালেন দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই। তাঁর কথায়, দিল্লিতে বাতাসের গতিবেগ কমেছে এবং ঠান্ডা বাড়ছে। পরিস্থিতি থমকে আছে। আমরা সব দিক পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। আমরা আগামীকাল আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠকও ডেকেছি যাতে আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে পারি এবং পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

নরেন্দ্র মোদীর প্রাণ রয়েছে আদানি নামক তোতা পাখির মধ্যে ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রাণ রয়েছে আদানি নামক তোতা পাখির মধ্যে। কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী নেতাদের ফোন হ্যাকিং প্রসঙ্গে রাহুল বলেছেন, আদানিরা সঙ্কটে বলেই নজর ঘোরাতে এ সব করা হচ্ছে। আইফোন হ্যাকিংয়ের চেষ্টার অভিযোগ প্রসঙ্গে এক রাজার কাহিনী শোনান রাহুল। তবে সেই রাজকাহিনী বদলে যায় তোতাকাহিনীতে। রাহুল বলেন, রাজার প্রাণ ভোমরা লুকিয়ে ছিল তোতাপাখির মধ্যে। এখানেও নরেন্দ্র মোদীর প্রাণ ভোমরা রয়েছে আদানি নামের তোতা পাখির মধ্যে। মঙ্গলবার দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী বলেছেন, আগে ভাবতাম ১ নম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদী, ২ নম্বর আদানি এবং ৩ নম্বর অমিত শাহ, কিন্তু এটা ভুল, ১ নম্বর আদানি, ২ নম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ৩ নম্বর অমিত শাহ। আমরা ভারতের রাজনীতি বুঝতে পেরেছি এবং এখন আদানিজি পালাতে পারবেন না। বিভ্রান্তির রাজনীতি চলছে। ফোন হ্যাকিং প্রসঙ্গে রাহুল আরও বলেছেন, আমরা ভয় পাই না। আপনি যত খুশি ফোন ট্যাপ করতে পারেন, আমার কিছু যায় আসে না। তুমি যদি আমার ফোন নিতে চাও, আমি তোমাকে দিয়ে দেব।

ধর্ষণকারীকে ২০ বছরের কারাদণ্ড

মধ্যপ্রদেশ, ৩১ অক্টোবর ঃ মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় ধর্ষণকারী অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বিওরার প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজ আর কে জৈনের আদালত মঙ্গলবার এই শাস্তির রায় ঘোষণা করেছে। আদালত রায়ে নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে। এছাড়াও ১০ হাজার টাকা জরিমানার শাস্তিও দিয়েছে আদালত। অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর দীনেশ সাহু, মামলায় সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ১৬ বছর বয়সী একটি মেয়ে করণভাস থানায় অভিযোগ দায়ের জানিয়েছিলেন যে তিনি কুয়োতে জল ভরতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে দেবলখেদা গ্রামের বাসিন্দা জিতেন্দ্র তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে একটি খালি বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপর ধর্ষণ করা হয়। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩৭৬ (৩), ৩ / ৪ পকসো আইনের অধীনে মামলা নথিভুক্ত করেছে।

Name Change

I JAYADA MALLICK & JAYEDA MALLICK, W/O JALALUDDIN MALLIK, R/O NARAPATI PARA, CHAKDAH, NADIA, PIN-741248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYEDA MALLIK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/10/2023. JAYADA MALLICK & JAYEDA MALLICK AND JAYEDA MALLIK SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I JALALUDDIN MALLICK, S/O JOMIRUDDIN MOLLIK, R/O NARAPATI PARA, CHAKDAH, NADIA, PIN-741248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JALALUDDIN MALLIK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/10/2023, JALALUDDIN MALLICK AND JALALUDDIN MALLIK SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I WAHIDAN NISHA, W/O GOLAM SHABIR, R/O 92/2, TOPSIA ROAD, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS WAHIDAN NESHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/10/2023. WAHIDAN NISHA AND WAHIDAN NESHA SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ABDUL SARIF S/o- FAGU SK, Residing at Vill - Vivekananda Pally, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name MD ABDUL SARIF is wrongly recorded in my Son's School Certificate, Shall henceforth be known as ABDUL SARIF. That my name ABDUL SARIF and MD ABDUL SARIF is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NAZRUL SEIKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- L5229966 and School admit, S/o- KEFAT MANDAL. Residing at Vill - Kazipara, Post- Kazipara, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742306, West Bengal. Shall henceforth be known as NAZRUL MANDAL. That my name NAZRUL MANDAL and NAZRUL SEIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MASIDUL SEIKH is wrongly recorded in my Passport No- L5229966 and School admit, S/o- NAZRUL MANDAL. Residing at Vill - Kazipara, Post- Kazipara, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742306, West Bengal. Shall henceforth be known as MASIDUL MANDAL. That my name MASIDUL MANDAL and MASIDUL SEIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I SRIBASH GHOSH, S/O KSHUDIRAM GHOSH, R/O JALKAR MATHURAPUR, P.O. DAKSHIN BAHIRGACHHI, P.S. BHIMPUR, NADIA-741123, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHRIBAS GHOSH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/10/2023. SRIBASH GHOSH AND SHRIBAS GHOSH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, SAJAL MUKHERJEE (old name) S/O DIPAK MUKHERJEE (Old Name) Presently residing at Vill+ PO- Chanchra, PS- Purulia (M), Dist- Purulia West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name SAJAL KUMAR MUKHERJEE S/o DIPAK KUMAR MUKHERJEE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Purulia on 17/10/2023. SAJAL MUKHERJEE S/O DIPAK MUKHERJEE and SAJAL KUMAR MUKHERJEE S/o DIPAK KUMAR MUKHERJEE all are same and one identical person.

Name Change

I, ROHIT AGARWAL S/O TRILOK CHAND AGARWAL Presently residing at BF-233, SALT LAKE CITY, SECTOR-1, KOLKATA-700064 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name GIRISHA AGARWAL instead of KRITVI AGARWAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Calcutta on 16/10/2023. GIRISHA AGARWAL and KRITVI AGARWAL all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SHREYA SINGH D/O SANTOSH SINGH, R/O ADARSH NAGAR, BARA BAHERA, HOOGHLY, 712246, WEST BENGAL HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM TANISHA SINGH TO SHREYA SINGH, AND HEREAFTER BE KNOWN AS SHREYA SINGH VIDE AFFIDAVIT NO. 16991 DATED - 30/10/2023 BEFORE THE HON'BLE 1st CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT, KOLKATA

কালীপুজোর আগেই ঘোর অমাবস্যা কুমোরপাড়ায়

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর এই পার্বণের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে ধর্মীয় উৎসব। যেখানে মাটির তৈরি পূজার সামগ্রী ব্যবহারই রীতি-রেওয়াজ। পুজোর মরসুম শুরু হয় বিশ্বকর্মা পুজো দিয়ে, শেষ হয় সরস্বতী পুজোর মাধ্যমে। এর মাঝে পড়ে দুর্গাপুজো লক্ষ্মী পুজো কালী পুজো নবান্ন পৌষ পার্বণ। সবেতেই মাটির জিনিসপত্র ব্যবহারের রীতি। আর এই জন্যই বালুরঘাটের পরানপুর পালপাড়ার সহদেব পাল, মহাদেব পাল, মোহন পাল, বাসু পাল, মদন পালদের নাওয়া- খাওয়ার সময় নেই। দিনরাত এক করে বাড়ির সকলকে নিয়ে চলছে মাটির পুজোর সামগ্রী তৈরির কাজ। অবশ্য আগের মতো এখন আর কালীপুজোর আগেই শুধু প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন না তাঁরা। তাঁরা এখন প্রদীপের পাশাপাশি ধুনুচি, হাঁড়ি পিলসুজ এইসবও তৈরি করেন। আগে মাটির প্রদীপের চাহিদা ছিল। এখন ততটা বেশি নেই। তবে এখনও বাঙালি ১৪ প্রদীপ বলতে মাটির প্রদীপই বোঝে। তা ছাড়া আরতির সময় নিবেদন করা প্রদীপও মূলত: মাটিরই। তাই এখন কাজের অভাব নেই পালপাড়ায়। ব্যস্ত পালপাড়া। কিন্তু যে পরিমাণ পরিশ্রম তাঁরা করেন, আর যে পরিমাণ খরচ তাঁদের হয়, তাতে তাঁদের লভ্যাংশ দিন-দিন কমছে। তাঁদের খাটুনি কম নয়। মাটি তৈরি থেকে শুরু করে মাটির পাত্র বানানো তাকে রোদের শুকিয়ে রং করে পোড়ানো পর্যন্ত যে খাটুনি হয়, সেই অনুপাতে উপার্জন নেই তাঁদের। সাধারণ হিসেব অনুযায়ী, মাটি তৈরি করার জন্য প্রতিদিন গড়ে চার জন শ্রমিক দরকার। ১৫ দিন সময় লাগে একটা ভাটা তৈরি করতে যেখানে সব ধরনের সামগ্রী পোড়ানো হয়। চারজন করে শ্রমিক ১৫ দিন কাজ করলে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিতে হয় কমপক্ষে ১৮ হাজার টাকা। যে পরিমাণ কাঠ একটি ভাটা পোড়াতে লাগে, তার দাম ২০০০ টাকা। অথচ জিনিসপত্রের দাম এখনও কিছু ক্ষেত্রে একই রয়ে গিয়েছে, বা কিছু ক্ষেত্রে দাম কমে গিয়েছে। তাই লাভ হয় না। একজন জানান -- প্রদীপ- সহ পুজোর সামগ্রী মাটি দিয়েই বানানো হয়। এর চাহিদা সারা বছর। আমরা সংস্কারের কারণে বৈশাখ মাসে কাজ বন্ধ রাখি। বাকি ১১ মাস কাজ থাকে। পুজার মরসুমে চাপ একটু বেশি। যতই বিদ্যুতের আলো লাগানো হোক এখনও মাটির প্রদীপের চাহিদা আছে। সারা বছর কাজ থাকে, মাটির জিনিসের চাহিদাও আছে, কিন্তু ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এই শিল্প। পাল পাড়ার অধিকাংশ বাসিন্দাই বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন ৭০ দশক থেকে ৯০ দশকের মধ্যবর্তী সময়ে। ছিন্নমূল মানুষগুলি নিজেদের ভিটেমাটি হারিয়ে এপার বাংলায় এসে নিজেদের জীবন-জীবিকা বাঁচাবার লড়াইয়ে সামিল হন। তা করতে গিয়ে বাপ- ঠাকুরদাদার পেশাকেই অবলম্বন করে চলতে শুরু করেছেন তাঁরা। আজও তাই পালপাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ভাটা ও চাকা রয়েছে। মাটির কাজ কমবেশি সকলেই করছেন। কিন্তু নতুন প্রজন্ম এই শিল্প থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কোনও পরিবারেই আর নতুন প্রজন্ম এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না আক্ষেপ করে বলেন সহদেব পাল।

শিলিগুড়িতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনায় শক্তিগড় থেকে আরও একটি গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর ঃ শক্তিগড় এলাকায় গোষ্ঠী কোন্দলের ঘটনায় শক্তিগড় থেকে গ্রেপ্তার আরো এক। ধৃতের নাম পঙ্কজ সেন। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। তৃণমূলের গোষ্টীকোন্দলের ছোঁয়া থাকলেও প্রকাশ্য কেও তা মানতে নারাজ। তবে ক্ষমতা দখল নিয়ে মাঝে মধ্যই চলে মারামারি। এমন ঘটনা এখন নিত্যকার শক্তিগড় এলাকায়। গত রবিবার রাত্রে ফের গোষ্টীকোন্দলে রক্তাক্ত হয়ে আহত দুই গোষ্টীর মোট তিন জন চিকিৎসাধীন সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে। তবে দুপক্ষই একে অপরকে দোষ চাপিয়ে নিজেদের ঘার থেকে ঝামেলা নামিয়ে নিস্তার পেতে চাইছে। এদিকে ঘটনায় এক অভিযুক্তকে দুরন্ত দাস, ডাক নাম ভুট্টুকে গ্রেফতার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। এদিকে স্থানীয় এক বাসিন্দা শেখর দত্ত জানান, মিঠুন দাস নামে ওই এলাকার এক ব্যাক্তি বহিরাগতদের সহযোগিতা নিয়ে অসামাজিক কাজকর্ম সংগঠিত করে চলছে। তাদের অত্যাচারে স্থানীয়রা ভীতসন্ত্রস্ত। একাধিক অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে লিখিত আকারে থানায় জমা পরলেও আজও এনজেপি থানার পুলিশ তাদের তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যাবস্থা গ্রহন করেনি। দ্রুত সুবিচারের দাবি জানান তিনি। না হলে আগামীতে বাসিন্দাদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করবেন। অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন অভিষেক (মিঠুন) দাস। তিনি জানান, কোন এক জেলা স্তরের তৃণমূল নেতার মদতে এমন কর্মকান্ড ঘটাচ্ছে স্থানীয় কিছু ব্যাক্তি। গত রবিবার তারাই এসে তাদের উপর চরাও হয়। শুধু তাই নয়, তাদের হামলায় দুজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। মিঠুন দাস জানান,তার উপরেও হামলা চালানো হয়। কোনক্রমে তিনি প্রানে বাচেন।দ্রুত এর সুবিচার চান তিনি।

মহদীপুর স্থল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে পিঁয়াজ রপ্তানি হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ অক্টোবর ঃ মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মহদীপুর স্থলবন্দর দিয়ে দেদার বাংলাদেশ পিঁয়াজ রপ্তানি হচ্ছে। আর তার প্রভাবে পড়ল এপার বাংলায়। তবে যদিও বৈধ পথেই পিঁয়াজ রপ্তানি করা হচ্ছে বাংলাদেশ দাবি রপ্তানি কারকদের। উল্লেখ্য দুর্গাপূজার পর থেকেই বাজারে পিঁয়াজ কিনতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা খাচ্ছিল মধ্যবিত্ত মানুষ। পুজোর ইতিমধ্যে এক সপ্তাহ কেটেছে। তারই মধ্যে বাজারে সাড়া ফেলে দিয়েছে পিঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি। মালদা শহরের কোন কোন বাজারে প্রায় ১০০ টাকা ছুঁই ছুঁই পিঁয়াজের দাম। আবার কোন কোন বাজারে সাংবাদিকদের দেখা মাত্র পিঁয়াজের দাম ৫০ থেকে ৬০ কিলো দরে নেমে আসলো। বর্তমানে মালদা শহরের রথবাড়ি, আম বাজার সহ একাধিক মার্কেটে পিঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ কিলো দরে। এই বিষয়ে এক ক্রেতা সৌমেন্দ্র মন্ডল জানান, পুজোর পর হঠাৎ করে পিঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তাদের কপালে। পূজোতে এমনিতেই খরচা হয়েছে তারপরে এইভাবে পিঁয়াজের দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেল তারা বুঝে উঠতে পারছেন না তার কারণ। এই বিষয়ে জেলা ব্যবসায়ী নেতা তথা রপ্তানিকারক উজ্জ্বল সাহা জানান, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাজ্যে পিঁয়াজ উৎপাদন হয়। কিন্তু এবছর উদ্বোধন কম হওয়ায় পিঁয়াজের দামও অগ্নিমূল্য। তার পাশাপাশি আমাদের চাহিদা মেটানোর পর ও বাংলাদেশে পিঁয়াজ রপ্তানি করা হচ্ছে। আমরা ব্যবসায়ীরা মনে করি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে পিঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করা হলে পিঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে।

মঙ্গলবার খালনা নরসীমা আশ্রমে আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত কুমার পালের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আমতা দুর্গা পুজো সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৫০ টি পুজোকে পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুকান্ত কুমার পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সেলিমুল আলম, নরসীমা ফাউন্ডেশনের সুজিত আগরওয়াল, আমতা থানার ওসি অজয় সিং, জয়পুর থানার ওসি সুমন্ত দাস, পশ্চিমবঙ্গ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌম্য বক্সী সহ বিশিষ্টরা। তথ্য ও ছবি ঃ বাপ্পাদিত্য ঘোষাল

মায়াপুরে গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু এক ছাত্রের, খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ছাত্র

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ মায়াপুরে বেড়াতে এসে ভাগীরথী নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল এক প্রথম বর্ষের ছাত্রের। সেই ঘটনায় মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগে এক সহপাঠী রাহুল শর্মাকে গ্রেফতার করল নবদ্বীপ থানার পুলিশ। সোমবার মধ্যরাতে খড়্গপুর এলাকা থেকে মৃত ছাত্রের সহপাঠীকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার দুপুরে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩০২ ও ২০১ ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে, বিচারক দু'দিনের মঞ্জুর করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাধা অষ্টমীর সকালে খড়গপুর থেকে তিন সহপাঠী রোহিত শর্মা, রাহুল শর্মা ও মনোরঞ্জন ভূঁইয়া মায়াপুর বেড়াতে আসে। সকাল সাড়ে নটা নাগাদ মায়াপুর শচীমাতার ঘাটে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নামেন রোহিত শর্মা ও মনোরঞ্জন ভূঁইয়া। সেই সময়ে ভাগীরথীর স্রোতে ভেসে যায় রোহিত শর্মা। কোনওক্রমে সাঁতার কেটে পাড়ে ওঠে মনোরঞ্জন ভূঁইয়া নামক এক ছাত্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আছে মায়াপুর ফাঁড়ির পুলিশ। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে। অপরদিকে খবর পেয়ে ওইদিন বিকেলে রোহিতের পরিবারের সদস্যরা চলে আসেন মায়াপুরে। দু'দিন ধরে স্পিডবোর্ট নিয়ে ভাগীরথী নদীতে খোঁজ চালালেও কোনওরকম সন্ধান পাননি তারা। প্রায় আট দিনের মাথায় নদীয়ার পার্শ্ববর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার জ্বালইডাঙ্গা গ্রামের কাছে ভাগীরথী নদীতে ভাসতে দেখেন এক যুবকের দেহ স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে দেহটি উদ্ধারে আসে নাদনঘাট থানার পুলিশ। অপরদিকে মায়াপুরে অবস্থান করা রোহিতের পরিবার ও খবর পেয়ে ছুটে যায় জ্বালইডাঙ্গা এলাকায়। এরপর দেহটি উদ্ধার করে প্রথমে নাদনঘাট থানা। পরে ফরেন্সিকের জন্য দেহটি পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পরিবারের একমাত্র ছেলের অকাল মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েন পরিবারের সমস্ত সদস্যরা। গত ৩০ সেপ্টেম্বর নবদ্বীপ থানায় রোহিতের মা রাহুল শর্মা ও মনোরঞ্জন ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। সোমবার মধ্যরাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়গপুর এলাকা থেকে এক অভিযুক্ত রাহুল শর্মা কে গ্রেফতার করা হয়। অপর অভিযুক্ত মনোরঞ্জন ভূঁইয়া পলাতক বলে জানায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

তৃণমূলে যোগদান বিজেপি সমর্থকদের

দুরন্ত বার্তা, খেজুরি, ৩১ অক্টোবর ঃ খেজুরির বারাতলায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল বেশ কিছু জন বিজেপি কর্মী সমর্থক। বিজেপির কাঁথি সংগঠনিক জেলার যুব মোর্চা সাধারণ সম্পাদক নিখিল আড়ি সহ ৩০ জন কর্মী সমর্থক এ দিন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক।

শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ-পূর্ব রেল প্রশাসনিক রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের প্রতিশ্রুতি ৩১.১০.২০২৩ তারিখে গার্ডেন রিচের দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দফতরে অফিসার ও কর্মীদের কাছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন

মালিগাঁও, ৩১ অক্টোবর ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে মালিগাঁওস্থিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে (এনএফআরএসএ) ভারতের লৌহ পুরুষ হিসেবে পরিচিত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (নেশন্যাল ইউনিটী ডে) পালন করা হয়। উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনেই যথাযথ পদ্ধতিতে এই দিবসটি পালন করা হয়। এই দিবস পালন উপলক্ষ্যে এনএফআরএসএ-তে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে একতা ও সংহতির শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিচ্ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুষ্পার্ঘ প্রদান করার পর উপস্থিত প্রত্যেককে জেনারেল ম্যানেজার শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর জেনারেল ম্যানেজার ভাষণ প্রসঙ্গে আমাদের দেশ গঠনে বিরাট অবদান রাখা তথা ভারতের এই লৌহ পুরুষের দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কত্ব এবং অসাধারণ উৎসর্গের কথা স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানের সকালে মালিগাঁওস্থিত এনএফআরএসএ স্টেডিয়াম থেকে 'একতার জন্য দৌঁড়'-এর সূচনাও করেন জেনারেল ম্যানেজার। এই দৌঁড় এনএফআরএসএ স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয় এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় চত্বরে সমাপ্ত হয়। রেলওয়ে কর্মী, আধিকারিক ও তাঁদের পরিবার, ক্রীড়াবিদ, আরপিএফ ও স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের স্বেচ্ছাসেবকরা এই দৌঁড়ে উসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তোলেন।

মেট্রো স্টেশনে বিশেষ স্বচ্ছতা ক্যাম্পেইন

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ মেট্রো রেল ০২.১০.২০২৩ থেকে ৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত 'বিশেষ প্রচারাভিযান ৩.০' পরিচালনা করছে। এই প্রচারাভিযানের সময় স্টেশন, ট্রেন, কলোনি, হাসপাতাল এবং অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনায় নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন অভিযান চালানো হয়। মেট্রো কর্মীরা পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রীদের সচেতন করে তোলে এবং মেট্রো চত্বরে পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করে।

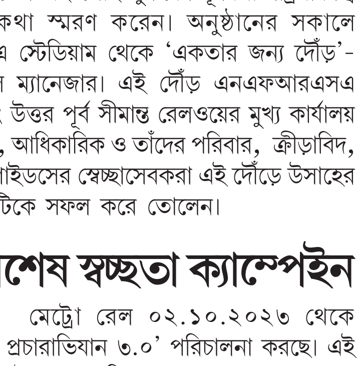

মেট্রো রেলের সমস্ত স্টেশন, ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন এবং পার্পল লাইন এই অভিযানের আওতায় ছিল। আজ ৩১.১০.২০২৩ তারিখে কবি নজরুল, পার্ক স্ট্রিট, শিয়ালদহ, বেহালা চৌরাস্তা এবং ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন এবং পার্পল লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে একটি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। আমাদের জীবনে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে বারবার ঘোষণা করা হয়েছিল।

মদের কারখানায় অভিযান, গ্রেফতার ১৩

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ সোমবার বিদেশি জাল মদের কারখানায় পুলিশের হানা, গ্রেফতার গুদাম মালিক সহ মোট ১৩ জন অভিযুক্তকে মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুরের রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় একটি গুদামে দীর্ঘদিন ধরেই বিদেশি মদ তৈরি করে পাঁচার করা হতো। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি গুদাম থেকে বিপুল পরিমাণে বিদেশি মদ, মদ তৈরীর সরঞ্জাম, বিভিন্ন বিদেশি মদের স্টিকার, বোতলে ক্যাপ, বোতল সিল করা মেশিন, ১২০০ লিটার রঙিন জাতীয় পদার্থ স্পিরিট উদ্ধার করে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় গুদামের মালিক রাজু বিশ্বাস সহ মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করে গুদামটি সিল করে দেয় পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে ৯ জন বিহারের বাসিন্দা রয়েছে। পুলিশের অনুমান ভেজাল মদ তৈরি করে বিহারে পাচার করা হতো। মঙ্গলবার অভিযুক্তদের ১৪ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবেশবান্ধব বাজি পোড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর ঃ দীপাবলিতে পরিবেশবান্ধব বাজি পোড়ানোর ওপর বেশি জোর দিচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। সেই অনুযায়ী পুরসভা এলাকার পাশাপাশি ব্লকগুলিতেও পরিবেশ বান্ধব বাজির স্টল দেওয়ার বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।ইতিমধ্যে গ্রীণ ক্র্যাকার্স এর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ২৯ জনকে। আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে গ্রীণ ক্র্যাকার্সের দোকান বসবে। অন্যত্র বাজির কোনও দোকান বসবে না বলে জানা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার অন্তর্গত ৯ জনকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে বলে জানান মহকুমা শাসক। কুমারগ্রামে ৩, ফালাকাটা ২, কালচিনির ১০, মাদারিহাটের ৫ জন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়েছে লাইসেন্স বলে জানা গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন শ্রীমতি জয়া বর্মা সিনহা, সিআরবি এবং সিইও, রেলওয়ে বোর্ড।

শুভেন্দুকে আইনি নোটিস কাকলির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩১ অক্টোবর ঃ একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে বেশ অনেকটাই কোনঠাসা বাংলার শাসক দল, দুর্নীতির সঙ্গে নাম জড়িয়েছে শাসক দলের বেশ কিছু হেভিওয়েট নেতা মন্ত্রীরও। এমত পরিস্থিতিতে কদিন আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার জড়িত'। শুভেন্দুর সেই মন্তব্যের জন্য তাঁকে আইনি নোটিস পাঠালেন বারাসতের সাংসদ কাকলি। বিরোধী দলনেতাকে আইনি নোটিস পাঠিয়ে কাকলি বলেছেন, আমি এবং আমার পরিবারের সবাই খেটে খাওয়া মানুষ, আমরা কোনও অনৈতিকভাবে উপার্জন করি না। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করি না। তিনি বলেন, আমাদের নামে যেভাবে সংবাদমাধ্যমের সামনে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে, তার জন্যই শুভেন্দু অধিকারীকে মানহানির আইনি নোটিস পাঠালাম। কাকলির এই দাবি নিয়ে পাল্টা প্রশ্নও উঠেছে। নারদ স্টিং অপারেশন কাণ্ডে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। ওই কাণ্ডে অভিযোগ রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও। তবে সাংসদদের বিরুদ্ধে নারদ কাণ্ডে তদন্ত এগোনোর জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সি এখনও সংসদের অনুমতি পায়নি। তাই নারদ কাণ্ডে শোভন চট্টোপাধ্যায় বা ফিরহাদ হাকিমদের একদিন জেল হেফাজতে থাকতে হলেও ওই কাণ্ডে অভিযুক্ত সাংসদদের কোনও অস্বস্তিতে পড়তে হয়নি। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতারের পাশাপাশি যেভাবে কাকলির নাম টেনে আনা হয়েছে, তার নেপথ্যে বিজেপির বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশল থাকতে পারে। লোকসভা ভোট আসন্ন। তার আগে জ্যোতিপ্রিয় গ্রেফতারের ঘটনার সূত্রে বারসত লোকসভা কেন্দ্রটিতে একটা ঢেউ তুলতে চাইছে বিজেপি। বারাসত লোকসভার মধ্যেই পড়ে হাবড়া ও মধ্যমগ্রাম বিধানসভা। হাবড়ার বিধায়ক হলেন জ্যোতিপ্রিয়। আর মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের সূত্রে ইতিমধ্যে তল্লাশি চালিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তাছাড়া বারাসত লোকসভা কেঃদ্রের মধ্যে স্থানীয় বেশ কয়েকটি পুরসভার কাউন্সিলর ও চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যানকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আগামী দিনে এই ব্যাপারে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। কাকলির আইনি নোটিসের ব্যাপারে শুভেন্দু এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, বিরোধী দলনেতা এর যথাযথ উত্তর দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে ধর্ণায় বসল গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ অক্টোবর ঃ শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশাধিকার ও স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে দ্বিতীয় স্বামীর বাড়িতে ধর্ণায় বসল এক গৃহবধূ। অবিলম্বে স্বামীর বাড়িতে ঠাঁই না মিললে আত্মহত্যার হুমকি দিলেন ওই গৃহবধূ। ধরনা টানা দুইদিন কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত স্বামীর বাড়ির তরফ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এমনকি ওই গৃহবধূর দ্বিতীয় স্বামী সহ বাড়ির লোকজন পলাতক রয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাগমারা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাগমারা গ্রামের বাসিন্দা সাইবা খাতুন (২৭), প্রথম বিয়ে হয়েছিল রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর এলাকার এক পার্শ্ব শিক্ষকের সঙ্গে। সেখানে বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে তালাক হয়ে যায়। তারপর সাইবা বাগমারা গ্রামে বাবার বাড়িতে ফিরে আসে। সেখানেই বছর তিনেক ধরে গ্রামের যুবক মুজাহিদ আলমের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনকি বছর তিনেক আগে তাদের দুজনের শরীয়ত মেনে বিয়ে পর্যন্ত হয়। মাস খানেক আগে সেই বিয়ে আইন মতে রেজিস্ট্রি করা হয়। কিন্তু এই বিয়ের কথা সাইবা কে গোপন রাখতে চাপ দেয় মুজাহিদ। এদিকে সাইবা দাবি তুলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে মুজাহিদ ঘরে তুলবে ততক্ষণ সে এই ধর্ণা চালিয়ে যাবে। কারণ তার বাপের বাড়ির লোকজন তাকে ঘরে রাখতে নারাজ। আইন মেনে এই সমস্যার সমাধান না হলে সে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করবে বলে জানিয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : X/100/015/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work: **Maintenance of sanitary latrine at Garia Khalpar, 128 Raja S. C. Mullick Road Bustee, Garia Muslim Bustee, Sawtal Bustee etc. in Ward No. 100.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,808.11.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No. : X/099/017/2023-2024/BEUP
Name of the Work: **Extension, extra classroom or repairing of building for Jadavpur Baghajatin High School, F9MF+9R6, Baghajatin Colony, Kolkata - 700092 in Ward No. 99.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,862.39.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

(3) NIT No. : X/100/023/2023-2024/R
Name of the Work: **Restoration of ASPH Road disturbed by W/S Department due to changing of pipe line at 23E, 24D, 26E DPP Road, 333 Ganguly Bagan etc. in Ward No. 100.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,65,089.74.** Earnest Money: **Rs. 7,400.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.11.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** Date and time of opening of bid: **22.11.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Executive Engineer (Electrical), Ltg./Z-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/399
Name of the Work: **Repairing of Park Lighting System at Anantabadal Park at Anantabadal Village in Ward No. 58, Br.-VII.** Estimated Amount: **Rs. 1,93,631.14.** Earnest Money: **Rs. 3,900.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/402
Name of the Work: **Installation of lighting arrangement by energy efficient Eco-Friendly LED lights at no lights area at Bye Lane of New Boinchtala Village (North Side) and surrounding area in Ward No. 58, Br.-VII.** Estimated Amount: **Rs. 4,87,935.04.** Earnest Money: **Rs. 9,800.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/413
Name of the Work: **Improvement of bustee lighting system at Supgachi 1st and 2nd Lane and different places in Ward No. 66, Br.-VII.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,216.54.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **09.11.2023 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Bid opening date for technical proposals: **10.11.2023 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/417
Name of the Work: **Temporary lighting arrangement on the occasion of Chatt Puja at Takta Ghat, commissiariate Road and Clyde Row etc. and its surrounding areas under Br.-IX.** Estimated Amount: **Rs. 2,35,565.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **2 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/418
Name of the Work: **Temporary lighting arrangement on the occasion of Chatt Puja at Dahi Ghat and its surrounding areas in Ward No. 80.** Estimated Amount: **Rs. 2,38,090.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **3 days.** Last date and time of submission of bid: **10.11.2023 upto 2 p.m. [For Sl. No. 4 & 5].** Tender opening date: **11.11.2023 at 2 p.m. [For Sl. No. 4 & 5].** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2023 from 2 p.m. [For Sl. No. 4 & 5].** For full and further details, please visit the **website https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **[For Sl. No. 4 & 5].**

The Executive Engineer (E)/MGPS&WPS, Water Supply, KMC invites tender online in two bid systems for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/WPS/02/2023-24
Name of the Work : **Replacement and fitting fixing of damaged sleeve bush, wearing ring along with allied works for pump Unit No. 2 at Watgunge Pumping Station.** Estimated Amount: **Rs. 2,90,905.25.** Earnest Money : **Rs. 5,850.00.** Period of Completion : **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/WPS/03/2023-24
Name of the Work : **Improvement of strainer guard adjoining of suction bell mouth under the jetty at Watgunge Raw Water Pumping Station.** Estimated Amount : **Rs. 2,92,171.05.** Earnest Money : **Rs. 5,850.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date of submission of bid (online) : **28.11.2023 up to 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Water Supply), Br-XVI, KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/JOKA/30/2023-24
Name of the Work : **Laying of 100 MM dia D.I. Pipe line at James Long Sarani bye lane and Vidya Sagar Sarani bye lane from Netaji Sangha Club to Premises No. 5/1 Biren Roy Road and Premises No. 42/33 to Premises No. 300 in Ward No. 123.** Estimated Amount : **Rs. 1,39,062.02.** Earnest Money : **Rs. 2,800.00.** Period of Completion : **18 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/JOKA/31/2023-24
Name of the Work : **Development of work by laying of 100 mm dia D.I. Pipe line at Kailash Ghosh Road and Ishan Ghosh Road from Premises No. 557/4E to Premises No. 557/4 and Premises No. 220 to Premises No. 73/A/1, L.P. No. 109/18/14/5/4 in Ward No. 123.** Estimated Amount : **Rs. 1,22,395.43.** Earnest Money : **Rs. 2,500.00.** Period of Completion : **14 days.**

(3) NIT No.: KMC/WS/JOKA/32/2023-24
Name of the Work : **Development of work by laying of 100 mm dia D.I. Pipe line at Sarat Chandra Road from Premises No. 467 to Premises No. 468 in Ward No. 123.** Estimated Amount : **Rs. 1,36,403.79.** Earnest Money : **Rs. 2,800.00.** Period of Completion : **15 days.** Time and last date of receipt/opening of all tender (online) : **11.11.2023 up to 5 p.m./17.11.2023 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details will be available for all the tenders on and from **03.11.2023 at 11 a.m.** in the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting/ Crematorium Department, KMC invites open percentage rate tender online in two bid system for following work:

NIT No.: KMC/LTG/SBG/CRM/03/RE/2023-24(2nd call)
Name of the Work : **Annual maintenance of indoor/outdoor lighting system ceiling fans, exhaust fans, wall fans, glow sign board etc. at Sirity Burning Ghat.** Estimated Amount : **Rs. 1,33,920.00.** Earnest Money : **Rs. 2,700.00 (Lump sum).** Time of Completion : **365 days.** Last date and time of submission of bid : **11.11.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.11.2023 at 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites tender online two part bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/94/23-24
Name of the Work : **Repairing round the clock at the main throughfare from Tollygunge to Garia under Br-X (Credentials of night gang required).** Estimated Amount : **Rs. 1,81,036.00.** Earnest Money : **Rs. 3,700.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date and time of completion of bid : **09.11.2023 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2023 from 2 p.m.** website **https://etender.wb.nic.in**

The OSD & Ex-Officio DG (TP&DD/TNP), KMC invites e-tender/quotation online expression of interest of lower bidder for the following work.

NIT No.: KMC/TNP/45/2023-2024
Name of the Work : **Repairing and renovation of ghats on tolly's nullah and other ancillary works in Ward No. 74.** Estimated Amount: **Rs. 3,76,106.90.** Earnest Money : **Rs. 7,600.00.** Period of Completion : **60 days.** Bid submission start date (online) on **01.11.2023 (11.30 a.m.).** Bid opening date and time for technical proposal (online) on **11.11.2023 at 11.30 a.m.** Last date and time of submission of bid (online) : **09.11.2023 up to 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.11.2023 (11.30 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

890/23-24

বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৩

আজ মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড

পুণে, ৩১ অক্টোবর ঃ সেমিফাইনালে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বুধবার মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ৬ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয়স্থানে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয়স্থানে আছে ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট পাওয়া নিউজিল্যান্ড। শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচ জয়ের পর নেদারল্যান্ডসের কাছে হারের লজ্জা পায় এবারের বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলা দক্ষিণ আফ্রিকা। ডাচদের কাছে ৩৮ রানে পরাজিত হয় প্রোটিয়ারা। হতাশাজনক হারের পরও ভেঙ্গে পড়েনি দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর টানা তিন ম্যাচ জিতে নেয় বাভুমা-মার্করামরা। ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ে সেমিফাইনালে খেলার পথে ভালোভাবেই টিকে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকা। সর্বশেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১ উইকেটের নাটকীয় জয় পায় প্রোটিয়ারা। শেষ উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ১১ রান তুলে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় নিশ্চিত করেন কেশব মহারাজ ও তাবরিজ শামসি। পাকিস্তানের বিপক্ষে জিততে ঘাম ঝরলেও, এবারের আসরে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা। ছয় ম্যাচের মধ্যে চারবার ৩শর বেশি রান করে প্রোটিয়ারা। এরমধ্যে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫ উইকেটে ৪২৮ রান করেছিলো তারা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাত্র ১ রানের জন্য দ্বিতীয়বার ৪শ স্পর্শ করতে পারেনি প্রোটিয়ারা। ৯ উইকেটে ৩৯৯ রান করেছিলো তারা। বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান শিকারী দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক। ৬ ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরিতে ৪৩১ রান করেছেন তিনি। মার্করাম বলেন, আমাদের লক্ষ্য জয়ের ধারা অব্যাহত রাখা। টানা চতুর্থ জয় তুলে নিতে চাই আমরা। পয়েন্ট টেবিলে ভালো অবস্থায় আছি আমরা। সেমির দৌড়ে ভালোভাবে টিকে থাকতে হলে এ ম্যাচেও জিততে হবে আমাদের। নিউজিল্যান্ড ভালো ক্রিকেট খেলছে। নিজেদের পরিকল্পনাগুলো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারলে, জয় অসম্ভব নয়। দুর্দান্তভাবে বিশ্বকাপ শুরু করেছিলো নিউজিল্যান্ড। প্রথম চার ম্যাচেই জয় পেয়েছিলো তারা। পঞ্চম ম্যাচ থেকেই পথ হারায় কিউইরা। ভারতের কাছে হারের পর শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয় নিউজিল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৮৯ রানের টার্গেটের জবাবটা দারুনভাবে দিয়েছিলো নিউজিল্যান্ড। কিন্তু জয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে সুযোগ হাতছাড়া করে তারা। রাচিন রবীন্দ্র সেঞ্চুরির পরও ৯ উইকেটে ৩৮৩ রানের বেশি করতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের পক্ষে এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের মালিক রবীন্দ্র। ২টি করে সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরিতে ৪০৬ নিয়ে আসরে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের তালিকায় তৃতীয়স্থানে আছেন তিনি। হারের বৃত্ত ভেঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জিততে মরিয়া নিউজিল্যান্ড। স্পিনার স্যান্টনার বলেন, টানা চার ম্যাচ জয়ের পর দু'টি হার আমাদের চাপে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের আত্মবিশাসে কোন চিড় ধরেনি। আমরা জয়ের জন্যই মাঠে নামবো। দক্ষিণ আফ্রিকা দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। তাদের হারাতে হলে সেরা ক্রিকেটই খেলতে হবে। বিশ্বকাপে জয়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। ৮বারের মোকাবেলায় নিউজিল্যান্ডের জয় ৬টিতে, দক্ষিণ আফ্রিকা ২টিতে।

২০৩৪ বিশ্বকাপ আসর সৌদিতে

সিডনি, ৩১ অক্টোবর ঃ ফের আরব বিশ্ব মাতোয়ারা। কাতারের পর এবার সৌদি আরবে হতে চলেছে বিশ্বকাপ ফুটবল আসর। ফিফা জানাতে, ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য সৌদি আরবের সঙ্গে দর ধরেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু মঙ্গলবার ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার তরফে বিবৃতিতে বলা হয় তারা বিড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে সৌদি আরব মূল দাবিদার। ফুটবল অস্ট্রেলিয়া বলেছে, ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ পাওয়ার জন্য আমরা বিডে অংশ নিচ্ছি না। এই বিষয়ে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি। তারা বিড থেকে সরে আসায় সৌদিই এখন পেতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ হয়েছে কাতারে। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হবে মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়। এরপর ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বত্ব পেয়েছে মরক্কো, স্পেন ও পর্তুগাল। ওই হিসেবে ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ এশিয়া ও ওশেনিয়া মহাদেশ মিলিয়ে হওয়ার কথা। তবে সেটি হবে শুধু এশিয়ায়-সৌদি আরবে। ২০১৮ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন করে আসছে সৌদি আরব। ফুটবল, ফর্মুলা ওয়ান, গলফ এবং বক্সিংয়ে নানা আসর আয়োজন করছে সৌদি সরকার। দেশটির ভবিষ্যত বাদশা তথা যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন তার দেশের কড়া ধর্মীয় আইনে পরিবর্তন আনছেন। আরব নারীদের অনেক রক্ষণশীল আইন থেকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। ফুটবল বিশ্বকাপের খোলামেলা পরিবেশ কতটা সৌদি আরব নিতে পারবে তা নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। তবে এর আগে কাতারের মতো দেশ বিশ্বকাপ করেছে। একাধিক বিতর্ক সামলেছিল কাতার সরকার। আরব দুনিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে কাতারেই হয়ে গেছে বিশ্বকাপ ফুটবল। এরপর মরক্কোতে ফুটবল বিশ্বকাপ আসর। তারপর সৌদি আরব।

অনায়াসে জয় পাকিস্তানের

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ চলতি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে দুই দলের বাস্তবে কোনও চান্স নেই। সরু সুতোয় ঝুলছে দুই দল স্রেফ অঙ্কের নানা জটিল নিয়মে। তবে মঙ্গলবার ইডেনে ২০৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে সাবলীলভাবে লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে যেতে সফল হন পাক ব্যাটাররা। এদিন বল হাতে পাক বোলাররা যে শুরুটা এনে দিয়েছিলেন, ব্যাট হাতে তার সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটালেন পাক ব্যাটাররা। ৩২.৩ ওভারে ৭ উইকেট হাতে রেখে জয় পায় পাকিস্তান। পাকিস্তানে হয়ে দুই ওপেনার দক্ষতার সাথে খেলেছেন। আবদুল্লাহ শফিক ৬৮ ও ফকর জামান ৮১ রান করেন। মহম্মদ রিজওয়ান ২৬ ও ইফতিকার আহমেদ ১৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। তবে এদিন ব্যাট হাতে অধিনায়ক বাবর আজম ছাপ ফেলতে পারেননি। তিনি মাত্র ৯ রান করে সাজঘরে ফিরে যান। বাংলাদেশের হয়ে তিনটি উইকেট পেয়েছেন মেহেদি হাসান। এদিন শুরু থেকেই মার-মার কাট-কাট ভঙ্গিতে খেলা শুরু করে পাকিস্তান। লক্ষ্য শুধু জয় নয়, নেট রান রেটও শুধরে নেওয়া। প্রথম উইকেটের জুটিতে মাত্র ২১ ওভারে ১২৮ রান তুলে ফেলেন দুই পাক ওপেনার। দুই ওপেনার ফেরার পরও কমেনি রানের গতি। অধিনায়ক বাবর অবশ্য এদিনও ব্যর্থ হন। তবে জয় পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি পাকিস্তানকে। রিজওয়ান এবং ইফতিকার লক্ষ্যে পৌঁছে দেন দলকে। এদিন টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৪৫.১ ওভারে ২০৪ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। শাহিন শাহ আফ্রিদি ও মহম্মদ ওয়াসিম নিলেন তিনটি করে উইকেট। ২.৪ ওভারে ৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। ২৩ রানে পড়ে তৃতীয় উইকেট। সেখান থেকে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন লিটন দাস ও মাহমুদুল্লাহ। মাহমুদুল্লাহকে এদিন ব্যাটিং অর্ডারে উপরে তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু টপ অর্ডারে দ্রুত উইকেট হারানোর রোগ এদিনও সারল না। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বাকি তিনটি ম্যাচে বাংলাদেশকে ভালো খেলার অনুরোধ করেছিলেন। দলের মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টাও যে বিফলেই গেল আজ ইডেনে টাইগারদের পারফরম্যান্সে সেটাই স্পষ্ট। পাওয়ারপ্লে-র প্রথম ১০ ওভারে রান ওঠে ৩৭, তিন উইকেট খুইয়ে। মাঝের ৩০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫১। মাহমুদুল্লাহ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন। এদিন ৬টি চার ও ১টি ছয়ের সাহায্যে সর্বাধিক ৭০ বলে ৫৬ রান করলেন। শাকিব আল হাসান ৬৪ বলে ৪৩, লিটন দাস ৬৪ বলে ৪৫, মেহিদি হাসান মিরাজ ৩০ বলে ২৫ রান করেন। এই চার ব্যাটার ছাড়া কেউই দুই অঙ্কের রান পাননি। বিশ্বকাপে বাংলাদেশই একমাত্র দল যাদের শতরানের পার্টনারশিপ নেই। শাহিন শাহ আফ্রিদি ১টি মেডেন-সহ ৯ ওভারে ২৩ রান খরচ করে নিলেন তিন উইকেট। ১টি মেডেন-সহ ৮.১ ওভারে ৩১ রানের বিনিময়ে তিন উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন মহম্মদ ওয়াসিম। হারিস রউফ ৮ ওভারে ৩৬ রানে ২ উইকেট নেন। ১০ ওভারে ৪৪ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট পেয়েছেন ইফতিখার আহমেদ। উসামা মীর ১০ ওভারে ৬৬ রানে তিনি ১ উইকেট নেন। চলতি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত আশানুরূপ কিছু করেনি ঠিকই, কিন্তু মঙ্গলবারের বড় ম্যাচে অন্তত শাকিবরা জ্বলে উঠবেন সেই আশায় ওপার বাংলার বহু ক্রিকেটপ্রেমীই বুক বেঁধেছিলেন। শহর কলকাতার কয়েক হাজার দর্শক এদিন গলা ফাটিয়েছেন বাংলার টাইগারদের হয়েই। ওপার বাংলা থেকেও এসেছিলেন বহু মানুষ। কিন্তু হায়, কারও সমর্থন, কারও প্রাণ উজাড় করা ভালোবাসা, গলা ফাটানো কোনও কিছুই কাজে লাগল না। শাকিবরা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন। বলা ভালো ডুবে গেলেন আরও অতল অন্ধকারে। পাকিস্তান শুধু জিতল তাই নয়, সেই সঙ্গে অনেকটা শুধরে নিলেন নিজেদের নেট রান রেটও।

প্রতিকূলতা জয় করে আফগান রূপকথা

পুণে, ৩১ অক্টোবর ঃ আফগানিস্তান মানেই সন্ত্রাসের কালো ছায়া, বছর ভর লেগে থাকা যুদ্ধ আর মধ্যযুগীর তালিবানি শাসন। সঙ্গে দোসর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যেখানে মানুষের বেঁচে থাকাটাই প্রতিদিন কঠিন চ্যালেঞ্জ সেখানে ক্রিকেট তো বিলাসিতা। নূন্যতম নাগরিক পরিষেবা পাওয়াই যে দেশ চাঁদ পাওয়ার সামিল সেখানে ক্রিকেটের পরিকাঠামোই কল্পনার অতীত। অথচ সেই দেশই বিশ্বকাপে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। আফগানিস্তান যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশ। মূলত নিম্ন আয়ের অর্থনীতি এই দেশে। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। দেশে বেকারত্বের সংখ্যা ২৩ শতাংশ। ক্রমাগত যুদ্ধের কারণে বিনিয়োগকারীরাও এই দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। জিডিপি থেকে মাথাপিছু রোজগার সবক্ষেত্রেই আফগানিস্তান নিম্নগামী। অথচ সেই দেশই বিশ্বকাপে এসে একের পর এক শক্তিধর দেশকে হারিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিনটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দেশকে হারিয়েছে আফগানিস্তান। ২০১৯ সালের চ্যাম্পিয়ন আফগানদের ইংল্যান্ডকে হারানোটা অনেকেই অঘটন বলে উল্লেখ করেছিল। কিন্তু বড় টুর্নামেন্টে অঘটন একবার ঘটানো যায় বার বার নয়। ১৯৯২ সালের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানকে হেলায় হারিয়ে চমক দেয় পাঠানরা। আর সোমবার ১৯৯৬ সালের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সেমিফাইনালের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে রশিদ খানরা। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে খেলাধুলোর পরিবেশ প্রায় নেই। ক্রিকেট খেলার মতো কোনও আধুনিক পরিকাঠামোই নেই। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য অনুশীলন, সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন সেই সব কিছুই নেই রশিদদের। জিডিপিতে আফগানিস্তান রয়েছে ১২৪ তম স্থানে। মাথাপিছু রোজগারে ২১০তম স্থানে আছে কাবুলিওয়ালার দেশ। ফলে রশিদদের বেতনও অত্যন্ত কম। এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক দুটি ভূমিকম্প সমস্যা আরও বাড়িয়েছে দেশটির। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। বিশ্বকাপ খেলতে এসে দেশে ভূমিকম্পের খবর পান আফগান ক্রিকেটাররা। রশিদ সহ অন্য ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপের ম্যাচ ফি ত্রাণকার্যে দান করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সব প্রতিবন্ধকতা-প্রতিকূলতাকে হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে নিজেদের স্থান ক্রমশ পাকা করে নিচ্ছে আফগানিস্তান। তবে রশিদদের এমন উত্তরণ সম্ভব হত না বিসিসিআইয়ের সাহায্য ছাড়া। আফগানিস্তানের জাতীয় দল একটা সময় মাসের পর মাস থাকত ভারতে। এই দেশের ক্রিকেটের পরিকাঠামো ব্যবহার করে অনুশীলন করতেন রশিদ খানরা। ভারতীয় কোচেরা তাঁদের সাহায্য করতেন। স্থানীয় দলগুলির সঙ্গে নিয়মিত প্রস্তুতি ম্যাচও খেলত আফগানিস্তান। লালচাঁদ রাজপুত, মনোজ প্রভাকরের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাররা আফগান দলের কোচের ভূমিকা পালন করতেন। এমনকি আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হোম ভেন্যুও ছিল ভারত। দেরাদুনে তাঁরা হোম সিরিজের ম্যাচ খেলত। এমনকি আফগান দলকে স্পনসরও করে একটি ভারতীয় কোম্পানি। যার ফলে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে একের পর এক চমক দেখানোর পর আফগান অধিনায়ক হসমতউল্লাহ শাহিদির মুখেও ভারত এবং ভারতীয়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা। প্রাপ্তির দিক থেকে এখনও পর্যন্ত আফগানিস্তানের এটাই সফলতম বিশ্বকাপ। এর আগের দুটি বিশ্বকাপ মিলিয়ে মাত্র দুটি জয় এসেছিল। এ বার এক সংস্করণেই তিনটে বড় দলকে ইতিমধ্যেই হারিয়েছে রশিদরা। সেমিফাইনালের স্বপ্নে বুদ আফগানরা। কিন্তু সেই রাস্তা সহজ নয়। সামনে আরও তিনটি কঠিন ম্যাচ আছে। চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত আফগান শিবির। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে আফগান অধিনায়ক শাহিদি ভারতীয়দের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমি সমস্ত আফগানিস্তান সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। একইসঙ্গে সমস্ত ভারতীয়দের সমর্থকদের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যারা আমাদের জন্য সমর্থন করছেন। ভারতের মাটিতে খেলা হওয়ায় স্টেডিয়ামে ভালোই সমর্থন পাচ্ছেন রশিদ খানরা। গ্যালারির সমর্থন তাঁদের কাছে বাড়তি প্লাস পয়েন্ট।

ফাঁকা ইডেনে নজির শাহিন শাহ আফ্রিদির

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের মতমত টানটান ম্যাচেও ভরল না ইডেনের মাঠ। এই ম্যাচেই বিশ্বরেকর্ড গড়লেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। শাহিদ আফ্রিদির জামাই তথা পাকিস্তানের সেরা পেসার একদিনের আন্তর্জাতিকে বিশ্বের তৃতীয় দ্রুততম হিসেবে ওডিআইয়ে ১০০টি উইকেট পেলেন। পেসারদের মধ্যে যা দ্রুততম। আজকের ম্যাচের প্রথম ওভারে আফ্রিদির পঞ্চম বলে তানজিদ হাসানের বিরুদ্ধে লেগ বিফোরের জোরালো আবেদন ওঠে। আম্পায়ার নীতিন মেনন আউট দেন। রিভিউ নেয় বাংলাদেশ, যাতে দেখা যায় আম্পায়ারস কল। ফলে সাজঘরে ফিরতে হয় তানজিদকে। বাংলাদেশ প্রথম উইকেট হারায় স্কোরবোর্ডে কোনও রান ওঠার আগেই। তানজিদ একদিনের আন্তর্জাতিকে আফ্রিদির শততম শিকার। কেরিয়ারের ৫১তম ম্যাচে তিনি এই নজির গড়লেন। ভেঙে দিলেন মিচেল স্টার্কের কীর্তি। ২০১৬ সালের আগস্টে কলম্বোয় আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নিজের ৫২তম ম্যাচে তিনি শততম ওডিআই উইকেট পান। শেন বন্ড ও মুস্তাফিজুর রহমানের লেগেছিল ৫৪টি করে ম্যাচ। ব্রেট লি-র লাগে ৫৫টি ম্যাচ। একদিনের আন্তর্জাতিকে দ্রুততম বোলার হিসেবে শততম উইকেট ঝুলিতে পুরেছিলেন সন্দীপ লামিছানে। নেপালের স্পিনার নিজের ৪২তম ওডিআই ম্যাচে এই নজির গড়েন। আফগানিস্তানের রশিদ খান শততম ওডিআই উইকেটটি পেয়েছিলেন নিজের ৪৪তম ম্যাচে। পাকিস্তানের বোলার হিসেবে দ্রুততম ১০০টি ওডিআই উইকেট নেওয়ার নিরিখে সাকলাইন মুস্তাকের ২৬ বছরের পুরানো রেকর্ড ভাঙলেন আফ্রিদি। পাক পেসারদের মধ্যে দ্রুততম ১০০টি ওডিআই উইকেট নেওয়ার নজির এতদিন ছিল ওয়াকার ইউনিসের দখলে। এখনও অবধি আজকের ম্যাচেও পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে সফলতম আফ্রিদিই। এদিনের ম্যাচে তিনি তিনটি উইকেট পেয়েছেন। ৯ ওভারে তিনি ২৩ রান দিয়েছেন। তিনটি উইকেটে পেয়েছেন ওয়াসিম জাফর। ২টি উইকেট পান হারিস রউফ, ১টি করে উইকেট পান ইফতিকার আহমেদ ও উসামা মির।

সবরকম পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুত। ফেরান্দো

জামশেদপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ বুধবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ম্যাচ খেলবে মোহন বাগান সুপার জায়ান্ট। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। টাটা কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচ। দুই দলের খেলার ধরণ বিপরীত। রোমাঞ্চকর ম্যাচ দেখার আশায় ভারতীয় ফুটবল প্রেমীরা। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ম্যাচের আগে জামশেদপুর এফসির কোচ স্কট কুপার বলেছিলেন, এটা মনে রাখতে হবে যে টুর্নামেন্টে রক্ষণের দিক থেকে আমাদের দল সেরা। বিষয়টা হালকাভাবে নেওয়া উচিত না। পাঁচ ম্যাচ খেলে চলতি আইএসএল ক্রম তালিকার সাত নম্বরে রয়েছে জামশেদপুর এফসি। জিতেছে একটি মাত্র ম্যাচ। ড্র দুটি, পরাজয় দুটি। মূলত গোল করার লোকের অভাবে ভুগছে দলটি। পয়েন্ট তালিকার নীচের দিকে থাকলেও খুব বেশি গোল তারা হজম করেনি। মাত্র তিনটি গোল তারা হজম করেছে। জামশেদপুরের মজবুত রক্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই থাকবে মোহন বাগান সুপার জায়ান্টের শক্তিশালী আক্রমণভাগের। ফর্মে রয়েছেন দিমি পেত্রাতস, জেসন কামিন্স, মনবীর সিং। ফর্মের সন্ধানে রয়েছেন আর্মান্দো সাদিকু। এছাড়াও পিছন থেকে উঠে এসে আক্রমণে লোক বাড়ানোর কাজ করছেন সাহাল আব্দুল সামাদ। তিন ম্যাচ খেলে ৯ পয়েন্ট পাওয়া বাগান ইতিমধ্যে করেছে ৭টি গোল। দুটি গোল হজম করেছে। এদিকে বুধবারের ম্যাচে চোট পাওয়া আনোয়ার আলির জায়গায় সম্ভাব্য ফুটবলার হিসেবে ভেসে উঠেছে একাধিক নাম। সুমিত রাঠি ও দীপক টাঙরির ওপর ভরসা রয়েছে মোহন বাগান সুপার জায়ান্টের কোচ হুয়ান ফেরান্দোর। সেই সঙ্গে আরও এক ফুটবলারের নাম তিনি নিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলে ভারতীয় ফুটবল প্রেমীদের নজর কেড়েছিলেন তিনি। পরে সবুজ মেরুন শিবিরে যোগদান। ফেরান্দো বলেছেন, এএফসি কাপের ম্যাচে (লালরিনলিয়ানা) হামতেকে আমরা সেন্টারব্যাক হিসেবে খেলিয়েছি। চেন্নাইনের বিরুদ্ধে শেষ কুড়ি মিনিট টাঙরি ওই জায়গায় খেলেছে। সুমিতও জাতীয় দলের হয়ে খেলে এসেছে। তাই আমাদের কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। এই তিনজনই মাঠে নামার জন্য তৈরি। চোটের কারণে দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে ছিলেন দীপক। পুরো দমে মাঠে ফিরতে তার আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে মনে করছেন স্প্যানিশ কোচ। আপাতত সুমিত সুমিত রাঠির দিকে পাল্লা ভারী বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে আনোয়ারের জায়গায় হামতের খেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কোচ যেমনটা জানিয়েছেন হামতেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলিয়ে দেখে নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘরোয়া টুর্নামেন্টেও ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন এই ফুটবলারের ওপর ভরসা রেখেছিল বাগান টিম ম্যানেজমেন্ট। এই মুহূর্তে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে মোহনবাগান। এখনও আইএসএলে খেলা তিনটি ম্যাচেই জিতেছে হুয়ান ফেরান্দোর দল। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের আটকানো যে মুশকিল তা ভালো করেই জানে বিপক্ষ দলগুলি। তবে মোহনবাগানকে একই সঙ্গে ২টি টুর্নামেন্টে খেলতে হচ্ছে। চাপ থাকছেই ফেরান্দোদের। এমনকী লিগের ম্যাচের মাঝেও অনেকটা দিনের বিরতি থাকছে। স্বাভাবিক ভাবেই দুই টুর্নামেন্ট এক সঙ্গে চলায় ফুটবলারদের ফোকাস সরে যাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাগান কোচ এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন। এবং যে কোনও মুহূর্তের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখছেন। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বাগান কোচ বলেন, এটা আমাদের হাতে নেই। ফেডারেশন ঠিক করে কোন দল কবে খেলবে। কিন্তু আমাদের সব রকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হয়। ফলে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবেই। কিছু করার নেই। তবে আমার মতে একটা লিগে পরপর ম্যাচ দিলে সুবিধা হয়। তাতে ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যায়। জামশেদপুরের বিরুদ্ধ দলের ফুটবলারদের পজিশন বদল করা হবে বলেও ইঙ্গিত দেন ফেরান্দো। বাগান কোচ বলেন, আমার দলে কেউ অপরিহার্য নয়। প্রত্যেক ফুটবলারই তৈরি মাঠে নামার জন্য। প্রত্যেকেই মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে। ম্যারাথন লিগে যে কেউ চোট পেতে পারে। কার্ড সমস্যাও হতে পারে। ফলে কে আছে, কে নেই সেটা ভেবে লাভ নেই। আমাদের সব কিছুর জন্য তৈরি থাকতে হবে। আনোয়ার অবশ্যই আমাদের দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ও সব সময় আমাদের পর্যবেক্ষণে আছে। ফিট হলেই দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। এই মুহূর্তে গোলের মধ্যেই রয়েছেন পেত্রাতোস, কামিংস, সাদিকুরা। এই ধারাই জামশেদপুর ম্যাচে বজায় রাখতে চান বাগান কোচ।

মারাদোনাকে ব্যালন ডি'অর উৎসর্গ করলেন মেসি

নিউ ইর্য়ক, ৩১ অক্টোবর ঃ ব্যালন ডি'অর খেতাব যে লিওনেল মেসিই জিততে চলেছেন তা জানা গিয়েছিল কয়েকদিন আগেই। সেই জল্পনা সত্যি করে অষ্টমবারের জন্য এই পুরস্কার উঠল আর্জেন্তিনার অধিনায়ক মেসির হাতেই। এবার এই পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে মেসির সঙ্গে দারুণভাবেই ছিলেন আরলিন হালান্ড ও কিলিয়ান এমবাপে। যদিও আর্জেন্তিনাকে বিশ্বকাপ জেতানোর ক্ষেত্রে মেসির অবদানই তাঁকে আরও একবার জেতাল ব্যালন ডি'অর। সবচেয়ে বেশি বয়সে ব্যালন ডি'অর খেতাব জেতার নিরিখে মেসি আপাতত দ্বিতীয় স্থানে। পিছনে ফেললেন গতবারের খেতাবজয়ী করিম বেঞ্জেমাকে। ১৯৫৬ সালে ৪১ বছর বয়সে এই পুরস্কার উঠেছিল স্ট্যানলি ম্যাথিউজের হাতে। মেসির বয়স এখন ৩৬ বছর ৪ মাস। আমেরিকার মেজর লিগ সকারের প্রথম ফুটবলার হিসেবে তিনি এবার এই পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়লেন। মেসির হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন ইন্টার মায়ামির অন্যতম কর্ণধার ডেভিড বেকহ্যাম। গত মরশুমে ৫২টি গোল করা হালান্ড ম্যানচেস্টার সিটিকে ত্রিমুকুট জেতানোর পিছনে অবদান রাখেন। তিনি পেলেন গার্ড মুলার ট্রফি। বার্সিলোনা তথা স্পেন দলের আইতানা বোনমাতি মহিলা ফুটবলারদের জন্য রাখা ব্যালন ডি'অর জেতেন। দিয়েগো মারাদোনার জন্মদিনেই এবার এই পুরস্কার পেয়ে তা পূর্বসূরী কিংবদন্তিকেই উৎসর্গ করেছেন লিও। বলেন, আমি ভাবিনি আমার ফুটবল কেরিয়ার এভাবে এগিয়ে যাবে, প্রাপ্তির তালিকায় থাকবে এত কিছু। আমি বিশ্বের সেরা দলগুলির হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছি। এই ধরনের ব্যক্তিগত ট্রফি জিতেও ভালোই লাগে। মেসির কথায়, কোপা আমেরিকা জেতার পর বিশ্বকাপ জয় দারুণ ব্যাপার। আমার কাছে প্রতিটি ব্যালন ডি'অর খেতাব স্পেশ্যাল, আলাদা আলাদা কারণের জন্য। মেসির আর্জেন্তিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ জিতলেন সেরা গোলকিপারের জন্য রাখা ইয়াশিন ট্রফি। সেরা অনূর্ধ্ব ২১ ফুটবলারের কোপা ট্রফি উঠেছে ইংল্যান্ড তথা রিয়াল মাদ্রিদের জুড বেলিংহ্যামের হাতে। ২০০৯ সালে মেসি প্রথম জিতেছিলেন ব্যালন ডি'অর খেতাব। এরপর তিনি এই পুরস্কার পান ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৯ ও ২০২১ সালে। বিশ্বের আর কোনও ফুটবলার এতবার এই খেতাব জেতেননি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জিতেছেন পাঁচবার। মিশেল প্লাতিনি, ইওহান ক্রুয়েফ ও মার্কো ভান বাস্তেন জিতেছেন তিনবার করে। মেসি প্রথম ৬টি ব্যালন ডি'অর জেতেন বার্সিলোনায় খেলার সময়। সপ্তমবার এই খেতাব যখন তিনি জেতেন কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখে, তার কিছুদিন আগেই তিনি বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দিয়েছিলেন। গত মরশুমে পিএসজির হয়ে ৪১ ম্যাচে মেসি ২১টি গোল করেন। লিগ ওয়ান খেতাব দখলে রাখে পিএসজি। পিএসজি ছেড়ে মেসি এখন আমেরিকার ইন্টার মায়ামিতে। ১৪ ম্যাচে ১১টি গোল করেছেন। মেসিম্যাজিকে ভর করেই প্রথমবার লিগস কাপ জিতেছে ইন্টার মায়ামি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইলাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615